চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৫ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
Sister
masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 22 June 2019 ■ আগরতলা, ২২ জুন, ২০১৯ ইং ■ ৬ আষাঢ় ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

পঞ্চম আন্তর্জাতিক যোগা দিবস

আন্তর্জাতিক যোগা দিবসে শুক্রবার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে যোগা কর্মসূচিতে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সহ অন্যরা। ছবি নিজস্ব।

আর্থিক দূর্বল পরিবারের ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির বঞ্চনা, দশটি নামী স্কুলকে নোটিশ দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুন।। আর্থিক দিক দিয়ে দূর্বল ছাত্রছাত্রীদের নামী বেসরকারী বিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ থাকলেও গত আট বছরে প্রায় চব্বিশ হাজার পড়ুয়া ওই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। তাতে পূর্বতন সরকার খামখেয়ালীপনার নজির স্থাপন করেছে বলেই মনে করা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, সারা দেশে ২০০৯ সালে শিক্ষার অধিকার আইন চালু হয়েছে। সেই মোতাবেক রাজ্য সরকার ২০১১ সালে রুলস তৈরী করেছে। স্বাভাবিক ভাবেই রাজ্যে ২০১১ সাল থেকেই শিক্ষার অধিকার আইন কার্যকর হচ্ছে। আইন অনুযায়ী আর্থিক দিক দিয়ে দূর্বল ছাত্রছাত্রীদের জন্য নামি বেসরকারী বিদ্যালয়ে ভর্তির বিশেষ সুযোগ দেওয়া হয়েছে। তাতে, বেসরকারী স্কুলে ন্যূনতম ২৫ শতাংশ আসন আর্থিক দিক দিয়ে দূর্বল ছাত্রছাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত রাখার কথা বলা হয়েছে। শুধু তাই নয়, বেসরকারী স্কুলে ভর্তি ফি পুরোটাই বহন করবে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার। শুধু তাই নয়, ওই স্কুলে সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রীর পড়াশোনা সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত খরচ বহন রাজ্য সরকার। আইনে আরও বলা হয়েছে, ওই ছাত্রছাত্রীরা এক কিলোমিটারের ভেতরে স্কুলে ভর্তির সুযোগ না মিললে তিন কিলোমিটারের মধ্যে যে নামি বেসরকারী স্কুল রয়েছে সেখানে ভর্তি হতে পারবে।

এই বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ অত্যন্ত পরিতাপের সাথে জানান, সুযোগ থাকা সত্বেও রাজ্যের প্রচুর ছাত্রছাত্রী নামি বেসরকারী বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারেনি। তারা সেই সুবর্ণ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তাঁর কথায়, ২০১১ সালে শিক্ষার অধিকার আইনে রুলস্ প্রণয়ন করেই দায় সেরে নিয়েছিল তদানিন্তন রাজ্য সরকার। ওই আইনে ছাত্রছাত্রীদের জন্য সুযোগ সুবিধাগুলি খুঁজে বের করেনি পূর্বতন সরকার। তিনি বলেন, রাজ্যের দশটি বনেদি বেসরকারী বিদ্যালয়ে চিঠি দিয়ে জানতে চাওয়া হয়েছিল শিক্ষার অধিকার আইন অনুসারে আর্থিক দিক দিয়ে দূর্বল ছাত্রছাত্রী তাদের বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। ওই বিদ্যালয়গুলি উত্তরে জানিয়েছে, এখন পর্যন্ত একজন ছাত্রও ভর্তি হয়নি। শিক্ষামন্ত্রী ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, তদানিন্তন সরকার এই বিষয়ে কোন পদক্ষেপ নেয়নি। তাই আর্থিক দিক দিয়ে দূর্বল শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা ওই সুযোগ পায়নি।

তাঁর কথায়, প্রতি বছর অন্তত তিন হাজার ছাত্রছাত্রী ভর্তি হতে পারত। তাতে দেখা যাচ্ছে গত আট বছরে প্রায় চব্বিশ হাজার ছাত্রছাত্রী ওই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তাঁর দাবি, আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে নামি বেসরকারী বিদ্যালয়গুলিতে ওই আইন কার্যকর করা হবে। তিনি জানান, প্রত্যেকটি নামি বেসরকারী বিদ্যালয়ে আর্থিক দিক দিয়ে দূর্বল ছাত্রছাত্রীদের জন্য ২৫ শতাংশ আসন সংরক্ষিত রাখতে হবে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নয় দফা দাবি আদায়ে ধরনা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সংঘের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুন।। নয় দফা দাবি আদায়ে ধরনা কর্মসূচি সংগঠিত করেছে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সংঘ। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং সহায়িকারা রাজ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ বঞ্চিত হচ্ছেন, এই অভিযোগ এনে আজ তাঁরা ৬ ঘণ্টার ধরনা সংগঠিত করেছেন ।

সংঘের সাধারণ সম্পাদিকা মঞ্জুলা চক্রবর্তীর কথায়, সরকারি কর্মচারীদের সমতুল্য কাজ করেও তাঁদের সব রকম সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে । তিনি বলেন, ত্রিপুরায় অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা রয়েছেন প্রায় ১৯ হাজার। কিন্তু, সরকারি সুযোগ সুবিধা কেউই পাচ্ছেন না। তাঁর দাবি, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্ত্রী, কন্যা ও শাশুড়িসহ ছয়জনকে কুপিয়ে ঘায়েল করল মদ্যপ ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুন।। স্ত্রী, কন্যা, শাশুড়ি সহ ছয়জনকে এলোপাথাড়ি কুপিয়ে ঘায়েল করল এক ব্যক্তি। ঘটনাটি ঘটেছে কৈলাসহরের ইরানি থানার অন্তর্গত ডেপাছড়া গ্রামে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে।

কৈলাসহর মহাকুমার ইরানি থানার অন্তর্গত ডেপাছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা অজয় উড়াং। বৃহস্পতিবার রাতে অজয় উড়াং তার স্ত্রী ও ২ সন্তানকে নিয়ে ডেপাছড়া কাকা শ্বশুরের বাড়িতে বেড়াতে যায়। সেখানে একটি অনুষ্ঠান ছিল। সেই উপলক্ষ্যে অনেক লোকের সমাগম হয়। রাতে সকলে খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। গভির রাতে বাড়িতে শুরু হয় চিৎকার। সকলের ঘুম ভেঙ্গে যায়। সকলে ঘুম থেকে উঠে দেখতে পায় মাত্রারিক্ত মদ্যপান করে অজয় উড়াং মাতলামি শুরু করেছে। হাতে ধারালো দা নিয়ে একের পর এক জনকে আঘাত করে চলছে অজয় উড়াং। বাড়ির সকলের আর্তনাদ শুনতে পেয়ে স্থানিয় লোকজন ছুটে আসে।

ততক্ষণে অজয় উড়াং-এর স্ত্রী ফুলমণি ওরাং, কন্যা রবিনা উড়াং, কাকি শাশুড়ি জলু উড়াং, এলাকার বাসিন্দা মেরি উড়াং, মেরি উড়াং এর সন্তান-ইলিয়ন উড়াং এবং অনিতা মেরি উড়াং ধারালো দায়ের আঘাতে গুরুতর ভাবে আহত হয়ে পড়ে। তখন স্থানীয়রা কোনক্রমে অভিযুক্ত অজয় উড়াং-কে আটক করে উত্তম মধ্যম দিয়ে কৈলাশহরের ইরানি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়। তবে অজয় উরাং কেন এই ঘটনা করলো এই বিষয়ে স্থানীয়রা অবগত নয়। ঘটনা সম্পর্কে জানান প্রত্যক্ষদর্শী রংনু উড়ং। আহতদের ঘটনার পর উনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।

সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর গুরুতর ভাবে আহত অজয় উড়াং-এর স্ত্রী ফুলমণি উড়াং ও কাকিমা জলু উড়াং-কে উন্নত চিকিৎসার জন্য জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করে দেন হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক। এই ঘটনায় আহত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ইচাবাজারে রেলের ধাক্কায় মহিলার মৃত্যু, পুলিশের ভূমিকায় ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুন।। ট্রেনের ধাক্কায় এক মহিলার মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার পশ্চিম জেলার আগরতলায় সুভাষনগর জগৎপল্লী এলাকায় এই ঘটনাটি ঘটেছে। স্থানীয় জনগণ এই মহিলার মৃত্যুর জন্য পুলিশের গাফিলতিকে দায়ি করেছেন। কারণ, খবর পেয়ে পুলিশ সময় মতো পৌছালে মহিলাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হতো। হয়তো তাঁকে বাঁচানো যেত, দাবি মৃতার বোনের ছেলের।

আজ আগরতলায় সুভাষনগর জগৎপল্লী এলাকায় রেল লাইন পার হতে গিয়ে আগরতলা-ধর্মনগর ট্রেনের ধাক্কায় নিহত হয়েছেন স্বপা গোপ। সকাল ৬টায় ওই ট্রেন তাকে ধাক্কা দিলে প্রত্যক্ষদর্শীরা সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব আগরতলায় থানায় খবর দেন। কিন্তু, খবর পাওয়ার প্রায় দেড় ঘন্টা পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছেছে। ততক্ষণে যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে মহিলার মৃত্যু হয়েছে।

শুক্রবার বাধারঘাট স্টেশনের কাছে ইচাবাজারে রেলের ধাক্কায় মহিলার মৃত্যু হয়েছে। ছবি নিজস্ব।

এলাকাবাসীর বক্তব্য, থানায় ঘটনাটি জানানো হলে নানা অজুহাত দেখানো হয়েছিল। বেলা ৭টা ২৫ মিনিট নাগাদ দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌছান। কিন্তু, ততক্ষণে ওই মহিলা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। তার কিছুক্ষণ পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছালে স্থানীয় জনগণ এবং মৃতার পরিবারের সদস্য বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

মৃতার বোনের ছেলে প্রসেঞ্জিত গোপ বলেন, তাদের সাথেই এক বাড়িতে থাকতেন স্বপা গোপ। কয়েক বছর যাবৎ ডায়াবেটিসে ভুগছিলেন। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যগুলির অর্থমন্ত্রীদের নিয়ে প্রাক বাজেট বৈঠক কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর

উপজাতি কল্যাণকে প্রাধান্য দিতে কেন্দ্রের কাছে আর্জি রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুন।। উপজাতি কল্যাণকে প্রধান্য দেওয়া হোক সাধারণ বাজেটে, প্রাক বাজেট বৈঠকে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীকে এই বিষয়ে বিবেচনা জোড়ালো আর্জি জানিয়েছেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী। সাথে তিনি বিশেষ কেন্দ্রীয় সহায়তা (এসসিএ) এবং বিশেষ প্ল্যান সহায়তা (এসপিএ) এই দুই খাতে অর্থ বরাদ্দের রীতি ফিরিয়ে আনতে অনুরোধ জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর কাছে।

শুক্রবার সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলগুলির অর্থমন্ত্রীদের সাথে প্রাক বাজেট বৈঠক করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। ওই বৈঠকে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা দেশের আর্থিক কাঠামোকে ঢেলে সাজানোর জন্য এবং অর্থনৈতিক প্রগতির জন্য প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকারকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার দেশের আর্থিক ব্যবস্থা সংস্কার মূলক পদক্ষেপ নিয়েছে, তার প্রমাণ লোকসভা নির্বাচনে বিরাট জয়ের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে। অর্থমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা এদিন বৈঠকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ব্যবসা আরো সহজতর করার জন্য গৃহীত পদক্ষেপগুলিকে কুর্নিশ জানিয়েছেন। শুধু তাই নয়, অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি বাস্তবায়নে পূর্বোত্তর উপকৃত হয়েছে। এই দাবি করে তিনি আগামী দিনে আরো উন্নতির আশা প্রকাশ করেছেন।

অর্থমন্ত্রী এদিন পূর্বোত্তরের সাথে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার রেল সংযোগ স্থাপনের উদ্যোগকে প্রশংসা করেছেন। তাতে এই অঞ্চল সহ ত্রিপুরার উন্নয়ন আরো তরান্বিত হবে বলে অর্থমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেছেন। অঞ্চল ভিত্তিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে জাতিকে এগিয়ে আনা খুবই জরুরি বলে মনে করেন যীষ্ণু দেববর্মা। তাই তিনি পশ্চাতপদ জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত উপজাতিদের জন্য বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধির আবেদন জানিয়েছেন। তাঁর কথায় ২০১৯-১৮ বছরের বাজেটে উপজাতিদের জন্য মূল বাজেটের ১.৬ শতাংশ বরাদ্দ করা হয়েছিলো। অথচ দেশের মোট জনসংখ্যার ৮.৬৪ শতাংশই হচ্ছে উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্ত, যার অধিকাংশই উত্তর পূর্বাঞ্চলে বসবাস করছেন। তাঁর দাবি, তাদের মধ্যে অধিকাংশই দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করছেন। ফলে তাদের উন্নয়নে বাজেট বরাদ্দ বাড়ানো খুবই প্রয়োজন। তবেই, সবকা সাথ, সবকা বিকাশ আক্ষরিক অর্থে সফলতা পাবে। কারণ পিছিয়ে পড়া জাতি উপজাতিরা দেশের মূল স্রোতে আসতে পারবেন।

এদিন তিনি বিশেষ কেন্দ্রীয় সহায়তা এবং বিশেষ প্ল্যান সহায়তা খাতে বরাদ্দের রীতি ফিরিয়ে আনার দাবি জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, পূর্বোত্তরের রাজ্যগুলির জন্য বিশেষ কেন্দ্রীয় বরাদ্দ হিসেবে বিশেষ কেন্দ্রীয় সহায়তা এবং বিশেষ প্ল্যান সহায়তার যোজনা কমিশনে জমানায় বরাদ্দ করা হতো। কিন্তু নীতি আয়োগ শুরু হতেই ওই খাতে অর্থ মঞ্জুর বন্ধ হয়ে গেছে। তাই নীতি আয়োগেও ওই খাতে পুনরায় অর্থ বরাদ্দের বিষয়টি বিবেচনা করা হোক।

এদিকে, সেন্ট্রাল স্পন্সর স্কিমের অন্তর্গত প্রকল্পগুলিতে ১০০ শতাংশ অর্থ কেন্দ্রীয় সরকার বহন করুক, সেই দাবি জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। তিনি বলেন, পূর্বোত্তরের রাজ্যগুলিতে পরিকাঠামো উন্নয়নের অভাবে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পিআর বাড়ি থানার সামনে দুটি পিস্তল দশটি কার্তুজসহ ৩ যুবক পুলিশের জালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুন।। আগ্নেয়াস্ত্র-সহ তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়া মহকুমার পিআরবাড়ি থানার সামনে তিনজন ধরা পড়েছে। তাদের কাছ থেকে দুটি জাপানি পিস্তল, দশ রাউন্ড তাজা কার্তুজ এবং ছয়টি মোবাইল হ্যান্ডসেট উদ্ধার হয়েছে।

পিআরবাড়ি থানার তদন্তকারী অফিসার সঞ্জয় দেববর্মা জানান, বৃহস্পতিবার রাত আড়াইটা নাগাদ একটি গাড়িতে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে যাচ্ছিল আগরতলার গান্ধীগ্রাম নিবাসী বিমান দাস (৩৯), নরসিংগড় ভাগলপুরের মৃণাল দত্ত (৩৮) এবং চালক বামুটিয়া জলিলপুরের রঞ্জন দাস। তিনি

বলেন, গভীর রাতে থানার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় সন্দেহ হয় পুলিশের। তখন তল্লাশি করার জন্য গাড়িটি থামানো হয়। গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে দুটি জাপানে তৈরি পিস্তল, দশটি সক্রিয় কার্তুজ এবং ছয়টি মোবাইল হ্যান্ডসেট উদ্ধার হয়েছে।

পুলিশ অফিসার সঞ্জয় দেববর্মা আরও বলেন, তাদের কাছ থেকে ভারতীয় মুদ্রায় ৫১ হাজার টাকা এবং বাংলাদেশি ১২ হাজার টাকা উদ্ধার হয়েছে। অস্ত্র নিয়ে তারা কোথায় যাচ্ছিল সে সব ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদে কী জানা গেছে সে সম্পর্কে কিছুই জানাননি তিনি। তবে, এই অস্ত্র নিয়ে যাওয়ার পেছনে রহস্য রয়েছে বলে অনুমান। এদিকে, শুক্রবার তাদের আদালতে সোপর্দ করেছে পুলিশ। বিলোনিয়া এসডিজেএম আদালত তাদের চার দিনের জেল হেফাজতে পাঠিয়েছে।

কর্ণাটকে কংগ্রেস-জেডিএস জোট ভাঙনের পথে, অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাচনের আভাস

বেঙ্গালুরু, ২১ জুন ।। কর্ণাটকের জোট সরকারের অন্তর্কলহ নিয়ে প্রকাশ্যে মুখ খোলেন জনতা দল সেকুলার সুপ্রিমো তথা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এইচডি দেবেগৌড়া। বেঙ্গালুরুতে এক সাংবাদিক বৈঠকে দেবেগৌড়া বলেন, "কোনও সন্দেহ নেই, অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাচন খুব শীঘ্রই আসতে চলেছে। তারা (কংগ্রেস) বলেছিল পাঁচ বছর আমাদের সমর্থন করবে। কিন্তু দেখুন তাদের আচারণ।" জেডিএস-র প্রবীণ নেতা দেবেগৌড়া আরও বলেন, "মানুষ সবই দেখছে। আমরা জোট সরকার চাইনি। কুমারস্বামীকে মুখ্যমন্ত্রী করতেও চাইনি। তারই আমাদের সরকার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সম্পত্তির লোভে দেবরকে হত্যার চেষ্টা, গ্রেপ্তার সৎ ভাইয়ের স্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২১ জুন।। দা দিয়ে কুপিয়ে এক ১৫ বছরের নাবালককে হত্যা করার চেষ্টার মূল মাস্টারমাইন্ড পুলিশের জালে।ধৃতের নাম রাবিয়া বেগম (২০)। কদমতলা থানাধীন ইছাইরপার গ্রামের বাসিন্দা।ধৃত মহিলাকে তার নিজ বাড়ি থেকে আটক করে আদালতে প্রেরণ করেছে কদমতলা থানার পুলিশ।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, গত ১৯ জুন রাত্রি ৮:৩০ মিনিট নাগাদ কদমতলা থানাধীন ত্রিপুরা বাংলাদেশ সীমান্ত ইছাইরপার এলাকায় মেইন সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে জহুর উদ্দিন ওরফে সাদ্দাম মোবাইলে গেম খেলছিল।ঠিক তখন একটি কালো রংয়ের পালসার বাইক নিয়ে দুই যুবক জহুরের পাশে দাঁড়িয়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি কোপাতে থাকে, এমনটাগ্রামবাসীদের অভিযোগ।তখন প্রাণ বাঁচাতে জহুর চিৎকার দিলে আশপাশের মানুষ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে আর সেই সুযোগে ঘটনাস্থল থেকে আক্রমণকারী দুই যুবক বাইক নিয়ে পালিয়ে যায়।যদিও গ্রামবাসীরা ওই দুই যুবককে আটকানোর চেষ্টা করলেও ওরা ধারালো অস্ত্র দেখালে গ্রামবাসীরা ভয় পেয়ে যায়।মাটিতে রক্তাক্ত অবস্থায় লুঠিয়ে থাকা জহুরকে ইয়াকুব নগর বিএসএফ ক্যাম্পের গাড়ি দিয়ে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।খবর দেওয়া হয় কদমতলা থানায়।

ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান কদমতলা থানার এসআই প্রাণজিত মালাকার, হাবিলদার পরেশ দাস সহ বিশাল পুলিশবাহিনী। উনারা ঘটনাস্থল সহ হাসপাতালে সরজমিন পরিদর্শন করেন।এদিকে জহুরের অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে কর্তব্যরত চিকিৎসক জহুরকে অন্যত্র রেফার করলে তার আত্মীয় পরিজন অসময়ের শিলচর মেডিকেল কলেজে নিয়ে যান।বর্তমানে শিলচর হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে ১৫ বছরের যুবক জহুর উদ্দিন। গুরুতর আহত জহুরের পিতার নাম মৃত তহুর মিয়া। বাড়ি কদমতলা থানাধীন ইছাইরপার গ্রামের ২ নং ওয়ার্ডে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আইজিএমে চিকিৎসক খুনের চেষ্টা ধৃতদের জামিন নাকচ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুন।। আইজিএম হাসপাতালে চিকিৎসককে খুনের চেষ্টার অভিযোগে ধৃতদের জামিনের আবেদন নাকচ করে দিয়েছে ত্রিপুরা হাইকোর্ট। শুক্রবার ত্রিপুরা হাইকোর্টের বিচারপতি অরিন্দম লোধ আইজিএমের চিকিৎসক ডাঃ দীপঙ্কর দেবনাথকে হামলাকারী দুই অভিযুক্তের জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন। এদিন আবেদনকারীর পক্ষে আইনজীবী জামিনের পক্ষে জোর সওয়াল করেছেন। কিন্তু সরকার পক্ষের আইনজীবী এখনই জামিন দেওয়া উচিত হবে না সাওয়াল করেছেন। বিচারপতি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিভিন্ন সামাজিক ব্যধি প্রতিরোধে প্রাক্তন সৈনিকদের রাজ্য সরকারকে সহযোগিতা করার আহ্বান মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুন।। সৈনিকরা শৃঙ্খলাবদ্ধ। সৈনিকগণ ভালো আচরণ এবং দায়বদ্ধ মনোভাব নিয়ে কাজ করেন। সৈনিকদের এই শৃঙ্খলাবদ্ধ মানসিকতা সমাজের প্রতিটি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। আজ সচিবালয়ের ২নং সভাকক্ষে ২৮তম রাজ্য সৈনিক বোর্ডের বৈঠকে এই অভিমত ব্যক্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

বৈঠকে আলোচনাকালে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব বলেন, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সময়ে সময়ে ম্যালেরিয়া, রক্তাল্পতার কারণে রাজ্যের মানুষ আক্রান্ত হন। এছাড়াও নেশা জাতীয় দ্রব্যে আশক্ত হয়ে পড়ছে জনজাতি সহ নতুন প্রজন্মের যুবারা। এই সমস্যাগুলির নিরসনে রাজ্য সরকার ব্যাপকভাবে মানুষদের সচেতনতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এই কাজে প্রাক্তন সৈনিকদের দ্বারা গঠিত অ্যাসোসিয়েশনকেও রাজ্য সরকারকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি বলেন, এই ক্ষেত্রে পুলিশের অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদেরকেও যুক্ত করে এই কাজে নিয়োজিত করা যেতে পারে। নিয়মিত মিশন মোডে নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে এই কাজে নিয়োজিত হওয়ার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যে সৈনিক স্কুল গড়ে তোলার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সৈনিক স্কুল রাজ্যে গড়ে উঠলে আশপাশের অন্যান্য সরকারি এবং বেসরকারি বিদ্যালয়গুলিও তাদের শ'ঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা দেখে উৎসাহিত এবং অনুপ্রাণিত হবে।

সভায় আলোচনাক্রমে সৈনিক কল্যাণ অধিকারর ডিরেক্টর অবসরপ্রাপ্ত বিগেডিয়ার জে পি তিওয়ারী প্রয়াত এবং প্রাক্তন সৈনিকদের কল্যাণে গৃহিত বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি বলেন, রাজ্যে ১৯৫৬ সালে সৈনিক ওয়েলফেয়ার বোর্ড ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▪ বর্ষ-৬৫ ▪ সংখ্যা ২৪৯ ▪ ২২ জুন ২০১৯ ইং ▪ ৬ আষাঢ় ▪ শনিবার ▪ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

মহারাজার হুঙ্কার

রাজ্যের পঞ্চায়েত নির্বাচনে কংগ্রেস বিনা লড়াইয়ে এক ইঞ্চি জমিও ছাড়িবে না বলিয়া হুঙ্কার দিয়াছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। তিনি কংগ্রেসের উজ্জ্বল ভবিষ্যত অবলোকন করিয়াছেন। তাঁহার যুক্তি এক বছরে ১.৮ শতাংশ হইতে ভোটের হার বৃদ্ধি পাইয়া কংগ্রেস ত্রিপুরা লোকসভা নির্বাচনে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করিয়াছে। পিছনে ফেলিয়া দিয়াছে সিপিএম এবং আইপিএফটিকে। তাই পঞ্চায়েত নির্বাচনেও কংগ্রেস জোর কদমে টক্কর দিতে প্রস্তুতি নিতেছে বলিয়া তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে জানান দিয়াছেন। কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সম্পাদক ভূপেন বরা সহ নেতারা আক্রান্ত কংগ্রেস কর্মীদের বাড়ীঘর সফর করিয়াছেন। ত্রিপুরায় টানা পঁচিশ বছরের বাম শাসনে কংগ্রেসই ছিল প্রধান বিরোধী দল। এ রাজ্যে বিজেপির উত্থান হইয়াছে কংগ্রেসের ব্যর্থতা হইতেই। হাইকমান্ডের বাম তোষণ নীতিই কার্যত এরাজ্যে কংগ্রেসকে দুর্বল করিয়াছে। যদি হাইকমান্ড ত্রিপুরার প্রতি আন্তরিক হইতেন তাহা হইলে এরাজ্যে বামফ্রন্টের বিকল্প হিসাবে কংগ্রেস ক্ষমতায় বসিত। ত্রিপুরার রাজনীতিতে কংগ্রেসের ভূমিকা ছিল বরাবরই দ্বিচারিতার আবর্তে হাবুডুবু খাওয়া। রাজ্যের মানুষের বিশ্বাস সংসার জায়গাকে খান খান করিয়া দেওয়া। রাজ্যের নতুন কংগ্রেস সভাপতি জাতীয় স্তরে দলের যখন ভরাডুবি অবস্থা, নেতৃত্বই যখন এখন দিশাহীনতায় ভুগিতেছেন তখন এরাজ্যে সত্যিই লড়াই করিতে পারিবে প্রাচীন এই দল? গত লোকসভা নির্বাচনী ফলাফলে ইহাই হয়তোবা উঠিয়া আসিয়াছে যে, রাজ্যের মানুষ বিকল্প হিসাবে কংগ্রেসকে প্রাধান্য দিতে চায়। কারণ দীর্ঘ সময় রাজ্যে কংগ্রেস ক্ষমতায় নাই। ফলে সিপিএম বাম শাসনের তিক্ত অভিজ্ঞতা যতখানি আছে কংগ্রেস সম্পর্কে তাহা নাই। উপরন্তু ইহা বলা যাইতে পারে যে ১৯৮৮ সালে, অন্তত তিন দশক আগে কংগ্রেস যুব সমিতিকে নিয়া জোট সরকার গড়িয়াছিল। সেই সময় বিভিন্ন অভিযোগ থাকিলেও বিস্তর সরকারী চাকুরী দেওয়া হইয়াছিল। সরকারী কর্মচারীদের তো রাজকোষ উজার করিয়া দিয়াছিল কংগ্রেস জোট সরকার। তখন এরাজ্যে কংগ্রেসকে নির্মম ভাবে বধ করিয়াছে কংগ্রেস হাইকমান্ড। প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাও নিজের গদী বাঁচাইতে ত্রিপুরায় দলকে বলি দিয়াছিলেন। সেদিন ত্রিপুরায় রাষ্ট্রপতির শাসন জারী করিয়া কংগ্রেস জোট মন্ত্রিসভাকে তত্বধায়ক সরকারের সুযোগ না দিয়া হাইকমান্ড তো দলের বুকে পেরেক পুঁতিয়া দিয়াছিলেন। সেই কংগ্রেসকে এরাজ্যে মানুষ কি বিজেপির বিকল্প ভাবিতে পারে?

ত্রিপুরায় বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস হাইকমান্ডকে তো সক্রিয় হইতে দেখে না রাজ্যের মানুষ। ত্রিপুরার ভোট প্রচারে সোনিয়ার অনাগ্রহের ঘটনা তো কাহারও চোখ এড়াইয়া যায় নাই। বিজেপির নেতাদের সক্রিয় উদ্যোগ কংগ্রেসী নেতারা কতখানি বিচার করেন। গত বিধানসভা নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কতবার রাজ্যে প্রচারে আসিয়াছেন। সেই তুলনায় রাহুল নমঃ নমঃ দায়সারা ত্রিপুরা সফর করিয়াছেন। আসলে কংগ্রেসে সবাই নেতা, এই ত্রিপুরার অবস্থা কি? এখানে কর্মী নাই নেতার ছড়াছড়ি। ত্রিপুরার সর্বত্র কংগ্রেসের সংগঠন কতখানি আছে? সিপিএম বা বাম আমলে রাজ্যে কংগ্রেস কর্মীরা বঞ্চিত ও আক্রান্ত হইবার ঘটনা আছে অথচ হাইকমান্ড অন্যপথে হাটিচলা করে। দিল্লীতে দোস্তি রাজ্যে কুস্তির নীতি আর চলিবে না।

ত্রিপুরায় দীর্ঘকাল কংগ্রেস ও সিপিএম দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দল হিসাবে দেখা হইত। আজ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কংগ্রেস কি বিজেপির বিকল্প হিসাবে বিবেচনায় আসিতে পারে? একথা ঠিক সিপিএমের সাংগঠনিক ভিত এক্ষণে চুরমার হইয়া গিয়াছে এমন বলা যাইবে না। তবে, খুব সহজে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না। বিজেপির পয়লা নম্বরের শত্রু সিপিএম। কংগ্রেস সম্পর্কে গেরুয়া দল এত বেশী বেপরোয়া নহে। তবু, এরাজ্যে কংগ্রেস বিজেপির বিকল্প হিসাবে এই মুহূর্তে উঠিয়া আসিবে না। কারণ, নেতৃত্বের দুর্বলতা। মহারাজ প্রদ্যুৎ একা কুম্ভ কতখানি সামলাইবেন? তিনি কি সারা ত্রিপুরায় দলকে পুণরুজ্জীবিত করিতে পারিয়াছেন? মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোরের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা কতখানি সেই প্রশ্ন উঠিতে পারে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবের বা বিজেপির বিরুদ্ধে সত্যিই কতখানি সক্রিয় হইতে পারিবেন? যদিও একথা বলা যাইতে পারে যে, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে প্রদ্যুৎ কিশোরের নিবিড় সম্পর্ক রাখিতে চান। অনেকের অজান্তেই তিনি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। প্রদ্যুৎ কিশোর মুখ্যমন্ত্রী বা বিজেপির বিরুদ্ধে কতখানি আন্দোলনমুখী হইতে পারিবেন? মারমুখী আন্দোলনে কতজনকে পাইবেন প্রদ্যুৎ কিশোর। দলের চরম দুর্দিনে প্রদ্যুৎ কিশোর যেভাবে পঞ্চায়েত নির্বাচনে এক ইঞ্চি জমিও বিনা যুদ্ধে ছাড়িবেন না বলিয়া হুঙ্কার দিয়াছেন তাহা দলকে কতখানি উজ্জীবিত করিবে বলা না গেলেও তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতে হয়। কারণ, চারিদিকে যখন বিজেপির জয়জয়কার তখন এই ছোট রাজ্য ত্রিপুরায় প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোরের বীরের হুঙ্কারকে কি স্যালুট জানাইতে হইবে না? গণতন্ত্র রক্ষায় এমন লড়াকু নেতা কামন জরুরী।

৫০ লক্ষের বেশি টাকা তছরূপের অভিযোগ

মালদহ,২১ জুন (হি.স): ৫০ লক্ষের বেশি টাকা তছরূপের অভিযোগে সরব হলেন তৃণমূলের নেতা কর্মীরাই। দলের একশ্রেণির কর্মীর দুর্নীতি নিয়ে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে সম্যক অবহিত তাঁর প্রমাণ মিলতেই, বাড়ছে দুর্নীতি সামনে আনার তৎপরতাও। এবার মালদহের মানিকচক ব্লকের গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের বিরুদ্ধে ভুয়ো নথি পেশ করে তছরূপের অভিযোগ উঠল। প্রধান অবশ্য এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সিমা বিবি বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতির এই অভিযোগ ইতিমধ্যে মানিকচক ব্লক প্রশাসনের কাছে জমা পড়েছে। তারপরেই তড়িঘড়ি তদন্ত শুরু করেছে ব্লক প্রশাসন। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ১০ আসনের গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূল ও কংগ্রেস পাঁচটি করে আসন পায়। পরে কংগ্রেস সদস্যদের সমর্থন নিয়ে বোর্ড গঠন করে তৃণমূল। প্রধান হন তৃণমূলের সিমা বিবি। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের অভিযোগ, প্রধান পদ পাওয়ার পর থেকে অন্য সদস্যদের তোয়াক্কা করেন না তিনি। এবং সদস্যদের অন্ধকারে রেখেই পঞ্চায়েতে দুর্নীতি চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। তাঁরা জানান, পঞ্চায়েতে এলাকায় করবস্থান উন্নয়ন, ক্যানেল মেরামতির কাজে যুক্ত হাজার হাজার শ্রমিক দেখিয়ে প্রায় ৫০ লক্ষের বেশি টাকা তছরূপ করছেন প্রধান। কাগজ কলমে সেই কাজ চললেও বাস্তবে তার দেখা নেই। যে সমস্ত মানুষ ভিনরাজ্যে কাজ করছে তাঁদের নামও মাস্টার রোলে রয়েছে। পঞ্চায়েত সমিতির তৃণমূল সদস্য শেখ সইফুদ্দিন বলেন, 'ক্যানেল বর্তমানে জলে ভর্তি। কাজ নেই কিছুই। তবু কাজ হচ্ছে বলে সরকারি টাকা তছরূপ চালাচ্ছেন প্রধান। দালাল চক্র চলছে গোপালপুর পঞ্চায়েত জুড়ে। ৫০ লক্ষের বেশি টাকার ভুয়ো খাতা কলমেই কাজ হচ্ছে। আমরা চাই সরকারি সম্পত্তি যারা তছরূপ করছে তাদের যেন উপযুক্ত শাস্তি হয়।' যদিও এই দুর্নীতির অভিযোগ প্রসঙ্গে প্রধান সিমা বিবি পরিষ্কার করে কিছুই বলতে চাননি। তিনি বলেন, 'যে অভিযোগ করা হচ্ছে তা ঠিক নয়। শ্রমিক লাগিয়েই কাজ করানো হচ্ছে। যারা অভিযোগ করেছেন তারাও তৃণমূলেরই।' এই আর্থিক দুর্নীতির কথা জানতে পেরে তৃণমূল কর্মীরা প্রধানের বিরুদ্ধে ব্লক প্রশাসনের কাছে অভিযোগ পত্র জমা দেন। সেই অভিযোগ পেয়েই তড়িঘড়ি তদন্ত শুরু করেছে ব্লক প্রশাসন। মানিকচকের বিডিও সুরজিৎ পণ্ডিতের নির্দেশে এদিন পঞ্চায়েতে যান ব্লক প্রশাসনের প্রতিনিধি দল। অভিযোগ অনুযায়ী কাজের স্থান পরিদর্শন ছাড়াও পঞ্চায়েত প্রধান ও পঞ্চায়েত কর্মীদের সাথে কথা বলেন ব্লকের প্রতিনিধিরা। এই প্রসঙ্গে ব্লক টেকনিক্যাল অফিসার রজত চৌধুরী জানান, গোপালপুর পঞ্চায়েতে প্রধানের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ জমা পড়েছে। তাই বিডিও সাহেবের নির্দেশেই তার তদন্ত শুরু করেছেন। তিনি বলেন, '১০০ দিনের কাজে যে শ্রমিক কাগজ কলমে দেখানো হচ্ছে তা বাস্তবে নেই। কিছু ক্যানেলের কাজের মাস্টার রোল জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে ক্যানেলে জল ভর্তি থাকায় সেখানে কাজ করা সম্ভব নয়। ফিল্ড শ্রমিকদের সঙ্গে মাস্টার রোলের শ্রমিকদের নামেরও কোনও মিল নেই।' আপাতত আমরা নথিপত্র নিচ্ছি। তারপর বিডিওর কাছে রিপোর্ট জমা দেবো'।

গরমের ছুটি ও শৈশবের সেই দিনগুলি

সুপ্রিয় মিত্র

লালমাটি। সকাল ন'টা বাজতে না বাজতে মাটির কিছু ওপর থেকে উষ্ণতার তারতম্যে প্রতিসরাঙ্ক বদলে যাওয়ায় দৃশ্য কেঁপে কেঁপে যায়; ঠিক ডাউডাউ আগুনের হলুদ শিখার ওপরের স্বচ্ছ শিখা। গ্রীষ্মে এই এলাকায় অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার এটাই অন্যতম কারণ, সানস্ট্রোক তো আছেই, আর মৃত্যু। সকাল থেকে মালঙ্গ রোডের শ্মশানে লাইন। মাঝে একটা এঁদো পুকুর। বন-শুয়োর গা ডুবিয়ে বসে থাকে, পাশে ডোমদের ঝুপড়ি। কিন্তু আগে এরা ডোম ছিল না, পদবি---'বেহারা' জমিদারদের পালকি বওয়ার কাজ করত ইংরেজরা আসার পর খড়্গপুর ছিল অন্যতম নীলচাষের ঘাঁটি, কারণ লালমাটির কাঠিন্যর সঙ্গে দোআঁশ মাটির নরম মিশে যে মিশ্রমাটি তৈরি হয়, তা নীলচাষের উপযোগী। সেই নীলকুঠিই আজ তাদের ঝুপড়ি। মাঝেমধ্যেই লু-র হাওয়ায় শ্মশানের আগুন তাদের ছাউনিতে ধাপ্পা দিয়ে যায়। আর এই এঁদো পুকুর, শ্মশান ও ঝুপড়ির গায়ে লাগোয়া আমাদের স্কুল। এমনিতেই রোদ, লু, তার ওপর শ্মশানের হলকা। অর্ধেক সময় জানলা বন্ধ। দূর থেকে কাঠ পোড়ার শব্দ আর মেঘের ছায়ায় বৃষ্টি ঝিরিঝিরি অনেক সময় একইক্ষণ শুনতে লাগে---এই ভ্রমে আমাদের চোখ অন্যদিকের আধখোলা জানলায় ছুটে যাচ্ছে, বৃষ্টি এল বুঝি?

ততক্ষণে রোল কলের রেজিস্টার খাতায় নাম এন্ট্রি, স্কুল খুললে কোন রুমে ক্লাস হবে তা জানানো নতুন সেশনের ফি জমা দেওয়া---সমস্ত হয়ে গিয়েছে, এমনকী বুক লিস্ট দেওয়াও। কিছুক্ষণ পর রোল কল করে স্যারও বেরিয়ে গেলেন। এবার শুধু ঘণ্টা পড়ার অপেক্ষা, ব্যস! ক্লাসের চোখ দরজার বাইরে হেডস্যারের রুমের সামনে ঝুলতে থাকা ঘণ্টার দিকে। কোথায় ঘণ্টাওয়ালা,স্কুলের পিওন, আমাদের কালোদাদু? সারা বেরোনো মাত্র প্রত্যেকটা ক্লাসরুম ততক্ষণে পরিযায়ী পাখিদের বাসা। কিচিরমিচির কিচিরিমিচির। কীসের কলতান? গরমের ছুটির। এতদিন কারও ঘরে দেখা হবে না, কারও সঙ্গে কথা হবে না, কেউ আসবে না বাড়িতে...। এ যেন সেই শৈশবের ডানা মেলে দেওয়ার শুরু, ভেবে দেখুন, যখন অ্যানুয়াল পরীক্ষার শেষ দিনে, কোনও এক বান্ধবী-র হাত থেকে মুক্তি। সীমা-সরহদ্দ থেকে দূর দূর। তাই কাঁপি খুলে বসেছে যে-যার, দেদার।

পার্থ যাবে মাইথন, সইফুদ্দিন যাবে মাসির আবড়ি, গৌতম আর রেজ্জাক যাবে দেশের বাড়ি, জিৎ যাবে কন্যাকুমারী---ওদের পাড়ার সকলে মিলে ট্যুর, মাইকেলরাজীব মুর্মু যাবে গোয়া---চার্চ থেকে ওদের নিয়ে যাচ্ছে; দেবু যাবে মামার বাড়ি, কার্তিকও। কারও দশদিন, কারও পনেরো, কেউ বা ছুটির শেষদিন ফিরবে।

সকলের মন হইহই।

অর্থাৎ, পাড়া ফাঁকা।

সকলের ভেতর চইচই মন।

অর্থাৎ,মাঠ শুনশান, খাঁ খাঁ।

সেসবের মাঝে আমি, ঘণ্টা বাজা না-বাজা নিয়ে অনুদ্বিগ্ন, সেকেন্ড বেঞ্চের কোনার দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে চুপচাপ বসে তাদের প্ল্যানিং শুনছি, শুনছি মামা-মাসি-দিদাবাড়ির রূপকথা; মাঠের-ঘাটের গল্প; জানছি কাশ্মীরের বরফ নাকি লাল---জিতেনকে তার বাবা বলেছে গতকাল ব্যাগ গোছানোর মাঝে। আর দেখছি---বাড়ি লাগোয়া শুকনো পুকুরের নিশ্চুপ বাদামি জলের মতো আমার ছুটি। আমার ছুটি নিস্তরঙ্গ, স্থির। সমস্ত দুরন্তপনা-ছটফটানি চুপসে গিয়ে ওই সেকেন্ড বেঞ্চের কোনায় সেঁধিয়ে রয়েছে। উল্টোদিকে ড্যাম্প পড়া দেওয়াল থেকে চুন-সুরকি খসে গিয়ে যেন এক -একটা ম্যাপ। ম্যাপের ভেতর ওই যে দেখা যায় বন্ধ দের গ্রীষ্মকালীন ভ্রমণের রুট---ওই যে

দার্জিলিং, কন্যাকুমারী, কাশ্মীর। ড্যাম্পের ঠাণ্ডায় ডেঁয়ো পিঁপড়ের লাইন সেই রুটের নকশা এঁকে দিচ্ছে। ওই তো ঝুরোঝুরো সিমেন্ট-বালিতে নুনের ছোপ দিয়ে ম্যাপ-পয়েন্টিং করা ওদের মামাবাড়ি, মাসিবাড়ি। কিন্তু ....কিন্তু ওরা যে এই বাড়িতে বাড়িতে যাবে---সে বাড়িতে যে লোকেরা কোথাও যাবে না, সেখানে এমন কেউ কি নেই যার গরমের ছুটি পড়েছে? সে কি যাবে না কোথাও।

আমি কি জানতাম না এই প্রশ্ন ছিল নিজেরই, নিজেকেই, নিজেদেরকেই? নিজেদের অর্থে, মা-বাবাকে। মনে মনে......আমরা যে সেই দলেরই লোক,যাদের কোথাও যাওয়া নেই। না,না---আছে। থেকে যাওয়া আছে।

কেবল, থেকে যাওয়া। অন্তত এই গরমের ছুটি। পুজোর ছুটির মতো পূর্বনির্ধারিত নয়, এমনকী গরম পড়ার নেই কোনও দিনক্ষণসূচক আবহাওয়া পঞ্জিকাও;

ছুটি, যে টিপে ধরে টুটি;কতটা গরম পড়লে পরে গরমের ছুটি পড়ে---বড় হয়ে ওঠার পথে শৈশবে এ-ই ছিল সম্ভবত প্রথম অহৈতুকী, প্রথম যাপনের দ্বিধা। তখন স্কুলে সেশন ছিল মে টু-এপ্রিল নতুন ক্লাসে ওঠার পরে পরেই মোটামুটি গরমের ছুটি। আর শেষদিন ওই ঘণ্টার অপেক্ষা।

যে স্কুলের কথা হল এতক্ষণ, সেখানেই আমার অর্ধেক ছাত্রজীবন। আমার বাবাও ছিলেন সেই স্কুলেরই ছাত্র এবং পরবর্তীকালে শিক্ষক। বিজ্ঞানের স্যার। কৃষ্ণেন্দু স্যার। বাড়ির পাশেই স্কুল। বড় হয়ে ওঠার অর্ধেকটা সময় নিজের বাবাকে 'স্যার' বলে কেটে যাওয়া, ভয়ে-শ্রদ্ধায়-ভালবাসায় ঘোলাটে অন্তরিক্ষে তাই গরমের ছুটি পড়লেও বাড়ির পরিবেশ স্কুলরহিত ছিল না। বাবার আলাপেই 'কৃষ্ণেন্দু স্যর' ও যে আছেন। সিলেবাস যতটা পারা যায়,তাঁর কথায়---'গুলে খেতে হবে' নব গণিত মুকুল, কে সি নাগ, সুখেন্দু মাইতি। তাই ,ছুটির প্রথম দিনই বাবা নিয়ে পৌঁছে যেত নতুন ক্লাসের বই। দুপুর গড়ালে মা-বাবা মিলে লেগে পড়ত কমলা রঙের মলাট দিয়ে বইয়ের যতনে। আর আমি মাউঁড় মাউঁড়।

বইগুলোর দিকে তাকালেই কৃষ্ণেন্দু স্যার ইকো হচ্ছেন---'গুলে খেতে হবে'।

কিন্তু বাবা, আমরা বেড়াতে যাব না? তুমি যে বলেছিলে সায়েন্স সিটি, বিড়লা তারামণ্ডল;রেজাল্ট ভাল হলে ইডেনে একটা দিন টেস্ট ম্যাচ; কী না কী কলেজ স্ট্রিস---সেখা চালাও গল্পের বইরাতে মা'কে বলেছিলে দুর্দিনের জন্য দিঘা.....

---কীয় ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছিস, কিছু বলবি?

---কই না তো......বলছি বাবা, কতদিন দাবা খেলিনি? তুমি না হয় সাদাই নাও, আমি কালো নিয়েই খেলব.........এটা বলতে এতক্ষণ? খেলবি? সে-ই তো হেরে যাবি! আচ্ছা, আগে পঁচিশটা অঙ্ক শেষ হোক। এই

তো পুঁচকে পুঁচকে সরল সুদের অঙ্ক! এক্ষুনি শেষ হয়ে যাবে।

কার্যত শেষ হত না।আসল কথাও পঁচিশটা অঙ্কের মতো অস্ফুট থেকে যেত।দাবা খেলাও হত না। ঘরের কোনও কাজ ঠিক পড়ে যেত বাবার, নয়তো পাঠিরডাক, কিংবা ফোন। ঘড়রং ঘড়রং। নীচতলা থেকে ঠাকুমা চেঁচিয়ে বলছে, 'কিন্নেন্দুউউউ তোকে চাইছে এএএ.........

টু ভাইভ থ্রি ফোর ওয়ান জিরো। সামনে দিরো থ্রি ট্রিপল টু। এই ছিল আমাদের একান্নবর্তী বাড়ির একমাত্র ল্যান্ডফোন। ছুটি পড়ার দু'হপ্তা আগে থেকে ল্যান্ডফোনে কিনুমামার খোঁজ বেড়ে যেত। কৃষ্ণেন্দু, কিন্নেন্দু, কিনু(মায়ের নিরীক্ষায় বাংলা ব্যাকরণ পড়াতে গিয়ে ধ্বনি বিপর্যয়)। এই যে 'কিনুমামা' বাড়িতে এখন, তাই কৃষ্ণেন্দু স্যারও যে বাড়িতে, সে 'মামাবাড়ি ভারি মাজ'-র সঙ্গে সিলেবাস এগিয়ে রাখার বোনাসপ্রাপ্তি নিয়ে পিসতুতো দাদা-দিদিদের নিয়ে পিসি-পিসেমশাইরা হাজির হবে। অতএব, বাড়ি হইহই। দুমুঠো-চারমুঠো। আর ঠাসাঠাসি। পড়ানোর চেয়ে আনন্দ কিনুমামা কখনও কোনও কিছুতে পায়নি।তাদের অভিষিক্ত, ভাইপো, বাগনা, বোনঝি---সবাই মিলে ঘিরে বসে তার কাছে পড়ছে---এই ঐকান্তিক টোল স্বরক্ষিত গুরুগৃহ ও অধ্যায়নের বৈদিক ব্রহ্মচর্য ভবন সম্ভবত তার প্রিয়তম দৃশ্য ছিল।

আর, এই ছিল আমার মোক্ষম সময় বাবার থেকে বিচ্যুত হওয়ার, অবহেলাকে ডানা দেওয়ার। পড়ার ফাঁকে বালিশের তলায় সুকুমার, উপেন্দ্রকিশোর, লীলা মজুমদার, শার্লক হোমস আসা-যাওয়া করছে। তালেফাঁকে বেরিয়ে পড়া লেংচে লেংচে। এই সময় রাস্তায় রাস্তায় পাগল কুকুর, আর পাগল মানুষের সংখ্যাও বেড়ে যায়।

হুইহাট অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে লিতে গলিতে। যেন রাস্তায় পাগল নেই বরোস্তা নিজে পাগল হয়ে গিয়েছে। সেসবের মধ্যে আমি এ-রাস্তা থেকে সে-রাস্তা আবিষ্কারকে বেড়াচ্ছি। ধরাও কি পড়ছি না? পড়ার পরই উত্তর-মধ্যম। পরের দিন আবার যেই কে সেই। কিন্তু এসবের মাঝে ছিল বাবার নিজে হাতে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি বানিয়ে হাতেনাতে বিজ্ঞান শিক্ষা---নিজে হাতে ছোটখাটো জিনিস দিয়েই পেরিস্কোপ, টেলিস্কোপ, প্রিজম স্পেকট্রাম বানানো সিম্পল হারমোনিক মোশন, আলোকবিজ্ঞান আর বাবার অতি প্রিয় মহাকাশবিদ্যা রাত হলে ছাদে নিয়ে গিয়ে তারা চেনানো, উল্কাপাত দেখা---আর অকস্মাৎ এক মহাজাগতিক হাওয়ার দমকা এসে ক্ষীণ হয়ে লাগছে আমার গায়ে। ট্রেন চলে গেলে যেমন হাওয়া ওঠে, তেমনই ওই উল্কাপাতের হাওয়া ওঠে, তেমনই এইউল্কাপাতের হাওয়া গরমের ঝাঁপতালা তছনছ করে দিচ্ছে। তারা-কলমের সম্পর্কের চেয়ে সরাসরি প্রকাশ, চাক্ষুষ হওয়ার এই যুক্তি

আমারসমস্ত দুরন্তপনা অভিমান ভুলিয়ে দিত। সকাল জুড়ে চলত সেসব বানানো। দাদা-দিদি, ভাই-বোনেরা মিলে আমরা অবাক হয়ে দেখতাম। আর বিকেল হতে না হতে দাদারা নেমে পড়ত খামারেরমাঠে ব্যাট-বল নিয়ে। বড়দার দ্রবিড়সুলভ ব্যাটিং, বুম্বাদার ড্যাডা হাতের লেগ স্পিন, রূপমদার দমফাটা কমেন্ট্রি, অর্ণবদারখেলার মাঝে বাথরুমের ডাক---এসবের মাঝে আমি দুধভাত। ব্যাটিং পেলে কপাল, বোলিং পেলে ভাগ্য, রইল বাকি ফিল্ডিং আর জঙ্গলে বল ঢুকে গেলে কুড়িয়ে আনা। এই রাস্তা সময়েই ঘুরতে যাওয়ার পোকা আবার মাথার ভেতর নড়ে উঠত। আমি ইচ্ছে করে পা দিয়ে ঠেলে নরম মাটির ভেতর দেবে দিতাম। তারপর একসঙ্গে সব ভাই মিলে ন'দাদুর একচিলতে বাগান-জঙ্গলে তুমুল অ্যাডভেঞ্চার, ভ্রমণ। বুম্বাদা বলের ড্রপ মনে করে গতিপথ বোঝার চেষ্টা করছে, রূপমদা যথারীতি ধারাভাষ্য দিচ্ছে, টুবাইদা মাঝে মাঝেই চেঁচিয়ে উঠছে,'এই তো এল, ওই যে বল'! আর আমার চোখে চোখ রেখে আছে ওই বনকলমির, কচুপাতার ঝোপ। সেইখানে বল। ঝোপের তলায় একটা সোনাব্যাং আমার দিকে ড্যাবড্যাব করে চেয়ে আছে। চোখ সরাতেই দেখি, চেয়ে আছে, পাশের আমগাছের ডালে এক কাঠবেড়াল। রূপমদাকে সেদিকে আসতে দেখে, সে হুড়মুড়িয়ে নেমে নীচে পড়ে যাওয়ার বকপাখিরজ্যান্ত ডিম দুই হাতে করে বাসায় পৌঁছে দিচ্ছে পাশে আমড়া গাছের টঙে। কী চক্ষুলজ্জায় আমিও বল ফিরিয়ে দিয়ে, খেলা ছেড়ে ফিরে যাচ্ছি বাড়ি, যে এই ছুটির খাঁচায় বন্দি পাখির কলতান।

কাকলি সে---আনন্দময় দুশ্যের নিকটে আধখোলা জানলা। একটানা স্বপ্নে সে আধো চোখ বোজা ঘুম। আমার মা। সারাদিন ঘরভর্তি লোকেরমন জুগিয়ে, তুইয়ে,তোষে,খেতে দিয়ে, ছেলেকে শাসন করে, শাসনপূর্বক আড়ংধোলাই দিয়ে 'রাক্ষসের মা' ও, 'সবই মায়ের থেকে পাওয়া, কই কিনু তো এমন ছিল না মুখখামটা সামলে একলা-একা কেঁদেকেটে ক্লান্ত এক মহিলা। আলমারির পাশে তার হাওয়াইয়ান গিটার---সে কতদিন ধরেনি, কতদিন বাজায়নি 'মায়াবন বিহারিণী', 'এই করেছ ভালো নিঠুর হে'....কুটনো কেটে তার হাতেরশিরা ফুলে গিয়েছে, পায়ের পাতায় সংসার বওয়ার ব্যথা টগবগ করে ফুটছে ছোট ছোট ল্যাম্পে। তার মন কোথায় এখন? বিকেলবেলা সে নিজের মতো বেরিয়ে পড়ল না, কলতলায় গিয়ে দুটো পরনিন্দা করল না, গান শুনল না, একমনে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে গাছের টঙে ওই বকপাখিদের বাসার দিকে চেয়ে রইল কেবল---সে কী ভাবছে? কোথায় যেতে চায়? মায়ের বুঝি তখন তার মা'কে

মনে পড়ে? তারকাছে গিয়ে বসতে, সে আমার ধুলোমাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিল, 'তোমার বাবার সাধারণ চাকরি, তাতে অনেক ধার। ব্যবসাপত্তর নেই। এমন দুরন্ত হওয়া তোমার সাজে না। মদ দোকানে মুটে বওয়া, আলুর দোকন খুলে দেওয়ার ঠাট্টায় তুমি যেন কষ্ট পেও না।.........' এই বলতে বলতে রবি ঠাকুরের 'শিশু' বইয়ের 'কানাই মাস্টার' কবিতার লাইন তুলে সুর করে বলে উঠত, "পড়ার সময় তুমি পড়ো, আর ছুটি হয়ে গেলে খেলার সময় খেলা করো", দিয়ে পেটটি ধরে কাতুকুতু আর আমি হ্যা হ্যা হ্যা হ্যা করে হাসি।

সন্ধে নামারআগেই হাত-পা ধুয়ে জল-মুড়ি যা হোক দু'টি চিবিয় আবার পড়তে বসে যাওয়া। দাদা-দিদিদের তখনও খেলার ঘোর কাটেনি। আমি এসব তেকে দূর। রা তো বেড়াতে এসেছে, তাদের সাজে। আর এই সময় মা-বাবা দু'জনেই কড়িবরগার একচিলতে ঘরে। পঁচিশটা অঙ্ক ততক্ষণে শেষ হয়ে গিয়েছে। 'চোখ বন্ধ কর' বলে বাবা আমার হাতের সামনে ধরাচ্ছে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশে খাতা খোলা। মারধর -বকুনির শেষে টপটপিয়ে চোখের জল পড়ছে। ব্যাক কভার সবারআগে উল্টিয়ে বাবা বলল---এই যে একটা লেখা আছে, বোঝার দরকার নেই এটা লিখে লিখে হাতেরলেখা প্র্যাকটিস করবি প্রতিদিন তিন পাতা।

আমি পড়ছি-

দুঃখ জীবনের বড় সম্পদ;দৈন্য বড় সম্পদ;শোক দারিদ্র ব্যর্থতা বড় সম্পদ, মহৎ সম্পদ......যে জীবন অশ্রুকে জানে না, অপমানকে জানে না, আশাহত ব্যর্থতাকে জানে না, সে জীবন মরুভূমি সেসুখ সম্পদ-ধনসম্পদ ভরা ভয়ানক জীবনকে আমরা যেন ভয় করতে শিখি।

অঙ্ক শেষ হতে না হতেই, হাতের লেখা প্র্যাকটিস শুরু। জানলার বাইরে থেকে ভেসে আসছে বড়দাদুর বাড়ি থেকে গান। গানের আসর বসেছে। একটু আগে জেঠু গেয়েছে 'প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে', এখন গাইছেন 'তোমার ভুবন ভরিয়ে দেবে', যাকে কখনও গাইতে শুনিনি, বাবা ধরেছে তবলা। একটা মাত্রতবলা-ডিগ্গি, কিন্তু উদ্যমের শেষ নেই। রূপমদা বসে পেড়েছে হাঁড়ি উল্টিয়ে। পাখার আওয়াজে গান কেটে কেটে আসছে। মাঝে ড্যাবলা জেঠু গাইল, তারপর গান ধরছে বাই বাঘা। বাঘা আজ সফল শিল্পী। ঈশান মিত্র নামে সে অধিক পরিচিত।

এরকমভাবেই গরমের ছুটি হয়ে উঠত টিভিতে ট্যালেন্ট হান্ট আসার আগেই ঘরোয়া ট্যালেন্টের জলসাঘরও।

এরকমভাবেই টুকটুক করেচার সপ্তাহের গ্রীষ্মের ছুটি শেষ এক হপ্তায় গিয়ে ঠেকল। যে যার একে একে ফিরে যাচ্ছে। ' কিনুমামা', 'কৃষ্ণেন্দু স্যর', 'বাবা'---এসবের বর্মকবচ খুলে শ্রীমান কৃষ্ণেন্দু শ্রীমতী কাকলির ' ও গো', 'কী

গো' হয়ে সামনে পৌঁছে বলছে---কী গো, কোথায় যাওয়া যায়?

খানিক পূর্বরাগেরমধ্য দিয়ে আমাদের হাতে পড়ে থাকল সাকুল্যে পাঁচ-চারদিন। সেই টুকু সম্বল করে কোনওবার যাওয়া হল রামরাজাতলায় মামার বাড়ি, কোনওবার হয়তো ঝাড়গ্রামের পথে মানিকপাড়া আশ্রম। এই দুই -ই পারমুটেশন-কম্বিনেশন করে চলল।

ওই যে---কেবল, থেকে যাওয়া। মামার বাড়ি গেলে মামার সঙ্গে স্কুটারে করে বেরিয়ে পড়া। হেলমেট ছাড়া পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে দ্বিতীয় হুগলি সেতু পেরিয়ে নিউ মার্কেটে প্রথম নুডল্‌স খাওয়া। হাওড়া ময়দানে বসে মামার সিগারেট খাওয়া দেখা, রিংয়ের ভেতর রিং, স্টেশনের গায়ে ঝিলের দিকে চেয়ে বসে থেকে দিদার ---মায়ের গল্প শোনা, দাদুর কাছে দাদুর জাহাজের চাকরিসূত্রে ইরাক যুদ্ধের গল্প, রাশিয়া খানখান হওয়ার চাক্ষুষ জবানি, জাহাজ সফরে সমুদ্রের ঢেউ-সামুদ্রিক ঝড়ের গল্প---এসব ছিল স্বপ্নের মতো। আর ওদিকে মানিকপাড়ায় সুনীল মহারাজজির রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গেলেই মাহাতো ইতিহাস, সিপাহী বিদ্রোহ, ভৌগোলে থেকে ভসরাঘাট, একছুটে গোপীবল্লভপুর---সুবর্ণরেখা নদী। ঘরে ঘরে চালুনি দিয়ে সোনার খুদে খুদে দানা রাখা, অমূল্য ও অবহেলিত। আদিবাসী মানুষজন, তারা কাজ করতে চায় না। মাছ ধরতে চায় আর মহারাজজিকে তাদেরই একজন বলেছিল, মহারাজ, তমহিস্তো ঠাকুরের লক ই খালে জলচাইনি, তুমি মদ বইয়েছাও। অনেক বয়স অবধি বিশ্বাস করতাম, ইনিই বাল্মিকী মুনি। কর্মযোগী। ৯৮ বছরের ছোকরা, দেখলে ৭২ মনে হয়। অনুশীলন সমিতি-র সদস্য ছিলেন। তাঁর গাছে ভরা আশ্রমের মাঝে টালির এক ছোট্ট কুটিরে আমাদের ঠাঁই হত। চারিদিকে আকাশমণি গাছ, মাঝে মাঝে কাঁঠাল আম জাম। রাতে গাছরা শ্বাস নিচ্ছে, শুনতে পাওয়া যেত। খর্বকায় সময়ের চিপিতে ইতিহাস মাথা তুলে দাঁড়িয়ে সেখানে। রহস্যে নিমজ্জিত চোখ নিয়ে আমরা পিরে আসতাম।

এসবের মাঝে দাদা-দিদিরাও বড় হতে থাকল, মায়েরকাও তাদের প্রয়োজনীয়তা কমে এল, সময়ের স্বাভাবিক নিয়মেই বোধ করি। গরমের ছুটিতে টিউশনের গমগমে ঠাট্টা-ইয়ার্কি ভরা, বন্ধুবান্ধব মিলে স্পেশাল ক্লাসের মজা-ঠাট্টা, আর বাবার কিনুমামার সিরিয়াসনেস! ছোঃ .....আরও কয়েক বছর পর গ্রীষ্মের ছুটিও তাদের জীবনে রইল না---এই ভেবেই তাদের আসা-যাওয়া কমে, যাওয়া, যোগাযোগহীনতাকে ভুজুংভাজুং দিয়ে বুঝিয়ে রেখেছি মনে মনে তোবাবাও সেভাবেই নিজেকে সামলায় আজও।

রাজনীতি থেকেও বাবা বিচ্যুত আজ অনায়মক টিভি দ্যাখে, মায়ের সঙ্গে খিটিমিটি চলে। আমারও জীবন থেকে গ্রীষ্মের ছুটি গিয়েছে চলে বেশ কিছু বছরের পর। সেই ল্যান্ডফোন বহু বছর হল আর নেই, নেই নম্বরও। ব্যক্তিগত ফোনে যে-যার দূর থেকে ভালবাসা, 'লাইক' ছোড়ে। বাবার এখন আর সেই পড়ানোর হুজ্জতও নেই। মা-বাবাকে এখন গাছের নেশায় পেয়েছে। দু-তিন মাস ছাড়া ছাড়া বাড়ি যাই। ছুটিতে বাড়ি যাওয়া হয় এখন। বলা ভাল, বেড়াতে যাই দেখি মেহগনি-আকাশমণি-কাঁঠাল-আমে ছেয়ে গিয়েছে চারপাশ, আর বনদুকের ঘাস। মখমল, কিন্তু কখন কেটে রক্ত ঝরে যায়, বোঝা যায় না। সেসব গাছের মাজে জেগে আছে একটা আচ্ছন্ন গাচ্ছন্ন পিত্ত সবুজ বাড়ি। বাবাকে দেখি---না কি মহারাজজিকে দেখি? বাবার গাছে ভরা আশ্রমের সবুজ কুটিরে আমার আজকাল ঠাঁই হয়। তার কল্পিত গৃহ ও অধ্যায়নের বৈদিক ব্রহ্মচর্য ভবন আমার প্রিয়তম দৃশ্য আমিও ও যে এই ঘরে পড়িয়েছি একদা, একই বিষয়.....ভয় হয়।

(সৌজন্যে: প্রতিদিন)

সচিবালয়ের ২নং সভাকক্ষে ২৮তম রাজ্য সৈনিক বোর্ডের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সহ অন্যান্যরা। ছবি নিজস্ব।

জয়েন্টে ভর্তি-প্রক্রিয়া এগিয়ে আনতে চায় ‘মাকাউট’

কলকাতা, ২১ জুন (হি. স.) : জয়েন্ট এন্ট্রান্সে ভর্তির প্রক্রিয়া আগামী বছর থেকে আরও এগিয়ে আনতে চায় মৌলনা আবুল কালাম আজাদ ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি (মাকাউট)। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৭০টি বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের দেখভালের দায়িত্বে আছে এই প্রতিষ্ঠান।

এ বছর লোকসভা ভোটের জন্য এই ভর্তির প্রক্রিয়া এ রাজ্যে পিছিয়ে গিয়েছে। ‘মাকাউট’-এর উপাচার্য সৈকত মিত্র ‘হিন্দুস্থান সমাচার’-কে এ খবর জানিয়ে বলেন, ‘‘নির্বাচন তো করতেই হবে। এ নিয়ে আমাদের কিছু বলার নেই। তবে, জয়েন্ট এন্ট্রান্সের দিন এগিয়ে আনার বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যে জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেছি।“ সূত্রের খবর, জয়েন্ট এন্ট্রাস বোর্ডের চেয়ারম্যান মলয়েন্দু সাহা বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন। শিবপুর আইআইইএসটি-র প্রাক্তন অধিকর্তা তথা একাধিক প্রযুক্তি-প্রতিষ্ঠানের পরামর্শদাতা অজয় কুমার রায় এই প্রতিবেদককে বলেন, ‘‘অন্যান্য রাজ্যে জয়েন্ট এন্ট্রান্সে ভর্তির প্রক্রিয়া এ রাজ্যের তুলনায় আগে হয়ে যাচ্ছে। ফলে পশ্চিমবঙ্গে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে আগ্রহী অনেকে বাইরে চলে যাচ্ছেন। রাজ্যের ছেলেমেয়েদের রাজ্যে পড়ার সুযোগ একটা অধিকারও। এটা মনে রাখতে হবে।’’

এদিকে, জয়েন্টের মেধা-তালিকায় উচ্চ মাধ্যমিক বোর্ড পিছিয়ে পড়ছে বলে প্রশ্ন উঠেছে বিভিন্ন মহলে। কেন? উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভানেত্রী মহুয়া দাসের বক্তব্য, উচ্চ মাধ্যমিক ও জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা খুব কাছাকাছি সময়ে হয়। দু’টি পরীক্ষার প্রস্তুতি চালাতে গিয়ে ছাত্রছাত্রীরা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষাকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেন। বেশির ভাগ মেধাবী পড়ুয়াই উচ্চ মাধ্যমিকের মেধা-তালিকায় স্থান পাওয়ার স্বপ্ন দেখেন। “তাই অনেক মেধাবী ছাত্রছাত্রী হয়তো জয়েন্ট এন্ট্রান্সের জন্য সে-ভাবে প্রস্তুতি চালাতে পারেন না। অন্যান্য বোর্ডের ছেলেমেয়েরা জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার জন্য মোটা টাকা খরচ করে আলাদা ভাবে টিউশন নেন। আলাদা প্রস্তুতি চালান,” বলেন মহুয়াদেবী।

এবার জয়েন্ট এন্ট্রান্স দেওয়ার জন্য নাম নথিভুক্ত করিয়েছিলেন এক লক্ষ ১৩ হাজার ৯১২ জন পড়ুয়া। তবে পরীক্ষা দেন ৮০,৯৭৯ জন। র‌্যাঙ্ক পেয়েছেন ৮০,৫৮০ জন। সাফল্যের হার ৯৯.৫ শতাংশ। উচ্চ মাধ্যমিক বোর্ডের ৪৮,৪২০ জন পরীক্ষা দিয়েছিলেন। সফল ৪১,৬৪৫ জন। আইএসসি বোর্ড থেকে পরীক্ষা দিয়েছিলেন ৫২১৪ জন। উত্তীর্ণের সংখ্যা ৩৯৩০। সিবিএসই বোর্ডের ৩৫,৫৭৫ পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাশ করেছেন ২০,৪৭১ জন। অন্যান্য বোর্ড থেকে পরীক্ষা দিয়েছিলেন ২৪, ৭০৩ জন। পাশ করেছেন ১৪, ৫৩৪ জন। জয়েন্ট এন্ট্রান্সের মেধা-তালিকায় উচ্চ মাধ্যমিক বোর্ডের মাত্র এক জন স্থান পেয়েছেন। এই বোর্ড পাশের সংখ্যার বিচারে অন্য বোর্ডকে টেক্কা দেওয়ায় খুশি মহুয়া দাস। তিনি বলেন, ‘‘উচ্চ মাধ্যমিকের প্রস্তুতিতেই আমাদের ছেলেমেয়েরা জয়েন্ট পাশ করে যাচ্ছেন। এটা খুব ভাল দিক।

আন্তর্জাতিক যোগ দিবস

অরুণাচল-হিমাচলে যোগাভ্যাস আইটিবিপি জওয়ানদের

নয়াদিল্লি, ২১ জুন (হি.স.): ভারতের পাশাপাশি গোটা বিশ্বজুড়ে সাড়ম্বরে পালিত হল পঞ্চম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। অরুণাচল প্রদেশের লোহিতপুর, হিমাচল প্রদেশের রোহতাং পাস ও সিকিম-সহ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যোগ দিবস পালন করলেন ইন্দো-তিবেতান বর্ডার পুলিশ (আইটিবিপি) জওয়ানরা। অরুণাচল প্রদেশের লোহিতপুরে পশু প্রশিক্ষণ স্কুল (এটিএস)-এ যোগাসন করেন আইটিবিপি জওয়ানরা। আবার হিমাচল প্রদেশের রোহতাং পাস-এর কাছে প্রায় ১৪ হাজার ফুট উচ্চতায় প্রবল ঠাণ্ডার (মাইনাস ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস) মধ্যেই আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালন করেন ইন্দো-তিবেতান বর্ডার পুলিশ (আইটিবিপি) জওয়ানরা। হিমাচল প্রদেশের কিন্নর জেলায় ইন্দো-চিন সীমান্তেও যোগাভ্যাস করেন আইটিবিপি জওয়ানর। এখানেই শেষ নয়, সিকিমে ও পি ডোরজিলার কাছে প্রায় ১৯ হাজার ফুট উচ্চতায় মাইনাস ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস ঠাণ্ডার মধ্যেই আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালন করেন জওয়ানরা। শুক্রবার সকালে সূর্য প্রণাম করার পর যোগাসন করেন আইটিবিপি জওয়ানরাঊ পাশাপাশি অরুণাচল প্রদেশের দিগারু নদীতে ‘নদী যোগাসন’ করেছেন আইটিবিপি জওয়ানরাঊ আবার জম্মু ও কাশ্মীর লেহ, ছত্তিশগড়ের মাওবাদী অধ্যুষিত কোণ্ডাগাঁও জেলায় যোগাভ্যাস করেন আইটিবিপি জওয়ানরা।

আইটিবিপি জওয়ানদের পাশাপাশি শুক্রবার সকালে দিল্লিতে যোগাভ্যাস করেছেন ভারতীয় বায়ুসেনার ওয়েস্টার্ন এয়ার কম্যান্ডঊ প্রায় ৫০০ জন বায়ুসেনা কর্মী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যরা যোগ আসন করেনঊ মুম্বইয়ে নৌবাহিনীর পশ্চিম নৌবাহিনীর ডকইয়ার্ড-এ আইএনএস বিরাট-এ যোগাসন করেছেন ওয়েস্টার্ন নৌ কমান্ড কর্মী-আধিকারিকরাঊ এছাড়াও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ২১ জুন, শুক্রবার আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালন করেছেন তিন বাহিনীর জওয়ানরা। জম্মুতে যোগাসন করেন সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর জওয়ানরা। হিমালয়ের পর্বতে যোগাভ্যাস করেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর জওয়ানরাঊ ছত্তিশগড়ের সুকমা জেলায় মাওবাদী অধ্যুষিত ডোর্নাপাল এলাকায় সাত সকালেই যোগাভ্যাস করেন সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ)-এর ৭৪ ব্যাটেলিয়নের জওয়ানরাঊ শুধু ভারতই নয়, গোটা বিশ্বের মোট ১৮০টি দেশে পালিত হয়েছে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসঊ প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশেও যোগ দিবসে ব্যাপক সাড়া মিলেছে।

উত্তর বাংলাদেশে বেপরোয়া ট্রাকের দৌরাত্ম্য, মর্মান্তিক মৃত্যু পিকআপ ভ্যানের খালাসি-সহ তিনজনের

ঢাকা, ২১ জুন (হি.স.): উত্তর বাংলাদেশের নাটোর জেলার গুরুদাসপুর উপজেলায় পণ্যবোঝাই ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল পিকআপ ভ্যানের খালাসি-সহ দু’জন তিনজনেরঊ শুক্রবার সকাল ৬.১৫ মিনিট নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে গুরুদাসপুর উপজেলার রাণীগ্রাম এলাকায় বনপাড়া-হাটিকুমরুল সড়কেঊ দুর্ঘটনায় নিহতদের নাম হল-পিকআপ ভ্যানের খালাসি রাকিবুল হাসান রনি (২৪), পেশায় শ্রমিক রুমুল আমিন প্রামাণিক (৫২) ও মহম্মদ কাদের হোসেন আকন্দ (৫৫)। পদস্থ এক পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, শুক্রবার সকালে পিকআপ ভ্যানে চেপে নাটোর অভিমুখে যাচ্ছিলেন ৫-৬ জন শ্রমিকঊ পথে রাণীগ্রাম এলাকায় বনপাড়া-হাটিকুমরুল সড়কের ধারে দাঁড়িয়েছিল পিকআপ ভ্যানটিঊ সকাল ৬.১৫ মিনিট নাগাদ পিকআপ ভ্যানে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে পণ্যবোঝাই একটি ট্রাকঊ ট্রাকের ধাক্কায় পিকআপ ভ্যান উল্টে গিয়ে খালাসি ও দু’জন শ্রমিক রাস্তায় ছিটকে পড়ে যানঊ ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে তিনজনেরই মৃত্যু হয়েছেঊ ঘাতক ট্রাক ও দুর্ঘটনাগ্রস্ত পিকআপ ভ্যানটিকে বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

বাদুড়িয়ার পরিস্থিতি দেখতে ঘটনাস্থলে বিজেপির জেলা নেতারা

বসিরহাট, ২১ জুন(হি. স.) : বাদুড়িয়ায় বিজেপির সমর্থকদের বাড়ি ভাঙচুরের ঘটনায় শুক্রবার সকালে এলাকায় পর্যবেক্ষণে যান বিজেপির জেলা প্রতিনিধি দল। প্রতিনিধি দলের সামনেই পুলিশের ভূমিকা নিয়ে উঠেছে একাধিক অভিযোগ।

রাজ্য জুড়ে রাজনৈতিক হিংসার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বসিরহাট মহকুমার সন্দেশখালি, হাসনাবাদের পরে বৃহস্পতিবার বাদুড়িয়াতেও বিজেপি কর্মী সমর্থকদের বাড়ি হামলার অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। বাদুড়িয়ার মগরুতি গ্রামে বেছেবেছে বিজেপি সমর্থিত হিন্দু পরিবারের পাশাপাশি সংখ্যালঘু পরিবারের উপরেও হামলার ঘটনা ঘটে। ঘটনার বিষয়ে খতিয়ে দেখতে শুক্রবার সকালে গ্রামে যান বিজেপির বসিরহাট জেলা নেতৃত্ব। জেলা সভাপতি গণেশ ঘোষের নেতৃত্বের বাদুড়িয়ার মন্ডল সভাপতি বিশ্বজিৎ পাল সহ বিজেপির জেলা নেতৃত্ব ছিলেন এই পর্যবেক্ষণ দলে। ঘটনায় গ্রামের আক্রান্ত বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ আনা হচ্ছে বলে জেলা সভাপতির কাছে অভিযোগ জানান গ্রামবাসীরা।

তৃণমুলের ইশারায় গ্রামের নিরপরাধ বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলে রুহুল আমিন মোল্লা বলেন, ’ইঁট ভাঁটার গন্ডগোলের পরে আমাকে আটকে রেখে আমার দাদা ওদের মারধোর করেছে বলে আমাকে দিয়ে মিথ্যে বয়ান নিয়ে নেয় তৃণমুল’। বাদুড়িয়ার ঘটনায় আক্রান্ত বিজেপি কর্মী সহ গ্রামের বিজেপি সমর্থকদের বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ দেওয়া হচ্ছে বলে দলের জেলা নেতৃত্বের কাছে জানান গ্রামবাসীরা। আক্রান্তদের বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ তুলে রাতে পুলিশি অত্যাচারের অভিযোগ জানিয়ে আব্দুল করিম বলেন, ’আমি কাল ঘটনার সময় গ্রামে ছিলাম না। কিন্তু রাত আড়াইটে নাগাদ আমি ইঁট ডেলিভারী করতে বেরিয়ে যাওয়ার পরে আমার খোঁজে বাড়িতে গিয়ে হুজ্জুতি চালায় পুলিশ’। বাদুড়িয়ার ঘটনায় প্রথম থেকেই উঠে এসেছে ইঁট ভাঁটাকে কেন্দ্র করে গন্ডগোলের অভিযোগ। মাগরুতি গ্রামে একটি ইঁট ভাঁটা ২০১৬-১৭ বর্ষে লীজ এর মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরও জমি ফেরত না দেওয়ায় ব্যবসায়ী ও জমির মালিক পক্ষের মধ্যে শুরু হয় বিবাদ। মালিকপক্ষের অভিযোগের ভিত্তিতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ইঁট ভাঁটা বন্ধের নির্দেশ দেওয়ার পরও শাসক দলের মদতে ইঁট ভাঁটা চালু রাখায় বৃহস্পতিবার পরিবেশ দূষণ দফতরের আধিকারিকরা ইঁট ভাঁটা পর্যবেক্ষণে গেলে শুরু হয় ভাঁটা মালিক ও জমির মালিক দুই পক্ষের গন্ডগোল। পরবর্তীতে যার রেশ গিয়ে পড়ে গ্রামের বিজেপি সমর্থকদের বাড়িতে।

পুরো ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বিজেপির বাদুড়িয়া মণ্ডল কমিটির সভাপতি বিশ্বজিৎ পাল বলেন, ’আমাদের এক কর্মীকে ভয় দেখিয়ে মিথ্যে বয়ান নিয়ে আমাদের কর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে পুলিশের কাছে। আমাদের কর্মীদের বাড়িতে হামলার বিষয়ে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানানোর পরও কোন পদক্ষেপ না নিয়ে উল্টে আমাদের কর্মীদের বাড়িতেই রাতের অন্ধকারে তাণ্ডব চালাচ্ছে পুলিশ’।

বাদুড়িয়ার ঘটনা নিয়ে বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব কাছে অভিযোগ জানানো হবে বলে জানান জেলা সভাপতি গণেশ ঘোষ।

ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত সিকিম গ্যাংটকে ফেরানো হচ্ছে পর্যটকদের

গ্যাংটক, ২১ জুন (হি. স.) : ভারী বৃষ্টিতে কার্যত বিপর্যস্ত সিকিম। চারশোরও বেশি পর্যটক আটকে রয়েছেন উত্তর সিকিমে। সেনার তরফে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার থেকেই পর্যটকদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। শুক্রবার সকালের মধ্যে অন্তত ৪২৭ জন পর্যটককে গ্যাংটক পৌঁছে দিয়েছে সেনা। এদিন পরিস্থিতি মোটামুটি নিয়ন্ত্রণে।

ভারী বৃষ্টির ফলে বেহাল ও ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তার কারণেই পর্যটকরা গত চার দিন ধরে আটকে রয়েছেন ওখানে। জেলা প্রশাসন গাড়ির বন্দোবস্ত করায় ৪২৭ জন পর্যটককে উত্তর সিকিম থেকে রাজ্যের রাজধানী গ্যাংটকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। সেনা ও বেসরকারি ট্যাক্সি অপারেটররা কিছু গাড়ি চাংথাং-এও পাঠানো হয়েছিল, যাতে আটক পর্যটকদের সুগম জায়গায় নিয়ে এসে সেখান থেকে রাজ্য পরিবহণের বাসে গ্যাংটকে আনা যায়। সরকারি সূত্রে জানা যাচ্ছে, পর্যটকদের গ্যাংটকে পাঠানোর আগে তাঁদের স্ন্যাকস দেওয়া হয়েছে। পর্যটকদের মধ্যে যাঁদের চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, তাঁদের চিকিৎসকরা দেখছেন বলে উত্তর সিকিমের কমিশনার জানিয়েছেন। সিকিমের ট্র্যাভেল এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশন তাঁদের বিনামূল্যে খাবার সরবরাহ করার পাশাপাশি লাচেনে থাকার ব্যবস্থাও করে দিয়েছে। এই মিশনে তাদের সাহায্য করছে সেনার গোর্খা রেজিমেন্ট ও ইন্দো-টিবেতিয়ান বর্ডার।

প্রসঙ্গত, গত ৪৮ ঘণ্টা ধরে সিকিমের আবহাওয়ার পরিবর্তিত পরিস্থিতির জেরে পাহাড় থেকে সমতল বিভিন্ন এলাকায় চূড়ান্ত সতর্কতা জারি হয়েছে। বিশেষ করে গত সোমবার সিকিমের চুংথাং জলাধার এলাকায় মেঘ ভেঙে বৃষ্টির জেরে উপরের অংশ থেকে নীচ পর্যন্ত তিস্তা নদীতে জল বেড়েছে। তাতে নদী লাগোয়া এলাকায় বন্যার আশঙ্কায় বাসিন্দাদের সতর্ক করে রাখা হয়েছে। ৬০০ কিউসেক জল তিস্তা-৩ জলবিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে ছাড়ায় নদীর নিম্ন অববাহিকায় জল আরও বেড়েছে। মঙ্গলবারও সিকিমের বিভিন্ন প্রান্তে জোর বৃষ্টি হওয়ায় লাচুং, লাচেন-র দিকে পর্যটকদের যাতায়াতে বিধিনিষেধ জারি করেছে সিকিম প্রশাসন।

ফের কলকাতায় ভেঙে পড়ল পুরনো বাড়ি

কলকাতা, ২১ জুন (হি. স.) : মধ্য কলকাতায় ফের একটি পুরনো বাড়ির একাংশ ভেঙে পড়ল। কেউ হতাহত না হলেও বাড়িটির বাকি অংশ নিয়ে চিন্তায় পড়েছে কলকাতা পুরসভা।

সূত্রের খবর, শুক্রবার সকালে ৮১ বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের একটি দোতলা বাড়ির সামনে ডান দিকের একটি অংশ ভেঙে পড়ে। ওই বাড়ির একাংশে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসা করছেন মন্টু সুরেখা। ‘হিন্দুস্থান সমাচার’-কে তিনি জানান, “কেউ হতাহত হননি। কারণ, এক তলায় ওই অংশে একটি নামী জুতোর শো রুম ছিল। দ্বিতলে ছিল অন্য ভাড়াটিয়া। তারা এই অংশের বিপদ আশঙ্কা করে ছেড়ে দিয়েছে।“

ছয়ের পাতায়

এএন-৩২ বিমান দুর্ঘটনা : পালাম বিমানবন্দরে মৃত ১৩ জন বায়ুসেনা আধিকারিককে শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর

নয়াদিল্লি ও কোয়েম্বাটুর, ২১ জুন (হি.স.): অরুণাচল প্রদেশে দুর্ঘটনার কবলে পড়া ভারতীয় বায়ুসেনার এএন-৩২ বিমানের আরোহী মৃত ভারতীয় বায়ুসেনার ১৩ জন আধিকারিক-কর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংঊ বৃহস্পতিবারই (২০ জুন) অরুণাচল প্রদেশের ঘন জঙ্গল থেকে এএন-৩২ বিমানের আরোহী ছ’জন বায়ুসেনা কর্মীর দেহ ও সাতটি নশ্বর দেহ উদ্ধার করা হয়ঊ উদ্ধার করার পর ছ’টি দেহ ও সাতজনের দেহের অবশিষ্টাংশ দিল্লির পালাম বিমানবন্দরে নিয়ে আসা হয়ঊ শুক্রবার সকালে পালাম বিমানবন্দরেই মৃত ভারতীয় বায়ুসেনার ১৩ জন আধিকারিক-কর্মীর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পন করেছেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং।

গত ৩ জুন ১৩ জনকে নিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায় বায়ুসেনার এএন-৩২ বিমানঊ অসমের যোরহাট থেকে উড়েছিল বিমানটিঊ অরুণাচলের মেনচুকাতে যাওয়ার কথা ছিলঊ কিন্তু, ওড়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই বিমানটির সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়ঊ তারপর প্রায় এক সপ্তাহ হদিশ মেলেনি বিমানটিরঊ কিছুদিন আগেই অরুণাচলের লিপো থেকে ১৫-২০ কিলোমিটার উত্তরে বিমানটির ধ্বংসাবশেষ মেলেঊ এরপর বৃহস্পতিবার (২০ জুন) অরুণাচল প্রদেশের ঘন জঙ্গল থেকে উদ্ধার করা হয় ছ’জন বায়ুসেনা কর্মীর দেহ ও সাতটি নশ্বর দেহঊ দেহগুলি ছাড়াও ব্ল্যাক বক্সের ককপিট ভয়েস রেকর্ডার ও ফ্লাইট ডেকা রেকর্ডার-এর তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। দুর্ঘটনায় মৃতদের নাম হল-উইং কমান্ডার জি এম চার্লস, স্কোয়াড্রন লিডার এইচ বিনোদ, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট আর থাপা, এ তনওয়ার, এস মোহান্তি, এম কে গর্গ, ওয়ারেন্ট অফিসার কে কে মিশ্র, সার্জেন্ট অনুপ কুমার এস, কর্পোরেল শরিন এন কে, লিডিং এয়ারক্র্যাফম্যান এস কে সিং ও পঙ্কজ-সহ বায়ুসেনার দু’জন কর্মী পুতালি ও রাজেশ কুমারঊ দিল্লির পালাম বিমানবন্দরে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের পর মৃত বায়ুসেনা আধিকারিক-কর্মীদের মরদেহ তাঁদের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছেঊ ইতিমধ্যেই তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুরের সুলুরে ভারতীয় বায়ুসেনার স্কোয়্যাড্রন লিডার এইচ বিনোদের মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

বিশ্বকে সুস্থ জীবনের পথ দেখাচ্ছে যোগব্যায়াম : বিশ্ব যোগ দিবসে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

রোহটাক, ২১ জুন (হি.স.): যোগ-ব্যায়ামের মাহাত্ম্য সম্পর্কে মোটামুটি প্রত্যেকেই ওয়াকিবহাল। শরীরের গঠন মোটা বা রোগা- যাই হোক না কেন, সুস্বাস্থ্যই সুস্থ জীবনের চাবিকাঠি। উপরন্তু, শুধু ফিট থাকাই নয়, যোগে উজ্জ্বল থাকে ত্বকও। শুক্রবার, আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে তাই যোগাভ্যাসের বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও। ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ এদিন হরিয়ানার রোহটাকে বিশ্ব যোগ দিবসের একটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অন্যান্যদের পাশাপাশি এই অনুষ্ঠানে তাঁর সঙ্গে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খট্টর। যোগব্যায়ামের পর তিনি টুইট করেন, ’ভারতের প্রাচীন ইতিহাস ও বৈচিত্র্যের প্রতীক হল যোগ, যা গোটা বিশ্বকে একটি সুস্থ জীবনের পথ দেখাচ্ছে।’ একই সঙ্গে বিশ্বের দরবারে যোগব্যায়ামকে উন্নীত করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রচেষ্টার প্রশংসা করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগের কারণেই যোগ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে এবং বর্তমানে প্রতি বছর ২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসাবে উদযাপন করা হয়।

সেনাবাহিনী থেকে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, তারকা থেকে সাধারণ মানুষ - সবাইকে যোগ করতে দেখা গেল শুক্রবার। রাঁচিতে যোগভ্যাস করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। উত্তর লাদাখে মাইনাস ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াল তাপমাত্রায় যোগ করলেন আইটিবিপি জওয়ানরা। হরিয়ানার রোহটাকে যোগাসন করলেন অমিত শাহ। অনুষ্ঠান শেষে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রোহটাকে একটি জনসভায় বক্তব্য রাখেন এবং জনগণের জীবনে যোগব্যায়ামের গুরুত্ব সম্পর্কে বার্তা দেন। হরিয়ানা সরকার আয়োজিত যোগব্যায়াম দিবসের এই রাজ্যস্তরের উদযাপনের কথা উল্লেখ করে শাহ বলেন, ২০১৪ সালের ১১ ডিসেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রস্তাব মেনে নিয়ে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ২১ জুন তারিখটিকে ’আন্তর্জাতিক যোগ দিবস’ হিসাবে ঘোষণা করে। সেই থেকে পাঁচ বছর ধরে বিশ্বব্যাপী পালিত হয়ে আসছে বিশ্ব যোগ দিবস। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এদিন বলেছেন, ’বিশ্বের কাছে ভারতের একটি উপহার হল যোগ এবং এটি সমগ্র বিশ্বের জন্য কল্যাণকর। যোগ দিবসে আমি বিশ্বের দরবারে যোগব্যায়ামকে উন্নীত করার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা জানাই।’ এই প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিকে জনপ্রিয় করার জন্য শ্রী শ্রী রবিশঙ্কর ও যোগগুরু বাবা রামদেবকেও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

তিন তালাক বিল অসাংবিধানিক, ফের ক্ষোভ উগড়ে দিলেন আসাদউদ্দিন ওয়েইসি

নয়াদিল্লি, ২১ জুন (হি.স.): তিন তালাক বিল-এর বিরুদ্ধে ফের ক্ষোভ উগড়ে দিলেন অল ইন্ডিয়া মজলিস- ই- ইত্তেহাদ -উল -মুসলিমীন (এআইএমআইএম) সাংসদ আসাদউদ্দিন ওয়েইসি। ওয়েইসি-র মতে, ‘তিন তালাক বিল অসাংবিধানিক। এই বিল সংবিধানের ১৪ ও ১৫ নম্বর ধারা লঙ্ঘনের সামিল।’ প্রত্যাবর্তনের পর সংখ্যালঘু মহিলাদের স্বার্থে নরেন্দ্র মোদী সরকার ফের তাতণিক তিন তালাক বন্ধের বিল পাশ করাতে চাইছেঊ আর সেই লক্ষ্যে শুক্রবারই সংসদের নিম্নকক্ষ লোকসভায় পেশ করা হয় তিন তালাক বিল। যদিও, এদিন তিন তালাক বিল পেশের বিরোধিতা করেছেন তিরুবনন্তপুরমের কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর।

তিন তালাক বিল-এর বিরোধিতা করেছেন আসাদউদ্দিন ওয়েইসিও। শুক্রবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ওয়েইসি জানিয়েছেন, “তিন তালাক বিল অসাংবিধানিকঊ এই বিল সংবিধানের ১৪ ও ১৫ নম্বর ধারা লঙ্ঘনের সামিল। আমাদের ইতিমধ্যেই পারিবারিক হিংসা আইন (২০০৫), সিআরপিসি সেকশন ১২৫ এবং মুসলিম মহিলা বিবাহ আইন রয়েছে। যদি তিন তালাক বিল আইনে তৈরি হয়, তবে মুসলিম মহিলাদের প্রতি অবিচার করা হবে।

উল্লেখ্য, তিন তালাক বিল পাশ করাতে না পেরে তাতণিক তিন তালাক নিয়ে একাধিকবার অধ্যাদেশ জারি করেছিল পূর্বতন মোদী সরকার। শেষ বারে বিরোধীদের আপত্তি মেনে অধ্যাদেশ বেশ কিছু পরিবর্তন করা হয়। যেমন, তিন তালাক দেওয়ার অপরাধে গ্রেফতার হলে আদালত থেকে জামিন পাওয়া যাবে। আদালতে স্বামী-স্ত্রীর বিবাদ মেটানোর সুযোগ থাকবে প্রভৃতি। এ প্রসঙ্গে ওয়েইসি বলেছেন, ‘যদি কোনও পুরুষ গ্রেফতার হয়, জেল থেকে কীভাবে তাঁকে অনুমতি দেওয়া সম্ভব? সরকার বলছে, যদি কোনও মুসলিম পুরুষ এই অপরাধ করে তবে বিবাহ অক্ষুন্ন থাকবে এবং আদালত সাজা দিতে তাঁর ৩ বছরের জেল হবে। ৩ বছরের জেল হবে, অথচ বিবাহ অক্ষুন্ন থাকবে! কী ধরনের আইন তৈরি করছেন মিস্টার মোদী?’ ওয়েইসি এদিন আরও বলেছেন, ‘আমি তাঁর কাছে জানতে চাই এটা কেমন ধরনের বিচার হচ্ছে।

ত্রিপুরা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সংঘের পক্ষে ৯ দফা দাবিতে ধর্ণা প্রদর্শণ। ছবি-নিজস্ব।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

রোবটিক্স প্রোগ্রাম

তথ্য প্রযুক্তিতে সারা বিশ্বে নারী পুরুষের বৈষম্য কমিয়ে টেকসই লক্ষ্য মাত্রা বাস্তবায়নের জন্য দেশে ১০ থেকে ২৫ বছরের মেয়েদের নিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী একটি টেক লিডারশীপ প্রোগ্রামের আয়োজন করেছে বাংলাদেশ অ্যাডভান্স রবোটিক্স এবং ভিশন ২০২০ সাউথ এশিয়ান প্রকল্প। আগামী ১২ মে রাজধানী ঢাকার ধানমণ্ডি ২৭ নম্বর রোডের ইএমকে সেন্টার এবং ই এমকে মেকারল্যাবের সহযোগিতায় তারা এই অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বল শুরু করতে যাচ্ছে। প্রথমদিকে একটি রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া চালু করেন কর্তৃপক্ষ। প্রাথমিকভাবেইমাত্র কয়েক দিনে রেজিস্ট্রেশন করে ১৮০ জন তরুণী।

সেখানে দেশের বিভিন্ন সরকারী স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় পাশাপাশি নামকরা বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে মেধাবী ছাত্রীরাও নিবন্ধন করেছে অংশগ্রহণ করার জন্য।

কিন্তু সীমিত আসনের কারণেই বাছাই পর্বের মাধ্যমে ৭০ জনকে নির্বাচন করা হবে।

এই অংশগ্রহণকারী তরুণীদের নিয়ে সংগঠন দুইটি ফিমেল রোবটেক লিডারশীপ নামক একটি বিশেষ সেমিনার আয়োজন করতে যাচ্ছে।

এই সেমিনারের পরে কিছু নির্বাচিত সদস্যকে বিনামূল্যে বাংলাদেশের অ্যাডভান্স রোবোটিক্সের দক্ষ গবেষক, প্রশিক্ষক এবং মেন্টর দ্বারা রোবটিক্স এবং অ্যাডভান্স প্রযুক্তি বিষয়ক কোর্স করার সুযোগ করে দেবেন।

এছাড়া ভিশন ২০২০ সাউথ এশিয়ান প্রকল্পের উদ্যোগে রোবোটিক্স এবং তথ্য প্রযুক্তির নানান খাতে উদ্যোক্তা হওয়ার উপযুক্ত সুযোগ পাবেন এবং সদস্যরা বিনামূল্যে ক্যাম্পাস টেক অ্যাম্বাসেডর হওয়ার সুযোগ পাবেন। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চেয়ারম্যান ড. শফিকুল ইসলাম এবং প্রধান অতিথি হিসেবে থাকবেন বাংলাদেশের সংসদের ডেপুটি স্পিকার ফজলে রাব্বী মিয়া।

এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সংসদ সদস্য হোসনে আরা বাবলী, ইউএসএআইডি কৃষি সম্প্রসারণ কার্যকলাপ প্রকল্পের পার্টি প্রধান বিদ্যুৎ মহলদার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোবটিক্স অ্যান্ড মেকাট্রনিকস বিভাগের চেয়ারম্যান ড. লাফিফা জামালসহ সরকারি এবসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মকর্তারা। সেমিনারে প্রধান বক্তা হিসেবে থাকবেন তরুণ প্রযুক্তিবিদ ভিশন ২০২০ সাউথ এশিয়ান প্রকল্পের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও বাংলাদেশের অ্যাডভান্স রোবটিক্সের প্রতিষ্ঠাতা জিমি মজুমদার এবন ন্যানো স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণকারীবাংলাদেশী প্রথম তরুণ আবদুল্লাহ হিল কাফি, অ্যাডভান্স রোবোটিক্সের মহাকাশ ও রোবটিক্স বিষয়ক উপদেষ্টা এবং প্রথম তরুণী রায়হানা শামস ইসলাম অন্তরা, ফিমেল টেক লিডার বিষয়ক উপদেষ্টা।

এছাড়া আরো বক্তব্য রাখবেন অ্যাডভান্স রোবটিক্সে সিকিউরিটি সিস্টেম বিষয়ক উপদেষ্টা রাশেদ মজুমদার এবং আন্তর্জাতিক পর্যায় থেকে লাইভে যুক্ত হবেন অথবা বার্তা দিবেন প্রধান উপদেষ্টা ফারহান ফেরদৌস (জাপান), তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা টমাস রায় (জাপান) এবং দক্ষিণ কোরিয়া এবং টেলিকমিউনিকেশন এবং ফিমেল টেক লিডার বিষয়ক উপদেষ্টা তাহসিন সামিরা দেলোয়াড়সহ বিভিন্ন সেক্টরে স্বনামধন্য গবেষক, প্রযুক্তিবিদ এবং উদ্যোগতারা। এই উদ্যোগের ব্যাপারে জিমি মজুমদার বলেন, আগামীদিনের পৃথিবী রোবটিকস এবং কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর।

তাই নারী পুরুষ সমানভাবে অংশগ্রহণ না করলে কোন দেশ এই গ্লোবাল চ্যালেঞ্জে নিজের অস্তিত্ব সমানভাবে রক্ষা করতে পারবে না।

স্মার্টফোন বেশি গরম হয়ে গেলে কি করবেন

ফোনে কথা বলতে বলতে হঠাৎই কানের কাছে অনুভব হয় গরম। প্রায় ছ্যাঁকা লাগার মতো। এই সমস্যা কিমি, বেশি প্রায় সব স্মার্টফোন ব্যবহারকারীদেরই হয়। নানা লোকের এই ফোন গরম হয়েযাওয়ার নানা রকম ব্যাখ্যা আছে। কেউ বলেন একটানা বেশিক্ষণ ফন ভ্যভার করার জন্য, কেউ বলেন বেশিক্ষণ চার্জ দেওয়ার জন্য। কিন্তু ঠিক কী কারণে গরম হয় স্মার্টফোন?

১. প্রসেসর: প্রসেসর হল ফোনের 'হার্ট'।মানুষের বেঁচে থাকার জন্য যেমন সবসময় হৃৎপিণ্ড সচল থাকা দরকার ঠিক তেমনি স্মার্টফোন চালু রাখতে সবসময় চলতে থাকে প্রসেসর। প্রসেসর চলাকালীন তাঁর ভেতরের ইলেক্টনগুলোয় তাপ উৎপন্ন হয়। ফোন ব্যবহার না করলে সেই তাপ কম হয়। কিন্ত ফোন ব্যবহার করলে সেই তাপ বেশি উৎপন্ন হয় আর তখন গরম ফোন বাড়িতে অনুভূত হয়।আর তাপ বেশি তৈরি হয় একাটানা ডাউনলোড করলে।

২. খারাপ নেটওয়ার্ক: স্মার্টফোন মানেই প্রচুর পরিমাণে ইন্টারনেটের ব্যবহার। কিন্তু এই ইন্টারনেট ব্যবহারের সময় সব জায়গায় সমান সিগন্যাল পাওয়া না। যেখানে সিগন্যাল দুর্বল হয় সেখানে ফোনকেনেটওয়ার্ক পেতে বেশি কসরত করতে হয়। ফলে সহজেই ফোন গরম হয়ে যায়।

৩. ব্যাটারি: যত দিন যাচ্ছে সিম দেওয়ার সময় বা একটানা ব্যবহার হলে বেশি গরম হয়ে যাচ্ছে ব্যাটারি। সেই উষ্ণতা অনুভূত হচ্ছে ফোন বাড়িতেও। কখন বুঝবেন ফোন বেশি গরম হচ্ছে: কম বেশি সবস্মার্টফোনই গরম হয়। আর গরম হওয়ামানেই বিপদ নয়। স্বাভাবিকভাবে স বফোনই কাজ করার সময় ৩৫-৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস গরম হয় ।কিন্তু যদি স্ট্যান্ড বাই মুক্তির উপায়: ফোন গরম হচ্ছে মানেই ফোনআর ব্যবহার করা যাবে না এমনটা মোটেই নয়। ফোন যাবে গরম না হয় সেই উপায়টা খুঁজতে হবে। প্রথমত নিয়মিত আপডেট করতে হবে অ্যাপস। বেশি পুরনো ভার্সন ব্যবহার করলে তা ফোনে উত্তাপ বাড়ায়। দ্বিতীয়ত, বেশির ভাগ সময়ই আমরা খেয়াল করি না ব্যাগগ্রাউন্ডে কোনও হবে। তৃতীয়ত, খেয়াল রাখতে হবে ডাউনলোডের সময় যেন ফোনে পর্যাপ্ত চার্জ থাকে। কম চার্জে ডাউনলোড করলে ব্যাটারির ওপর চাপ পড়ে এবং ফোন গরম হয়ে যায়। র‌্যাম ও ক্যাশে পরিষ্কার রাখতে হবে। এছাড়াও গরম শষে নিতে পারে এমন কভার লাগালে অনেকটা এইসমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। প্রয়োজন ছাড়া ওয়াইফাই ব্যবহার না করা।

অবাদি পশুর থাইলেরিয়াসিস রোগ ও প্রতিকার

থাইলেরিয়াসিস গবাদিপশুর রক্তবাহিত এক প্রকার প্রোটোজোয়াজনিত রোগ। এই জীবাণু গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়াকে আক্রান্ত করে। সাধারণত গ্রীস্মকালে থাইলেরিয়াসিস রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি দেখা যায়। থাইলেরিয়ার জীবাণু আক্রান্ত গরু থেকে সুস্থ গরুতে আঠালির মাধ্যমে এ রোগ সংক্রামিত হয়ে থাকে। গ্রীস্মকালে আঠালির প্রজনন ও বংশবৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত সময়। এ কারণে গ্রীষ্মকাল আঠালি-র প্রজনন ও বংশবৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত সময়।এ কারণে গ্রীস্মকালে গরু আঠালি দ্বারা বেশি আক্রান্ত হয়ে থাকে এবং দ্রুত রোগ ছড়াতে সাহায্য করে। বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশে থাইলেরিয়াসিস দেখা যায়। গণভুক্ত বিভিন্ন প্রজাতির প্রোটোজোয়া দ্বারা এ রোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে। এ রোগের ক্লিনিক্যাল লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার পর পশুর রক্তের হিমোগ্লোবিনের মাত্রা খুব নিচে নেমে যায়। ফলে রোগটি নির্ণিত হওয়ার পর চিকিৎসা হলেও গরুকে সুস্থ করে তোলা প্রায়ই সম্ভব হয় না। তাছাড়া মাঠপর্যায়ে গরুর রক্ত পরিবহণ বাস্তবে সম্ভব হয়ে উঠে না। এ রোগের চিকিৎসার জন্য উন্নতমানের ওষুধের দাম খুব বেশি এবং তা সর্বত্র সহজে সব সময় পাওয়া যায় না। এ কারণে থাইলেরিয়াসিস অর্থনৈতিক ভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ রোগ সংকর ভারতের গরুতে বেশিদেখা যায়। সংকর জাতের একটি গাভীর দাম ৫০ হাজার থেকে ১ লক্ষ টাকা। গবাদি পশুর খামারের ক্ষতিকর রোগগুলির মধ্যে থাইলেরিয়াসি একটি অন্যতম রোগ। আমাদের দেশের প্রায় প্রতিটি জেলাতেই এ রোগ দেখা যায়। বিভিন্ন কারণে থাইলেরিয়া রোগ নির্ণয় করতে অনেক সময় লেগে যায়। খামারীদের কাছাকাছি এলাকায়প্রায়শ রোগ নির্ণয় কেন্দ্র থাকে না। থাইলেরিয়া রোগে প্রতিবছর কোটি কোটি টাকা মুল্যের গো সম্পদ নষ্ট হয়ে থাকে।

রোগের জীবনচক্র ঃ

থাইলেরিয়া রোগের মাধ্যমিক পোষক হিসাবে কাজ করে প্রায় ছয় প্রজাতির আঠালি।

থাইলেরিয়া আক্রান্ত আঠালির লালা গ্রন্থির মধ্যে অবস্থিত রক্ত শোষণকালে সুস্থ গরুর দেহে প্রবেশ করে। পরে লসিকা গ্রন্থি ও প্লীহার লসিকা কোষকে আক্রান্ত করে ম্যাক্রোসাইজোন্ট বা ককস ব্রু বডি সৃষ্টি করে যা মাইক্রোসাইজোন্ট এ পরিণত হয়। এই মাইক্রোসাইজোন্ট লোহিত কণিকাকে আক্রান্ত করে পাইরোপ্লাজম সৃষ্টি করে। রক্ত শোষণের সময় এই পাইরোপ্লাজম আঠালিরদেহে প্রবেশ করে। আঠালিরদেহের মধ্যে বিভিন্ন পদ্ধতিতে রূপান্তরিত হয়ে আঠালির লালা গ্রন্থিতে অবস্থান নেয় যা পর গবাদিপশুর রক্ত শোষণকালে প্রাণীর দেহেপ্রবেশ করে। আক্রান্ত আঠালি সুস্থ গরুকে কামড়ানোর ৭-১০ দিন পর পশুর দেহে তাপ দেখা দেয়।

রোগ লক্ষণ ঃ গরুর প্রবল জ্বর (১০৪-১০৭০ ফা), ক্ষুধামান্দ্য, রক্তশূন্যতা, চোখ দিয়ে জল ঝরা, রুমেনের গতি হ্রাস, লসিকা গ্রন্থি ফুলে যাওয়া, রক্ত ও আম মিশ্রিত ডায়ারিয়া ও নাসিকা থেকে শ্লেষ্মা নির্গত হয়। এ সময় গরু শুকিয়ে যায় এবং কোনো এন্টিবায়োটিক দ্বারা চিকিৎসায় ফল পাওয়া যায় না। দুধ উৎপাদন একদম কমে যায়, গরু শুকিয়েযায়এবং কোনো এন্টিবায়োটিক দ্বারা চিকিৎসায় ফল পাওয়া যায় না। দুধ উৎপাদন একদম কমে যায়, গরু শুয়ে থাকতে বেশি পছন্দ করে, হাঁপায় এবং ধীরে ধীরে গরুর মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর পূর্বে হঠাৎ করে গরুর শরীরের তাপমাত্রা হ্রাস পায়। সাধারণত আক্রান্ত হবার ১৮-২৪ দিন পর প্রাণী মারা যায়। থাইলেরিয়ায় আক্রান্ত প্রাণী চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠলে কিছুটা প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করে তবে প্রাণীটি এ রোগের বাহকহিসেবে কাজ করে।

রোগ নির্ণয় ঃ রোগের লক্ষণ, ইতিহাস এবং চিকিৎসকের অভিজ্ঞতা দিয়ে প্রাথমিকভাবে এই রোগ নির্ণয় করা যায়। ল্যাবরেটরিতে আক্রান্ত প্রাণীর রক্ত জেনন্স স্টেইন করে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পাইরোপ্লাজম দেখে সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় করা যায়।

চিকিৎসা ঃ রোগ নির্ণয়ে বেশি দেরি হলে চিকিৎসায় তেমন উপকার হয় না। দ্রুত রোগ নির্ণয় করে মাত্রামত ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে। সহায়ক চিকিৎসা হিসাবে ভিটামিন ই১২ ইনজেকশন ইত্যাদি প্রয়োগ করতে হবে। সম্ভব হলে রক্ত সংযোজন করতে হবে যা দুরূহ ব্যাপার। আক্রান্ত প্রাণীর শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ খাওয়াতে হবে। পশুকে ছায়াযুক্ত আরামদায়ক পরিবেশে রাখতে হবে। প্রচুর ঠান্ডা জলপান করতে দিতে হবে।

প্রতিরোধ ঃ ডেইরী খামারীদেরকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে থাইলেরিয়া রোগ সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে। যে কোন মূল্যে পশুর খামারকে উকুন, আঠালি ইত্যাদি থেকে মুক্ত রাখতে হবে। গোয়াল ঘর ও এর চতুর্দিক পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। প্রতি ৪ মাস অন্তর গাভীকে আঠালিপ্রতিরোধক ইনজেকশন প্রয়োগ করে আঠালিমুক্ত রাখতে হবে। গ্রীষ্মকালে সপ্তাহে দুই বার গোয়াল ঘরে আঠালিনাশক ওষুধ মাত্রামত স্প্রে করলে গোয়াল ঘর আঠালি মুক্ত থাকে। আক্রান্ত এলাকার সন্দেহজনক সকল গবাদিপশুকে ইত্যাদি প্রতিশেধক হিসাবে মাত্রামত প্রয়োগ করা উচিত।

বাড়তি ভাড়ায় শুরু 'পাঠাও কারস'

'উবার ও বাহন-এর পর ঢাকায় বাড়তি ভাড়ায় শুরু হলো অরেকটি কার ট্যাক্সি সার্ভিস 'পাঠাও কারস'। মোটরসাইকেল রাইড শেয়ারিং দিয়ে জনপ্রিয় হওয়া 'পাঠাও' ঢাকা ও চট্টগ্রামে এ কার সার্ভিস চালু করেছে বলে জানিয়েছে। বুধবার (০১ নভেম্বর) থেকে পাঠাও তাদের একই অ্যাপসে কার ডেকে আনার ফিচারটি উন্মুক্ত করেছে।

প্রথমদিকে ১০০ টি কার দিয়ে এ সেবা শুরু হলো বলে জানিয়েছেন পাঠাও'র সিইও হেসেন এম ইলিয়াস।

নতুন চালু হওয়া পাঠাও কারস্' এর ভাড়া বর্তমানে চালু থাকা উবারের চেয়ে বেশি । তবে কার কোয়ালিটি তাদের ভালো হবে বলে দবি করেছে পাঠাও।

পাঠাও কারস'-এর বেইসফেয়ার ৫০ টাকা, যেখানে 'উবার এক্স'-এর বেইস ফেয়ার ৪০ টাকা। প্রতি কিলোমিটার ২০ টাকা, যেখানে উবার নেয় ১৮ টাকা। প্রতি মিনিট চার্জ পাঠাও নেয় আড়াই টাকা, উবার এক্ষেত্রে ৫০ পয়সা বেশি ৩ টাকা নেয়।

এ হিসেবে দেখা গেছে: উবারের চেয়ে ভাড়া কিছু বাড়িয়ে দিয়েই পাঠাও ঢাকায় শুরু করেছে অ্যাপস ভিত্তিক কার ট্যাক্সি সার্ভিস।

সরকার খসড়া নীতিমালায় এখনও ভাড়ার কোনো নির্দিষ্ট গণ্ডি বেধে দিতে পারেনি। এক্ষেত্রে একের পর এক রাইড শেয়ারিং অ্যাপস ও ট্যাক্সি সার্ভিস প্রতিযোগিতামূলক বাড়তি ভাড়া নিয়ে নামছে।

রাইড শেয়ারিংয়ের প্রতিযোগিতায় ভাড়া কমে না বাড়ে? আর এটি কেন? জানতে চাইলে কোনো উত্তর দেননি পাঠাও'র সিইও ইলিয়াস।

তবে সরকার যদি ভাড়া ঠিক করে দেয়, মানবেন কি না' এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, সরকার যেটা বলবে, সেটাতো করতেই হবে। সরকার যদি কিছু না বলে, তাহলে এটি নিয়ে কথা বলেতো লাভ নেই।' ঢাকায় গত বছরের ২২ নভেম্বর আন্তর্জাতিক অন ডিমান্ড ট্যক্সি সার্ভিস চালু করে উবার। তারও আগে ঢাকায় প্রথম মোটরসাইকেল রাইড শেয়ারিং শুরু করে শেয়া এ মোটরসাইকেল 'স্যাম'।

এখন ঢাকায় রাইড শেয়ারিং মোটরসাইকেল সেবা দিচ্ছে 'পাঠাও', 'স্যাম' , 'মুভ', 'বাহন' ও 'আমরা রাইড'। আরও কয়েকটি শিগগিরই রাডি শেয়ারিং শুরু করবো বলে জানিয়েছে।

তবে বার বার ঘোষণা দিয়েও রাইড শেয়ারিং চালু করতে পারেনি দু'টি অ্যাপস ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান 'ইজিয়ার' ও গো টু টেকনোলজি।

জেনে নিন শরীরচর্চার আগে কোন কোন খাবার মোটেই খাওয়া উচিৎ নয়

শরীর সুস্থ রাখতে শরীরচর্চা করা খুবই জরুরি।শরীরচর্চা করলে বহু রোগ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। কর্ম ব্যবস্তার জন্য এখন আমরা সবাই সময় পেলেই কিছুটা সময়জিমে কাটাই। কিন্তু জিমে গিয়ে ওয়ার্কআউট বা শরীরচর্চা করার বেশ কিছুনিয়ম আমরা মেনে চলি না। আর তার ফলে উল্টো ফলপাওয়া যায় শরীর ভাল রাখতে শরীরচর্চা করতে গিয়ে উল্টে শরীরটাকে আরও খারাপ করে ফেলি। অনেকেই জানেন না, ওয়ার্কআউট করার আগে কোন কোন খাবার খাওয়া মোটেই উচিৎ নয়। তাই জেনে নিন, শরীরচর্চা করার আগে কোন কোন খাবার ভুল করেও খাবেন না-১) যে সমস্ত খাবারে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার থাকে, ওয়ার্কআউট করার আগে সেই সমস্ত খাবার একেবারেই খাবেন না।

২) সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, ওয়ার্কআউট করার আগে মশলাদার খাবার খেলে হজমের সমস্যা হতে পারে।

৩) ওয়ার্কআউট করার আগে অনেককেই ফলের রস খেতে দেখা যায়। কিন্তু চিকিৎসকরা জানাচ্চেন, যেহেতু ফলের রসেপ্রচুর পরিমাণে মিষ্টি থাকে, তাই তা সহজে হজম হয় না। এর ফলে শরীরচর্চা করার আগে ফলের রস খেলে পাকস্থলীতে ব্যথা হতে পারে।

৪) দগ্ধজাত দ্রব্য, যেমন, চিজ, দুধ দই পনীর অবশ্যই ওয়ার্কআউট করার আগ বাদ দেওয়া প্রয়োজন। কারণ, এর ফলে বমি বমি ভাব, পেটে ব্যথা এবং এনার্জি লেভেলও কমে যায়। দুগ্ধজাত দ্রব্য দেরিতে হজম হয়। ৫) কাঁচা সবজি যেমন, ব্রকোলি, ব্রাসেল স্প্রাউট, ফুলকপিতে অনেক উপকারী গুণাগুণ রয়েছে। আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য এগুলো খুবই উপকারী। কিন্তু ওয়ার্কআউট করার আগে এই সমস্তকাঁচা সবজি একবোরেই খাওয়া উচিৎ নয়। এই সমস্ত সবজিতে দুষ্পাচ্য কার্বস থাকে।যা পেট ফাঁপা এবং গ্যাসের সমস্যা তৈরি করে।ওয়ার্কআউট করার আগে কাঁচা সবজি কিংবা স্যালাড হজমের গোলমাল করে।

আসছে মানুষ অদৃশ্য করার প্রযুক্তি

মানুষকে অদৃশ্য করে ফেলার প্রযুক্তি এতদিন শুধু সায়েন্স ফিকশনেই দেখাগেছে। কিন্তু এবার তো বাস্তবে আনার জন্য গবেষণা চলছে। এ আবিষ্কার বাস্তবে মানুষের নাগালে এলে আগামী দিনে সেনাবাহিনী এবং বিভিন্ন পরিকাঠামো রক্ষা করতে এ প্রযুক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে বলে মনে করছেন গবেষকরা।

সম্প্রতি ইনফ্রায়েড নাইট ভিশন টুল থেকে মানুষকে অদৃশ্য করতে নতুন উপাদান তৈরি করেছে ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার আরভাইনের একদল গবেষক।

স্কুইডের অদৃশ্য হওয়ার ক্ষমতার ওপর ভিত্তি করেই নতুন উপাদানটি প্রস্তুত করেছেন তারা।

গবেষকদের মধ্যেঅন্যতম অ্যালন গোরোডেস্কি জানিয়েছেন, মূলত আমরা একটি নরম উপাদান তৈরি করেছি, যা স্কুইডের চামড়া যেভাবে আলোর প্রতিফলন করে একইভাবে তাপ প্রতিফলিত করতে পারে। এটি অমসৃণ

এবং অনুজ্জ্বল অবস্থা থেকে মসৃণ এবং চকচকে রূপ ধারণ করতে পারে, যেভাবে এটি তাপের প্রতিফলন ঘটায়।

নতুন এ উপাদানের সম্ভাব্য ব্যবহার নিয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, সেনাসদস্যদের আরও ভালো ছদ্মবেশ এবং মহাকাশযান স্টোরেজ কনটেইনারসহ একাধিক কাজে এটি ব্যবহার করা যেতে পারে। নতুন এ আবিষ্কারের তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে সায়েন্স জার্নালে।

কুকুরের ডাক ভাষান্তর করবে এআই

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এ আই ব্যবহার করে প্রাণীদের কণ্ঠস্বর আর মুখের অঙ্গভঙ্গি বুঝে তা সহজ ইংরেজিতে অনুবাদ করে দেবে এমন যন্ত্র বানাতে কাজ করছেন মার্কিন বিজ্ঞানীরা।

এক প্রতিবেদনে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের নর্দান অ্যারিজোনা ইউনিভার্সিটির ড. কন স্লোবোডচিকফ প্রেইরি ডগ আর এদের যোগাযোগের উপায় নিয়ে ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে গবেষণা করেছেন। তার গবেষণার ওপর ভিত্তি করে স্লোবোডচিকফ আর তার সহকর্মী একটি অ্যালগরিদম বানিয়েছেন। এই অ্যালগরিদম প্রেইরি ডগের কণ্ঠস্বর ইংরেজিতে অনুবাদ করতে পারে। গবেষক দু'জন জুলিঙ্গুয়া নামের একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। মানুষ আর প্রাণীর মধ্যে বোধগম্য কোনো ভাষায় যোগাযোগে সহায়তা করতে আরও প্রযুক্তি আনার উদ্দেশ্যেই এই প্রতিষ্ঠান চালু করা হয়, বলা হয়েছে আই এ এন এসের প্রতিবেদনে। স্লোবোডচিকফের মতে, অন্য শিকারিদের সতর্ক করতে প্রেইরি ডগ উচ্চস্বরে ডাকে।

কাঠ গোলাপের কাটিং পদ্ধতি

কাঠ গোলাপ' নামের ফুলটির সঙ্গে আমরা সবাই কম বেশি পরিচিত। গোলাপের মতো নয়, আবার কাঠের সঙ্গেও সে ধরনের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত কারণে ফুলটির নাম কাঠ গোলাপ' দেওয়া হয়েছে সে যাই হোক , আমরা বরং জেনে নেব কাঠ গোলাপের কাটিং পদ্ধতি ।

কাটিং: কাটিং করার জন্য নেওয়া ডাল কমপক্ষে ১২ ইঞ্চি লম্বা হওয়া উচিত। নির্বাচিত ডালটি ধারালো কিছু দিয়ে কেটে নিত হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে, কাঁটা অংশে যেন ময়লা না থাকে। তাতে কাটিং পচে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এরপর ডালের পাতাগুলো গোড়ার কাছ থেকে কেটে দিন । টেনে একদম গোড়া থেকে ছিঁড়ে ফেলবেন না। ডালটিকে ছায়াযুক্ত স্থানে ৭-৮ দিন রেখে দিন। এ কয়দিনে ডালের কাটা অংশ শুকিয়ে কালো বা খয়েরি হয়েযাবে এবং কেটে দেওয়া

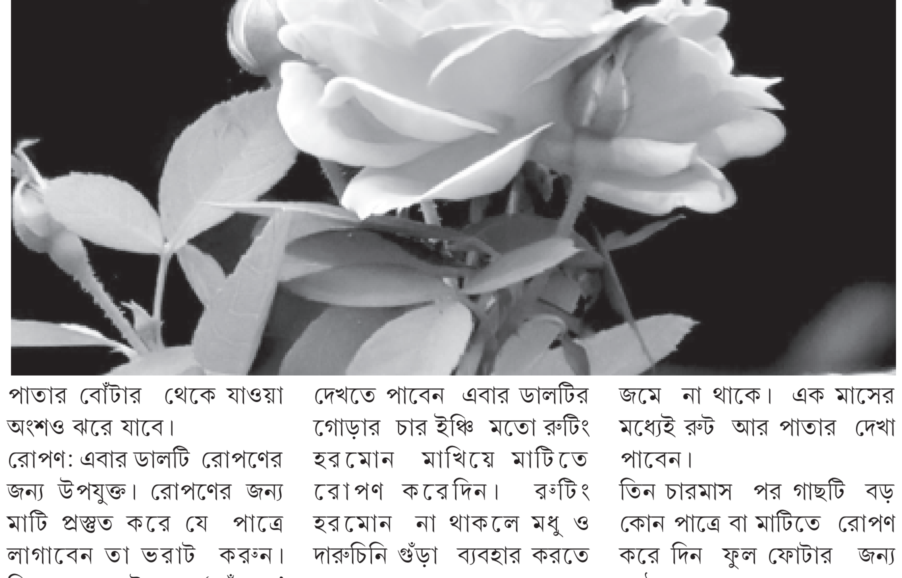

পাতার বোঁটার থেকে যাওয়া অংশও ঝরে যাবে।

রোপণ: এবার ডালটি রোপণের জন্য উপযুক্ত। রোপণের জন্য মাটি প্রস্তুত করে যে পাত্রে লাগাবেন তা ভরাট করুন। মিনারেল ওয়াটারের 'পাঁচশো' মিলির বোতলের মাথা কেটে এবং তার নিে বেশ কিছু ছিদ্র কন্দ তৈরি করা যায়। স্বচ্ছ পাত্র না সুবিধা হচ্ছে রুটিং হলে দেখতে পাবেন এবার ডালটির গোড়ার চার ইঞ্চি মতো রুটিং হরমোন মাখিয়ে মাটিতে রোপণ করেদিন। রুটিং হরমোন না থাকলে মধু ও দারুচিনি গুঁড়া ব্যবহার করতে পারেন।

পরিচর্যা ঃ রোপণ করা ডালটি আলো বাতাস যুক্ত স্থানে রেখে দিন জল

এমন মাত্রায় দেবেন যেন জল জমে না থাকে। এক মাসের মধ্যেই রুট আর পাতার দেখা পাবেন।

তিন চারমাস পর গাছটি বড় কোন পাত্রে বা মাটিতে রোপণ করে দিন ফুল ফোটার জন্য কাঠ গোলাপের প্রচুর রোদের প্রয়োজন হয়।দৈনিক কমপক্ষে চার পাঁচ ঘন্টা সরাসরি রোদ লাগে এমন জায়গায় গাছ লাগানো উচিত।

শিক্ষক বদলির প্রতিবাদে দৃষ্টিহীন বিদ্যালয়ের ছাত্ররা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। ছবি-নিজস্ব।

দশ সহস্রাধিক নাগরিকের সঙ্গে একত্রে যোগাভ্যাস মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দের

গুয়াহাটি, ২১ জুন (হি.স.) : পঞ্চম আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে শুক্রবার গুয়াহাটিতে আয়োজিত কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানে প্রায় দশ হাজারের বেশি নাগরিকের সঙ্গে একত্রে যোগাভ্যাস করেছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। 'সুস্থ হৃদযন্ত্রের জন্য যোগ দিবস'-এর ভাবনায় গুয়াহাটির সরুসজাই স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত এবারের যোগ দিবসে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেছেন সপার্ষদ মুখ্যমন্ত্রী।

প্রায় ৫০ মিনিট দশ হাজারের বেশি নাগরিককে নিয়ে এক সঙ্গে যোগ ব্যায়াম করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর সঙ্গে একাসনে বসে যোগের বিভিন্ন মুদ্রা যেমন তারাসন, ভুজঙ্গাসন, বৃক্ষাসন, ভদ্রাসন, প্রাণায়াম অনুলোম-বিলোম, কপালভাতির অভ্যাস করেছেন শিক্ষামন্ত্রী সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য, স্বাস্থ্য দফতরের প্রতিমন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা, মুখ্যমন্ত্রীর আইন উপদেষ্টা শান্তনু ভরালি, মুখ্যসচিব আলোক কুমার, রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক কুলধর শইকিয়া, পুলিশ কমিশনার দীপক কুমার, কামরূপ মহানগর জেলাশাসক বিশ্বজিৎ পেগু-সহ রাজ্যের অন্য শীর্ষ ও পদস্থ আধিকারিকবর্গ। যোগচর্চা করেছেন আর্ট অব লিভিঙের সদস্যবৃন্দ-সহ সাধারণ নাগরিকও।

আজকের কেন্দ্রীয় যোগানুষ্ঠানে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত বেশ কয়েকটি যোগসমিতি, বেরসকারি তথা অরাজনৈতক সংস্থা-সহ প্রায় ১০ হাজারের বেশি জনতা একযোগে যোগাসন অভ্যাস করেছেন সরুসজাই স্টেডিয়ামে। অনুষ্ঠানে যোগগুরু হিসেবে সকলকে যোগাভ্যাস করিয়েছেন স্বামীজি রবিশংকর।

প্রসঙ্গত, সকাল সাতটায় ব্যায়াম চর্চা শুরু হয়। এর আগে যোগ দিবস উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রদত্ত ভাষণের সরাসরি সম্প্রচার-দৃশ্য দেখানো হয়েছে।

আজকের এই যোগ দিবসের অনুষ্ঠান থেকে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, "রাজ্যের সব পঞ্চায়তে যোগকে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা করা হবে। এর দ্বারা প্রতিটি মানুষ শরীরিক, মানসিকভাবে সুস্থ হবেন। লাভ হবে সকলের।" মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "সুস্থ হৃদযন্ত্রের জন্য এবারের যোগ দিবসকে উৎসর্গ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কেবল ভারতেই নয়, সমগ্র বিশ্বে সুস্থ সবল বাতাবরণ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন।" রাজ্যের প্রতিটি জেলায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে জনসাধারণ যোগাভ্যাস করতে শুরু করায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। এদিকে, গুয়াহাটির অন্য বেশ কয়েকটি জায়গায়ও পৃথক পৃথকভাবে পালিত হয়েছে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। বিশেষ এই দিবস উপলক্ষ্যে নেহরে স্টেডিয়ামের দেশবন্ধু তরুণরাম ফুকন ইনডোর স্টেডিয়ামে সকাল সাড়ে সাতটা থেকে আয়োজিত ক্রীড়া ভারতী গুয়াহাটির ডাকে প্রায় দুই শতাধিক নাগরিক আজ যোগ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছেন। অনুরূপভাবে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের গুয়াহাটি মহানগরের অন্তর্গত সব শাখায় বিশেষভাবে যোগ দিবসের অনুষ্ঠান পালিত হয়েছে।

জলসঙ্কটে কেরলের প্রস্তাবে ধন্যবাদ পালানিস্বামীর

চেন্নাই, ২১ জুন (হি. স.) : তামিলনাড়ুকে জল দিয়ে সাহাযেয করতে চাওয়াও কেরল সরকারকে ধনযবাদ জানালেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী ই কে পালানিস্বামী ঊ বৃহস্পতিবারই কেরল সরকারের তরফে জানানো হয়েছিল, ২ মিলিয়ন লিটার পানীয় জল তারা পৌঁছে দিতে পারে তামিলনাড়ুতে। তা নিয়ে শুক্রবার পৈরশাসনিক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী ই কে পালানিস্বামী ঊ ওই বৈঠকেই কেরল সরকারকে ধন্যবাদ জানান তিনি ঊ তবে খনও পর্যন্ত

ছয়ের পাতায়

পুলওয়ামা আইইডি বিস্ফোরণ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন আরও একজন জওয়ান

নয়াদিল্লি, ২০ জুন (হি.স.): চিকিতকদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হলঊ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার আরিহাল এলাকায় ইম্প্রোভাইসড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি) বিস্ফোরণে জখম আরও একজন জওয়ানঊ মৃত জওয়ানের নাম হল, নায়েক অজিত কুমার সাহুঊ এর আগেই আইইডি বিস্ফোরণে জখম আরও দু'জন জওয়ানের মৃত্যু হয়েছিল। সবমিলিয়ে এখনও পর্যন্ত আইইডি বিস্ফোরণে প্রাণ হারালেন ৩ জন জওয়ান। আইইডি বিস্ফোরণে জখম আরও ছ'জন জওয়ান বর্তমানে হাসপাতালে চিকিতাধীন।

কিছুদিন আগে গত ১৭ জুন দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার আরিহাল এলাকায় রাষ্ট্রীয় রাইফেলসের ৪৪ নম্বর ব্যাটেলিয়নের গাড়িতে আইইডি বিস্ফোরণ ঘটায় সন্ত্রাসবাদীরা। পাশাপাশি গাড়ি লক্ষ্য করে ছোড়া হয় গুলিও। আইইডি বিস্ফোরণে জখম হয়েছিলেন ন'জন জওয়ান। তাঁদের মধ্যে ৩ জন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেনঊ ১৭ জুনের আইইডি বিস্ফোরণে দু'জন সাধারণ নাগরিকও আহত হয়েছিলেন।

বিশ্ব শান্তি, সাদৃশ্য ও সমৃদ্ধির জন্য যোগাভ্যাস অত্যন্ত জরুরি, পঞ্চম আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে বার্তা প্রধানমন্ত্রীর

রাঁচি ও নয়াদিল্লি, ২১ জুন (হি.স.): শহর থেকে আধুনিক যোগাভ্যাসকে এবার গ্রামে পৌঁছে দেওয়ার সময় এসেছে। দরিদ্র ও উপজাতি মানুষদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অভ্যাসে পরিণত করতে হবে যোগাভ্যাসকে। কারণ, দরিদ্র মানুষই অসুস্থতার কারণে সর্বাধিক কষ্ট পান। ২১ জুন, শুক্রবার পঞ্চম আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে এমনই বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। যোগাভ্যাসের গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'বিশ্ব শান্তি, সাদৃশ্য ও সমৃদ্ধির জন্য যোগাভ্যাস অত্যন্ত জরুরি।' প্রস্তুতি শুরু হয়েছল আগেই, বৃহস্পতিবারই ঝাড়খণ্ডের রাজধানী রাঁচিতে পৌঁছে যান প্রধানমন্ত্রীঊ আর শুক্রবার সকালে রাঁচির প্রভাত তারা গ্রাউন্ডে শুরু হয় পঞ্চম আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের অনুষ্ঠান। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে যোগাভ্যাসে অংশ নেন ছাত্র-ছাত্রী-সহ ৩০ হাজারেরও বেশি সাধারণ মানুষ।

আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষ্যে শুক্রবার সকালেই রাঁচির প্রভাত তারা গ্রাউন্ডে পৌঁছে যান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীঊ সাদা টি-শার্ট ও সাদা ঢলেঢালা প্যান্ট পরে যোগাসন করেন প্রধানমন্ত্রী। শহর থেকে আধুনিক যোগাভ্যাসকে এবার গ্রামে পৌঁছে দেওয়ার সময় এসেছে, এই আহ্বাণ জানিয়ে উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'শহর থেকে আধুনিক যোগাভ্যাসকে এবার গ্রামে পৌঁছে দেওয়ার সময় এসেছেঊ দরিদ্র মানুষদের জীবনের অবচ্ছেদ্য অভ্যাসে পরিণত করতে হবে যোগাভ্যাসকে। কারণ, দরিদ্র মানুষই অসুস্থতার কারণে সর্বাধিক কষ্ট পান।' বিগত চার বছরের মতো পঞ্চম আন্তর্জাতিক যোগ দিবসেও গোটা বিশ্বে স্বতঃস্ফূর্ততার সঙ্গে যোগ দিবস পালিত হয়। আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে অংশগ্রহণের জন্য বিশ্ববাসীকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'যোগ দিবস উদযাপনে অংশগ্রহণ করার জন্য গোটা বিশ্ববাসীকে ধন্যবাদ। পৃথিবীর যেখানে যখন সূর্য উঠেছে আজ, তখনই মানুষ যোগে সামিল হয়েছেন। যোগাভ্যাসকে দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অভ্যাসে পরিণত করুন, এটাই আমার অনুরোধ প্রত্যেকের কাছে।' আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের মঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, যোগাভ্যাসের গুরুত্ব সম্পর্কে আমরা সবাই ভালোভাবে অবগত। যোগাভ্যাস আমাদের সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কিন্তু, এবার আমাদের সবাইকে যোগাভ্যাস নিয়ে একটু বেশিই চিন্তাভাবনা করতে হবে।' যোগাভ্যাস সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'বিশ্ব শান্তি, সাদৃশ্য ও সমৃদ্ধির জন্য যোগাভ্যাস অত্যন্ত জরুরি।'

এদিন রাঁচির প্রভাত তারা গ্রাউন্ডে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী রঘুবর দাস-সহ অন্যান্য মন্ত্রীরা। রাঁচির প্রভাত তারা গ্রাউন্ড ছাড়াও দেশ-বিদেশের নানা প্রান্তে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালিত হয়। রাষ্ট্রপতি ভবনে যোগাভ্যাস করেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। এদিন রাষ্ট্রপতি বলেছেন, '২০১৫ সাল থেকে রাষ্ট্রপতি ভবনে উদযাপিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসঊ বিগত বছরের মতো এ বছরও রাষ্ট্রপতি ভবনে যোগ দিবস উদযাপিত হওয়ায় আমি ভীষণ খুশি। যোগাভ্যাস শুধুমাত্র ইভেন্ট নয়, যোগকে জীবনের অবিচ্ছেদ্য অভ্যাসে পরিণত করার একটি উপায়।' মহারাষ্ট্রের নান্দেদ-এ যোগাসন করেন যোগগুরু বাবা রামদেব এবং মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়ণবিশ। হরিয়ানার রোহতকে যোগাভ্যাস করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খাট্টার। সংসদ চত্বরে যোগাভ্যাস করেন লোকসভার স্পিকার ওম প্রকাশ বিড়লা, দিল্লির রাজপথে যোগাভ্যাস করেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, উপস্থিত ছলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকরওঊ দিল্লির দ্বারকায় যোগ দিবস পালন করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি। দিল্লির দীনদয়াল উপাধ্যায় পার্কে যোগাসন করেন বিজেপির জাতীয় কার্যকরী সভাপতি জে পি নাড্ডা এবং বিজেপির সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) রাম লাল। ডিআরডিও ফেসিলিটিতে যোগাভ্যাস করেন ডিআরডিও প্রধান ড় জি সতীশ রেড্ডি। দিল্লিতে যোগাভ্যাস করেন কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল, রবিশঙ্কর প্রসাদ এবং জয়ন্ত সিনহা। মহারাষ্ট্রের নাগপুরে যোগব্যায়াম করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়কড়ি। কেরলের রাজধানী তিরুবনন্তপুরমে যোগাভ্যাস করেন বিজেপির জাতীয় সাধারণ সম্পাদক রাম মাধব। যোগাভ্যাসের মাঝেই রাম মাধব বলেছেন, 'যোগাভ্যাস এমনই একটি অভ্যাস, যা নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার শিক্ষা দেয়। গোটা বিশ্ববাসীর প্রতি প্রধানমন্ত্রীর আহ্বাণ, আসুন আমরা যোগ অনুশীলন করি। যাতে সমস্ত ধরনের দ্বন্দ্ব এড়ানো যায় এবং বিশ্ব আরও সুন্দর হয়ে ওঠে।' অসমের গুয়াহাটিতে যোগাভ্যাস করেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালঊ উত্তরাখণ্ডের রাজধানী দেহরাদূনে যোগাভ্যাস করেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী ত্রিবেন্দ্র সিং রাওয়াত।

অরুণাচল প্রদেশের লোহিতপুর, হিমাচল প্রদেশের রোহতাং পাস ও সিকিম-সহ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যোগ দিবস পালন করলেন ইন্দো-তিবেতান বর্ডার পুলিশ (আইটিবিপি)

ছয়ের পাতায়

টিনসেল টাউনে সাড়ম্বরে যোগ দিবস উদযাপন

মুম্বই, ২১ জুন (হি. স.) : আজ ২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। বর্তমানে এই চূড়ান্ত কর্মব্যস্ততার যুগে শরীরকে সুস্থ রাখতে দেশে-বিদেশে নিয়মিত যোগাভ্যাস করেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। এই প্রযুক্তি নির্ভর সময়ে, পরিবর্তিত আবহাওয়ায় মানুষের জীবনে প্রতিনিয়ত দানা বাঁধছে বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি। আর তার অনেকগুলি থেকেই মুক্তি দিতে পারে যোগ। ২০১৪ সাল থেকে প্রতি বছর ২১ জুন দিনটি 'বিশ্ব যোগ দিবস' হিসাবে পালন করছে রাষ্ট্রপুঞ্জ। এবছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি। গোটা দুনিয়ার সঙ্গে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপনে মেতে উঠেছে ভারতবর্ষও। এদিন টিনসেল টাউনে সাড়ম্বরে পালিত হল আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। এদিন মুম্বইয়ের গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়ায় আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের অনুষ্ঠানে দেখা গেল অভিনেত্রী শিল্পা শেট্টি কুন্দ্রাকে। এমনিতেও সোশ্যাল মিডিয়ায় বরাবর ফিটনেস ও যোগব্যায়াম নিয়ে সবসময়ই কথা বলেন শিল্পা। সারাবছর যোগাসন ও ওয়ার্ক আউট নিয়ে সরব থাকেন প্রাক্তন বিশ্ব সুন্দরী সুস্মিতা সেন-ও।

নিজের ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইলে একটি মোটিভেশনাল ছবি পোস্ট করে উর্মিলা মাতন্ডকর লেখেন, 'যোগ নিজের একটা সফর, নিজের মাধ্যমে সফর এবং নিজের প্রতি সফর - ভগবত গীতা। যোগ কোনও ধর্ম নয়, এটি অন্তর্নিহিত শরীরের বিজ্ঞান। রোজই যোগ দিবস।' যোগ দিবসে নিজের যোগাভ্যাসের ছবি পোস্ট করেছেন বিপাসা বসুও। সারা বছরই যোগাভ্যাস করেন বিপাশা। ফিট বডির জন্য বলিউডে তিনি যথেষ্ট জনপ্রিয়। নিজের শরীরচর্চার ভিডিয়ো ইউটিউব চ্যানেলে নিয়মিতই পোস্ট করেন তিনি। এবারের যোগ দিবস উদযাপন করতেও তিনি ছবি পোস্ট করে সবাইকে আহ্বান জানিয়েছেন চমতার এই শরীরচর্চা চালিয়ে যেতে। সুস্থ থাকতে শরীরচর্চায় সবসময় সজাগ মিস্টার খিলাড়ি। অক্ষয় কুমারের মতোই সচেতন তাঁর মা-ও। বিশ্ব যোগ দিবসের দিন অক্ষয় শেয়ার করলেন তাঁর মা-এর একটি ছবি। ক্যাপশনে লিখেছেন, 'এই ছবি শেয়ার করে খুবই গর্বিত। ৭৫ বছর বয়সে হাঁটুর অস্ত্রোপচারের পর মা যোগাসন করা শুরু করেছেন। এখন প্রতিদিন যোগ অভ্যাস করেন।' অন্যদিকে, নিজের যোগ শিক্ষকের একটি ছবি পোস্ট করে অভিনেতা অনুপম খের লিখেছেন, 'সবাইকে জানাই শুভ আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। আমার যোগগুরু বলেন, "গোটা শরীরকে নিঃশ্বাস নিতে দিন"।' স্কুল পড়ুয়াদের যোগাসনের একটি ছবি ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করে বিশ্ব যোগ দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন অভিনেতা কে কে মেনন। সব মিলিয়ে যোগ দিবসে জমজমাট বলিউড।

লুধিয়ানায় সাইকেলের যন্ত্রাংশ তৈরির কারখানায় ভয়াবহ আগুন, আহত দু'জন

লুধিয়ানা, ২১ জুন (হি.স.): পঞ্জাবের লুধিয়ানায় সাইকেলের যন্ত্রাংশ তৈরির কারখানায় বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডঊ ভয়াবহ আগুনের তেজে ভেঙে পড়ল কারখানাটি। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় আহত হয়েছেন দু'জন। দু'জনকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেঊ বৃহস্পতিবার রাত ৯.৩০ মিনিট নাগাদ লুধিয়ানার ৫, ফোকাল পয়েন্ট রোডে অবস্থিত হোসিয়ারি ইউনিটের সাইকেলের যন্ত্রাংশ তৈরির কারখানায় ভয়াবহ আগুন লাগেঊ অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের মোট ২০টি ইঞ্জিন। আগুনের তেজে ভেঙে পড়ে কারখানার অস্থায়ী ছাউনি। দমকল কর্মীদের দীর্ঘক্ষণের প্রচেষ্টায় শুক্রবার আয়ত্তে এসেছে আগুনঊ কী কারণে আগুনের সূত্রপাত, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

পুলিশ ও দমকল সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার রাত ৯.৩০ মিনিট নাগাদ লুধিয়ানার ৫, ফোকাল পয়েন্ট রোডে অবস্থিত একটি সাইকেলের যন্ত্রাংশ তৈরির কারখানায় আগুন লাগেঊ বহুতলে অবস্থিত ওই কারখানার প্রথম তলায় প্রথমে আগুন লাগেঊ দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে গ্রাউন্ড ফ্লোর এবং দো-তলায়। ভিতরে দাহ্য পদার্থ মজুত থাকায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে আগুনের লেলিহান শিখা। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ২০টি ইঞ্জিন। আগুন নেভানোর সময় আচমকাই ভেঙে পড়ে কারখানার অস্থায়ী ছাউনি। পুলিশ সূত্রের খবর, অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় প্রাণহানির কোনও খবর নেইঊ তবে, দু'জন সামান্য আহত হয়েছেন। বিধ্বংসী আগুন প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে।

লা মার্টস, শুক্রবার পরিচালনমন্ডলীর চার 'গভর্নর' নিয়োগ

কলকাতা, ২১ জুন (হি. স.) : লা মার্টিনিয়ার অভ্যন্তরীণ সমস্যা মেটাতে উদ্যোগী হল চার্চ অফ নর্থ ইন্ডিয়া (সিএনআই)। শুক্রবার কলকাতার ওই অভিজাত ছাত্র ও ছাত্রী শাখার দুটি স্কুলের পরিচালনমন্ডলীর চার জন গভর্নর নিয়োগ করা হবে। এ নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক।

২০১৭-মে মাসে টাউন হলে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈঠকে প্রথমেই সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, "বেসরকারি স্কুলগুলিতে ডোনেশনের নামে অনৈতিক ব্যবসা চলছে। এটা চলবে না। বহু জায়গায় অভিভাবকদের অজ্ঞাতসারে নানা ধরনের ফি চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু মনে রাখবেন, পয়সা দিয়ে মেধার বিচার হয় না। স্কুলের ভর্তিতেও বাইরের চক্র কাজ করছে।" বহু বেসরকারি স্কুলে যথেষ্ট সংখ্যায় শৌচালয় বা অন্যান্য ব্যবস্থা নেই বলেও অভিযোগ করেন মুখ্যমন্ত্রী। অবশ্য শিক্ষার প্রসারে যে রাজ্য সরকার সমস্তরকম সাহায্য ও সহযোগিতা করবে তাও স্পষ্ট করে দেন মুখ্যমন্ত্রী। আলোচনা শেষে একগুচ্ছ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বৈঠকে উপস্থিত শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে নির্দেশ দেন মমতা। ফি ঠিক করতে লা মার্টস-সহ কিছু স্কুলে রেগুলেটরি কমিটি গঠন করে দেয় রাজ্য সরকার। ঠিক হয়, স্কুলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে থাকবেন সরকারি প্রতিনিধিও।

এর আগে ২০১৭-র ৩০ মার্চ বিধানসভায় বক্তব্য রাখার সময়ই মুখ্যমন্ত্রী জানান, "বেসরকারি স্কুল-কলেজের কেউ কেউ মোটা টাকা ডিমান্ড করে, ডোনেশন নেয়। এর একটা কন্টোল থাকা জরুরি।" গত বছর আগস্ট মাসে বিশপ পদে নিয়োগ করা হয় প্রবাল কান্তি দত্তকে। তিনি দায়িত্ব নিয়েই লা মার্টিনিয়ার স্কুলের পরিচালনমন্ডলিতে 'স্বচ্ছতার জন্য' বড় পরিবর্তন আনেন। দুটি স্কুলের সম্পাদক সুপ্রিয় ধরকে সরিয়ে ওই দায়িত্ব দেন মাইকেল শ্যেন কালভার্টকে। সুপ্রিয়বাবুর বিরুদ্ধে স্কুলের অধ্যক্ষকে গুরুত্ব না দিয়ে নানা নিয়োগ এবং অন্য কিছু অভিযোগ উঠেছিল। সম্প্রতি সিএনআই কলকাতা ডায়োসেসের বিশপ পদ থেকে প্রবালবাবুকে সরিয়ে দিয়েছে। নয়া বিশপ রেভারেন্ড পরিতোষ ক্যানিং দায়িত্ব নিয়েই স্কুলের সম্পাদক পদ থেকে মাইকেল শ্যেন কালভার্টকে সরিয়ে ফের সুপ্রিয়বাবুকে ওই পদে দায়িত্ব দিয়েছেন। কালবার্টের সিদ্ধান্তে প্রকাশ্য প্রতিবাদ করে স্কুলের পরিচালনমন্ডলীর চার 'অ্যাক্টিং গভর্নর' বুধবার পদত্যাগ করেছেন। এদিন এই শূন্য চার পদে মনোনয়ন করবেন পরিচালনমন্ডলীর দুই স্থায়ী 'এক্স অফিসিও গভর্নর'।

আন্তর্জাতিক যোগদিবসে শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২১ জুন (হি.স) : আজ ২১ জুন, "আন্তর্জাতিক যোগ দিবস"। শুক্রবার এই বিশেষ দিনে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন টুইট বার্তার মাধ্যমে এই শুভেচ্ছা জানান মুখ্যমন্ত্রী। এদিন টুইটে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, 'সকলকে জানাই রাষ্ট্রসংঘের আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের শুভেচ্ছা।' ২০১৪ সালে ২১ জুন-কে "আন্তর্জাতিক যোগ দিবস" বলে ঘোষণা রাষ্ট্রসংঘ।

যোগ হল প্রাচীন ভারতে এক বিশেষ ধরনের শারীরিক ও মানসিক ব্যায়াম এবং আধ্যাত্মিক অনুশীলন প্রথা। এর উদ্দেশ্য মানুষের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতাবিধান। এই প্রথা ভারতে আজও প্রচলিত আছে।

উল্লেখ্য, ২০১৪ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর, রাষ্ট্রসংঘেভাষণ দেওয়ার সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২১ জুন তারিখটিকে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস বলে ঘোষণা করার প্রস্তাব দেন। সেই বছরই ১১ ডিসেম্বর রাষ্ট্রসংঘ, রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদ ২১ জুন তারিখটিকে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস বলে ঘোষণা করে।

এখনও থমথমে পরিস্থিতি ভাটপাড়ায়, পুলিশ কমিশনারের দফতর ঘেরাওয়ের ডাক বিজেপির

বারাকপুর, ২১ জুন (হি.স.) : প্রায় ২৪ ঘন্টা কেটে গেলেও এখনও থমথমে পরিস্থিতি ভাটপাড়ায়। বন্ধ দোকানপাট ও বাজার। খুব প্রয়োজন ছাড়া রাস্তায় বের হচ্ছে না কোনও মানুষই। সুনসান গোটা এলাকা। বৃহস্পতিবার গোটা রাত ধরে দুষ্কৃতীদের খোঁজে অভিযান চালিয়েছে পুলিশ। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতরা কোন রাজনৈতিকদলের কিংবা বহিরাগত কিনা তা এখনও পর্যন্ত পুলিশের তরফে জানানো হয়।

জানা গিয়েছে, আজ শুক্রবার ধৃতদের আদালতে তোলা হবে। আদালতে ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানাবে পুলিশ। তবে গ্রেফতারের পর থেকেই ধৃতদের দফায় দফায় পুলিশ আধিকারিকরা জিজ্ঞাসাবাদ করছে বলে জানা গিয়েছে। ঘটনার পিছনে কারা-কি উদ্দেশ্যেই এই হামলা তা জানতেই মূলত এই ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। পাশাপাশি এই ঘটনার পিছনে আরও কারা ছিল ধৃতদের কাছ থেকে তাও জানার চেষ্টা হচ্ছে।

অন্যদিকে ঘটনার প্রতিবাদে পুলিশ কমিশনারের দফতর ঘেরাওয়ের ডাক দিয়েছে বিজেপি। বারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অর্জুন সিংয়ের নেতৃত্বে এই ঘেরাওয়ের ডাক দেওয়া হয়েছে। ফলে এই অভিযান ঘিরে সতর্ক পুলিশ প্রশাসন। বারাকপুর কমিশনারেটের অনেক আগেই যাতে বিজেপি কর্মীদের আটকে দেওয়া যায় সেজন্যে সকাল থেকেই ব্যস্ততা পুলিশ প্রশাসনে। মোড়ে মোড়ে বসানো হয়েছে ব্যারিকেড। বাড়তি পুলিশ কর্মীকেও মোতায়েন করা হয়েছে। আবার হিন্দু জাগরণ মঞ্চের পক্ষ থেকেও এদিন পুলিশ কমিশনারের দফতরে ভাটপাড়ায় শান্তির দাবিতে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। এদিন সকালে বারাকপুর স্টেশন থেকে মিছিল করে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের কর্মী-সমর্থকরা পুলিশ কমিশনারের দফতর যায়।

লোকসভা ভোটের ফলাফল প্রকাশের পর থেকে দফায় দফায় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে ভাটপাড়া। একাধিকবার বোমাবাজির ঘটনায় বার বার খবরের শিরোনামে উঠে এসেছে ভাটপাড়া। বৃহস্পতিবার ধুন্ধুমার কাণ্ড ফের সেই ভাটপাড়াতেই। থানা উদ্বোধনের দিন সকাল থেকে বোমা, গুলিতে দফায় দফায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ভাটপাড়া। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত দুজনের মৃত্যুর খবরও পাওয়া গিয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এখনও ১৪৪ ধারা জারি করা রয়েছে। এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ পিকেট। চলছে মাইকিং। অন্যদিকে, উত্তর ২৪ পরগণায় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ইন্টারনেটও। আজ শুক্রবার রাত পর্যন্ত বন্ধ থাকবে ইন্টারনেট। গুজব যাতে না ছড়ায় সেজন্যে প্রশাসনের তরফে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

কলকাতায় বাজেয়াপ্ত লক্ষাধিক জাল নোট গ্রেফতার ২

কলকাতা, ২১ (হি.স) : ফের কলকাতা থেকে উদ্ধার হল লক্ষাধিক জাল নোট। এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত ২ জনকে গ্রেফতার করে কলকাতা পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দলঊ বৃহস্পতিবার রাতে নিউ মার্কেট এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয় তাদেরঊ ধৃতদের নাম মহম্মদ সালিম ও শাহবাজ আলমঊশুক্রবার পুলিশের তরফ থেকে জানা যায়, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার রাতে নিউ মার্কেট এলাকায় হানা দেয় তারাঊ সেখান থেকেই সন্দেহভাজক দুই ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশঊ তাদের কথায় সঙ্গতি না মেলায় তল্লাশি চালানো হয় তাদেরঊ সেই সময় তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় লক্ষাধিক টাকার জাল নোটঊ উদ্ধার হওয়া প্রতিটি নোট ছিল ২০০০ টাকারঊ এরপরেই গ্রেফতার করা হয় তাদেরঊ জানা যায়, ধৃতরা দুজনেই ভিন রাজ্যের বাসিন্দা। বাড়ি নাগপুরেঊ ধৃতদের জেরা করে, এই ঘটনার সঙ্গে আরও করা জড়িত আছে তা বের করার চেষ্টা করছে পুলিশঊ ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে কলকাতা পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দলঊ এক মাসের মধ্যে এই নিয়ে তিনবার, কলকাতা থেকে জাল নোট পাচারকারীদের পাকড়াও করে কলকাতা পুলিশ।

বাংলাদেশের গাজীপুরে বেলাইন রংপুর এক্সপ্রেস হতাহতের কোনও খবর নেই

ঢাকা, ২১ জুন (হি.স.): বাংলাদেশের গাজীপুরে লাইনচ্যুত হয়ে গেল রংপুর এক্সপ্রেসের একটি বগিঊ শুক্রবার ৯.৪৫ মিনিট নাগাদ গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের সালনা বাজার এলাকায় বেলাইন হয়ে যায় রংপুর এক্সপ্রেসের একটি বগিঊ সৌভাগ্যবশত এই রেল দুর্ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেইঊ তবে, ঢাকা-রাজশাহী রেললাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। জয়দেবপুর রেলওয়ে জংশন পুলিশ ক্যাম্পের এসআই সুব্রত দাস জানিয়েছেন, শুক্রবার সকাল পৌনে দশটা নাগাদ গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের সালনা বাজার এলাকায় বেলাইন হয়ে যায় রংপুর এক্সপ্রেসের একটি বগিঊ ঢাকা-রাজশাহী রেললাইনে ঢাকাগামী রংপুর এক্সপ্রেসের একটি বগির চারটি চাকা বেলাইন হয়ে যায়ঊ রেল দুর্ঘটনার পরই ঢাকা-রাজশাহী রেললাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়ঊ উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শেষ করেঊ রেল সূত্রের খবর, এই ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই।

উত্তরপ্রদেশে সাড়ম্বরে পালিত হয়েছে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস

লখনৌ, ২১ জুন (হি. স.) : প্রস্তুতি ছিল আগে থেকেই। সেইমতো শুক্রবার সকাল সকাল আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে অংশগ্রহণ করল উত্তরপ্রদেশ। লখনউয়ে সরকার আয়োজিত রাজ্যস্তরের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী

ছয়ের পাতায়

মহা-অম্বুবাচি”র আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদসিং

গুয়াহাটি, ২১ জুন (হি.স.) : ভারত মুনিঋষির দেশ। এর পরম্পরা, সামাজিক মহান মূল্যবোধ আমাদের ভবিষ্যতের পাথেয়। রাজ্যকে সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্য আমাদের এই প্রাচীন মূল্যবোধকে উপলব্ধি করতে হবে, এর মহত্ব আমাদের জানা অত্যন্ত জরুরি। আজ বিকেলে সোনারাম ময়দানে কেন্দ্রীয় পর্যটনমন্ত্রী প্রহ্লাদসিং প্যাটেল, আধ্যাত্মিক গুরু, মন্ত্রী, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে সঙ্গে নিয়ে আকাশপ্রদীপ প্রজ্বলন করে ”মহা-অম্বুবাচি”-র উদ্বোধন করে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এভাবেই বক্তব্য পেশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল।

নীলাচল পাহাড়ে অবস্থিত বিখ্যাত শক্তিপীঠ কামাখ্যাধামে আগামীকাল ২২ জুন থেকে থেকে শুরু হবে অম্বুবাচি মেলা। আজ বিকেলে এই মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল এবং কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক ও পর্যটনমন্ত্রী প্রহ্লাদসিং প্যাটেল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত ভাষণে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদসিং বলেন, পর্যটনমন্ত্রী হওয়ার পর এই প্রথম তিনি শক্তিপীঠ কামাখ্যার সবচেয়ে বড় উৎসব অম্বুবাচি মেলায় অংশগ্রহণ করে পুণ্য অর্জন করেছেন। এর জন্য তিনি নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যশালী মনে করেন। নতুন প্রজন্মের উদ্দেশে তিনি বলেন, আমরা যতই বিকাশের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যাই না-কেন, অসমের পরিচয় অম্বুবাচির সাথে যুক্ত। অসমের পরিচয় অম্বুবাচির মাধ্যমেই হবে। তিনি আরও বলেন, সমাজকে সংযুক্ত করার ক্ষেত্রে অম্বুবাচির অবদান কম নয়। ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তাভাবনার মূল কেন্দ্রবিন্দু কামাখ্যাধাম, যা আধ্যাত্মিক শক্তির আধার এবং যুগে যুগে সবাইকে মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি দিয়ে আসছে। তাউ “আমাদের সংস্কৃতি, লোকসংস্কৃতি আমাদের নিজেদেরই রক্ষা করতে হবে।”

পুজোর আগেই ষষ্ঠ বেতন কমিশনের রিপোর্ট

কলকাতা,২১ জুন (হি.স): পুজোর আগেই ষষ্ঠ বেতন কমিশনের রিপোর্ট জমা পড়তে চলেছে। সেই রিপোর্ট জমা পড়লে সম্ভবত পুজোর মধ্যেই চালু হয়ে যাবে নতুন বেতন কমিশনের সুপারিশ। নতুন কোনও ‘বিপত্তি’ না হলে জুলাই-অগস্টের মধ্যেই রিপোর্ট জমা পড়তে পারে। অভিরূপ সরকারের কথায়,‘আমার রিপোর্ট তৈরি। দ্রুত তা জমা পড়বে। তবে ঠিক কবে, তা বলছি না’। লোকসভা ভোটে পোস্টাল ব্যালটের ফলাফলে রাজ্য সরকারি কর্মীদের তীব্র ক্ষোভের ছবি ধরা পড়ে। বেতন না বাড়ার ফলেই রাজ্য সরকারি কর্মীরা যে সরকারের উপর ক্ষুব্ধ, তা উঠে আসে পর্যালোচনায়। দেখা যায়, গত লোকসভা নির্বাচনে পোস্টাল ব্যালটের ৭৫ ভাগ ভোট গেছে বিজেপির ঝুলিতে। তার পরেই তৃণমূলের সরকারি কর্মীদের সংগঠনের ভার দেওয়া হয় শুভেন্দু অধিকারীকে। সূত্রের খবর, কর্মীদের সঙ্গে প্রথম বৈঠক করেই তিনি বুঝেছেন বেতন না বাড়ার ফলেই কর্মীরা সরকারের উপর ক্ষিপ্ত। মুখ্যমন্ত্রীকে তিনি এই নিয়ে রিপোর্ট দেন। এরপরই নড়েচড়ে বসে নবান্ন। গত ১৩ জুন নবান্নে বেতন কমিশনের চেয়ারম্যান অভিরূপ সরকারকে ডেকে পাঠান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রায় এক ঘণ্টা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেন অভিরূপ সরকার। সেই বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র এবং স্বরাষ্ট্র সচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়ও। বৈঠকে ইতিবাচক আলোচনা হয় বলে জানা যায়। তার পরেই বিকাশ ভবনে সক্রিয় হয়ে ওঠে ষষ্ঠ বেতন কমিশনের দফতর। তারপরই রিপোর্ট জমা দেওয়ার তোড়জোড় শুরু হয়। কমিশন সূত্রে জানা গেছে , দু ভাগে লেখা হয়েছে রিপোর্ট। সেই রিপোর্ট লেখার কাজ প্রায় শেষ। আরও জানা যাচ্ছে, রিপোর্টে ১৪.৩ শতাংশ বেতন বৃদ্ধির সুপারিশ করতে পারে ষষ্ঠ বেতন কমিশন। রাজ্য সরকারি কর্মীদের পাশাপাশি, বেতন কমিশন শিক্ষক,শিক্ষিকা, পঞ্চায়েত কর্মী, পুর কর্মীদেরও নতুন বেতন কাঠামো প্রস্তাব করবে রিপোর্টে। রিপোর্ট জমা পড়ার পরই ”ইমপ্লিমেন্টেশন কমিটি” তৈরি করবে সরকার।

রাজ্যের

● প্রথম পাতার পর

দেশের বড় রাজ্যগুলির সাথে আমূল ফারাক হয়েছে। তাই সেন্ট্রাল স্পন্সর স্কিমের অন্তর্গত প্রকল্পগুলিতে বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী ১০ শতাংশ বহন করা রাজ্যগুলির জন্য কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই তিনি ওই প্রকল্পে ১০০ শতাংশ অর্থই কেন্দ্রীয় সরকার বহন করুক, সেই জানিয়েছেন।

জরুরী পরিষেবা

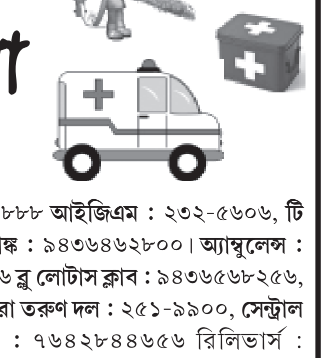

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

যোগার অর্থ ঐক্য ও অংশগ্রহণ- নৌসেনার যোগদিবস অনুষ্ঠানে সদগুরু

পোর্ট ব্লেয়ার, ২১ জুন (হি. স.) : ”যোগ” শব্দের অর্থ ঐক্য এবং অংশগ্রহণ, অংশগ্রহণের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে জীবনধারণ। মানুষ হয়ে ওঠার অর্থ জীবনকে প্রসারিত এবং পরিবেষ্টিত করার আকাঙ্ক্ষা। আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে ইন্ডিয়ান নেভি ফ্লোটিং ডকে নৌসেনার আন্দামান ও নিকোবর কমান্ডের অনুষ্ঠানে এই কথাই বললেন ধর্মীয় নেতা সদগুরু জজ্ঞী বাসুদেব। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নৌবাহিনীর সেনা-জওয়ান ও সাধারণ মানুষ।

বিগত চার বছরের মতো পঞ্চম আন্তর্জাতিক যোগ দিবসেও গোটা বিশ্বে স্বতঃস্ফূর্ততার সঙ্গে যোগ দিবস পালিত হয়, যাতে সামিল হয়েছে ভারতও। আসমুদ্র হিমাচল সমারোহের সঙ্গে উদযাপন হয়েছে বিশ্ব যোগ দিবস। বিএসএফ থেকে সিআরপিএফ, বায়ুসেনা থেকে নৌবাহিনী, সিয়াচেন গ্লেসিয়ার থেকে বঙ্গোপসাগরে আইএনএস রণবীর সর্বত্র যোগাসন করতে দেখা গেল জওয়ানদের। অরুণাচল প্রদেশের লোহিতপুর, হিমাচল প্রদেশের রোহতাং পাস ও সিকিম-সহ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যোগ দিবস পালন করলেন ইন্দো-তিবেতান বর্ডার পুলিশ (আইটিবিপি) জওয়ানরা। জম্মুতে যোগা করেছেন বিএসএফ ও নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানরা, বিএসএফ-এর অশ্বারোহী বাহিনী গুরুগ্রামে ঘোড়ার পিঠে যোগাসন করেছেন। বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত অন-বোর্ড আইএনএস রণবীর-এ যোগ দিবস পালন করেছেন নৌবাহিনীর আধিকারিকেরা, সাবমেরিন সিন্ধুধ্বজ-এ যোগাসন করেছেন নৌবাহিনীর জওয়ানরা। বিশ্ব যোগ দিবসে ইন্ডিয়ান নেভি ফ্লোটিং ডকে নৌসেনার আন্দামান ও নিকোবর কমান্ডের অনুষ্ঠানের নেতৃত্ব দিয়ে সদগুরু জজ্ঞী বাসুদেব বলেন, ’যোগ-ই হল প্রতিটি মানুষের মধ্যে অন্তর্নিহিত সেই প্রবৃত্তি, যা বিশ্বের সমস্ত কিছুকে মানুষের জীবনে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে।’ মারিনা বীচে যোগ দিবস পালন করল সিআইএসএফ ও নৌবাহিনী। হিমালয়ের পর্বতে যোগাভ্যাস করেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর জওয়ানরা। এদিন দিল্লিতে যোগাসন করেন প্রতিরক্ষা সচিব সঞ্জয় মিত্রা। প্রশিক্ষকদের সঙ্গে যোগ দিবস উদযাপনে সামিল হতে দেখা গেল আর্মি ডগ ইউনিটকেও। গুজরাটের ভুজে পরিবারের সঙ্গে যোগাভ্যাস করলেন সেনা-জওয়ানরা।

নাকচ

● প্রথম পাতার পর

অরিন্দম লোধ উভয় পক্ষের বক্তব্য রেকর্ড করার পর বলেন, এখনও তাদের জামিনের সময় হয়নি। তাই তাদের জামিনের আবেদন নাকচ করা হচ্ছে।

ব্যক্তি

● প্রথম পাতার পর

হয়েছে অভিযুক্ত অজয় উরাংও। তাকেও চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় পুলিশের পক্ষ থেকে। ইরানি থানার এসআই বদরুল হক জানান পারিবারিক বিষয় নিয়ে ঝামেলার জেরে অজয় উরাং এই ঘটনা সংগঠিত করেছে। প্রাথমিক তদন্তে তা জানা গেছে বলে জানান তিনি।এইদিকে অভিযুক্ত অজয় উরাং নিজেও স্বীকার করেছে যে সে এই ঘটনা সংগঠিত করেছে। তবে সে জানায় মদমত্ত অবস্থায় সে এই ঘটনা সংগঠিত করেছে।বর্তমানে অভিযুক্ত পুলিশের হেপাজতে রয়েছে। তবে অজয় উরাং কেন এই ঘটনা সংগঠিত করেছে তা এখনো স্পষ্ট নয়। যদিও পুলিস ঘটনার তদন্তে নেমেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তিব্র চাঞ্চল্য বিরাজ করছে। দাবি উঠেছে অভিযুক্তর কঠোর শাস্তির।

দপ্তরের

● প্রথম পাতার পর

ছাত্রছাত্রীদের অনলাইনে আবেদন জানাতে হবে। ওই আবেদনের ভিত্তিতে আর্থিক দিক দিয়ে দূর্বল প্রমাণিত হলে ছাত্রছাত্রীদের পছন্দমত নামী বেসরকারী বিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ দেওয়া হবে।

শিক্ষামন্ত্রী জানান, প্রাথমিক স্তরে প্রতি ছাত্রপিছু রাজ্য সরকারের বছরে খরচ হচ্ছে ২১ হাজার ১৩৮ টাকা। উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে খরচ হয় ৭৬ হাজার ৫২২ টাকা এবং উচ্চ বিদ্যালয়ে ৬০ হাজার টাকা রাজ্য সরকারের প্রতি ছাত্রপিছু খরচ হচ্ছে। রাজ্যে সরকারী অনুদানবিহীন বেসরকারী স্কুল রয়েছে ৩৩৫টি। তাতে প্রথম শ্রেণীতে ছাত্র ভর্তি রয়েছে ১১ হাজার ৯৪১ জন। শিক্ষার অধিকার আইন সঠিক ভাবে রাজ্যে পালন না হওয়ায় অর্থিক দিক দিয়ে দূর্বল শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য গত আট বছরে ৬ কোটি ৩৪ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা ক্ষতি হয়েছে। কারণ, ওই ছাত্রছাত্রীদের খরচ রাজ্য সরকার বহন করলেও পুরো টাকাটাই কেন্দ্রীয় সরকার ফিরিয়ে দিত। তিনি জানান, আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে আর্থিক দিক দিয়ে দূর্বল শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের ওই সুযোগ দেওয়ার জন্য ইতিমধ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

সংঘের

● প্রথম পাতার পর

বঞ্চনা সইতে সইতে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে। তাই, এখন আন্দোলনমুখী হওয়া ছাড়া আর কোনও রাস্তা খোলা নেই।

তিনি বলেন, আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি, সরকারি কর্মচারীদের সমান সুযোগ সুবিধা দিতে হবে । পাশাপাশি, সামাজিক সুরক্ষার বিষয়টিও সরকারকেই ভাবতে হবে ।

মঞ্জুলা চক্রবর্তী বলেন, অনেক রাজ্যে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সহায়িকাদের বেতনভাতা বৃদ্ধি হলেও ত্রিপুরায় সে-বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নিচ্ছে না সরকার ।তাঁর কথায়, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী মাসে ১৮ হাজার এবং সহায়িকারা ১২ হাজার টাকা করে ভাতা পাচ্ছেন । এই ভাতা বৃদ্ধির দাবি জানিয়েছে সংঘ ।

এদিকে, দীর্ঘদিন ধরে সুপারভাইজার পদে নিয়োগ বন্ধ রয়েছে । এদিন সংঘের তরফে ওই পদে শীঘ্রই নিয়োগের দাবি জানানো হয়েছে । মঞ্জুলা চক্রবর্তী বলেন, অবসরের বয়সসীমা ৬৫ বছর করার দাবি দীর্ঘদিনের, সে-বিষয়েও কোনও সিদ্ধান্ত নিচ্ছে না রাজ্য সরকার । তাঁর কথায়, দাবি পূরণ না হলে আগামীদিনে বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করার হবে ।

ইচাবাজার

● প্রথম পাতার পর

তিনি বলেন, তাঁর তিন কন্যা রয়েছে। আজ সকালে মেয়ের শ্বশুরকে তেলিয়ামুড়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করে দেওয়ার জন্য আগরতলা স্টেশনে গিয়েছিলেন। ফেরার পথে রেল লাইনের ধার দিয়ে ফিরছিলেন। তিনি জানান, প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে জানতে পেরেছি, রেলের শব্দ শুনে লাইন পার হতে গিয়ে ট্রেন ধাক্কা দেয়। তাতে তিনি ছিটকে পড়েন।

এদিকে, স্থানীয় জনগণের বক্তব্য, দুর্ঘটনায় আহতদের পুলিশের অবর্তমানে হাসপাতালে নিয়ে যেতে নানা ঝক্কি ঝামেলা সহ্য করতে হয়। তাই, পুলিশ না আসা পর্যন্ত কেউ সাহস করে মহিলাকে হাসপাতালে নিয়ে যাননি। হয়তো, সময় মতো হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হলে তাঁকে বাঁচানো যেত।

এ-বিষয়ে পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশের বক্তব্য, খবর পেয়ে পুলিশের আসতে কিছুটা দেরি হয়েছে ঠিকই। তবে, দমকল কর্মীরা সঠিক সময়ে ঘটনাস্থলে পৌছেছে। কিন্তু, তার আগেই মহিলার মৃত্যু হয়েছে। স্থানীয় জনগণ তাতে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে ঠিকই। কিন্তু, সময়মতো ব্যবস্থা নিয়েছে। তিনি জানান, মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য জি বি হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

এদিকে, এই মৃত্যুর ঘটনাকে ঘিরে সুভাষনগর জগৎপল্লী এলাকায় দুর্ঘটনাস্থলে কিছুটা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। পরে অবশ্য পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে।

আভাস

● প্রথম পাতার পর

গড়তে আহ্বান জানায়। আমরা কাজ চালিয়ে যেতে চাই। এজন্য কাউকে দোষারোপ করতে চাই না।” ৮৬ বছর বয়সী প্রবীণ নেতার এমন মন্তব্যে রীতিমতো জল্পনা তৈরি হয় রাজনৈতিক মহলে। ফের নির্বাচন হওয়ার কথা বলেন খোদ সরকারে থাকা জেডিএস-এর সুপ্রিমো। এর ফলে কংগ্রেস ও জেডিএস-এ মধ্যে অন্তর্কলহ প্রকাশ্যে চলে এল বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা।

গত বছর কর্নাটক বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি সংখ্যার নিরিখে এগিয়ে থাকলেও সরকার গড়তে ব্যর্থ হয়। কংগ্রেস এবং জেডিএস মিলে সরকার তৈরি করে। গোড়া থেকেই টালমাটাল অবস্থা এই জোট সরকারের। মুখ্যমন্ত্রী কুমারস্বামীকে এক সময় বলতে বাধ্য হন, জেনে শুনে তিনি বিষপান করেছেন। সেই সুরই প্রতিধ্বনি হল বাবা এইচডি দেবেগৌড়ার গলাতেও। তবে, এই মন্তব্য করার পর নিজেকে সামলে ড্যামেজ কন্টোলে নেমে তিনি বলেন, “আমি স্থানীয় নির্বাচনের কথা বলেছি। রাজ্যের নির্বাচন নয়। কংগ্রেস ও জেডিএস-এর মধ্যে ভাল সম্পর্ক রয়েছে।” আগামী ৪ বছর একসঙ্গে কাজ করার কথা বলেন তিনি।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস-জেডিএস জোট অত্যন্ত শোচনীয় ফল করে। ২৮টি আসনের ২৫টি দখল করে বিজেপি। কংগ্রেস-জেডিএস ফাটল প্রকাশ্যে আসায় বিজেপি আরও রাজনৈতিক ফায়দা মিলতে পারে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। প্রথম থেকেই দল ভাঙানোর অভিযোগ রয়েছে বিজেপির বিরুদ্ধে। কংগ্রেস ও জেডিএস-র মধ্যে বিজেপি চিড় ধরানোর চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ।

সম্পত্তির

● প্রথম পাতার পর

জহুরের মা ছাড়া আর তার কেউ নেই। সৎ মায়ের ঘরে এক ভাই ও ভাইয়ের স্ত্রী রয়েছে কিন্তু জায়গা সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের জেরে সৎ ভাই থেকে আলাদা থাকতো জহুর ও তার মা। অপরদিকে এলাকাবাসীদের বক্তব্য জায়গা সম্পত্তির বিবাদের জেরে তার সৎ ভাই ও ভাইয়ের স্ত্রী ওই নিষ্পাপ নাবালককে খুনের চেষ্টা করেছিল।পাশাপাশি কদমতলা থানার পুলিশ. একটি মামলা হাতে নিয়ে ইছাইর পার এলাকার নিজ বাড়ি থেকে রাবিয়া বেগম স্বামী মকবুল আলীকে আটক করেছে। আজ তাকে ধর্মনগর জেল আদালতে প্রেরণ করা হলে মাননীয় বিচারক শর্তসাপেক্ষে রাবিয়া বেগমের জামিন মঞ্জুর করেন। ধৃত মহিলা জহুরের সৎ ভাইয়ের স্ত্রী। এদিকে কদমতলা থানার এস আই তথা এই মামলার আইও প্রাজিত মালাকার জানান, উনারা তদন্তে নেমে জানতে পেরেছেন যে,দীর্ঘদিন যাবৎ পৈত্রিক জায়গা সম্পত্তি নিয়ে জহুর উদ্দিন ও তার সৎ ভাই মকবুল আলীর মধ্যে বিবাদ চলছিল।আর সেই পৈত্রিক জায়গা সম্পত্তির রেশ ধরেই জহুর উদ্দিনের সৎ ভাইয়ের স্ত্রী কিছু লোক লাগিয়ে জহুরকে প্রাণে মারার চেষ্টা করেছিল। সেই মোতাবেক রাবিয়া বেগম নামের ওই মহিলাকে আটক করেছে কদমতলা থানার পুলিশ। উনি আরো জানান এই ঘটনায় আরো দুই ব্যক্তি জড়িত রয়েছে যারা ধারালো দা দিয়ে জহুরের মুখ ও মাথায় এলোপাতাড়ি কুপ বসিয়েছিল।খুব শিগগিরই ওদেরকেও জালে তুলবে পুলিশ।গোটা ঘটনাটি সুষ্ঠুভাবে তদন্ত করছে কদমতলা থানার পুলিশ। উল্লেখযোগ্য যে, ধৃত মূল মাস্টারমাইন্ড রাবিয়া বেগম তথা গুরুতরভাবে আহত জহুর উদ্দিনের সৎ ভাইয়ের স্ত্রী স্বামী মকবুল আলীর সাথে ব্যাঙ্গালুরে থাকতো। গত ১৩ জুন ব্যাঙ্গালোর থেকে ইছাইরপার গ্রামের স্বামীর বাড়িতে এসেছিলো।

মুখ্যমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

স্থাপন করা হয়। রাজ্য সরকারের গৃহিত বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যের প্রয়াত এবং প্রাক্তন সৈনিকদের কল্যাণে বিভিন্ন সহযোগিতা করা হচ্ছে। প্রয়াত এবং অবসরপ্রাপ্ত সৈনিকদের কল্যাণে বিভিন্ন প্রস্তাবিত বিষয়গুলি নিয়েও সভায় আলোচনা করা হয়।

সভায় শিক্ষা দপ্তরের শিক্ষক নিয়োগের জন্য প্রাক্তন সৈনিকদের প্রার্থীর ক্ষেত্রে টেট পরীক্ষা,বি এড, এবং ডি এল এড ছাড় দেওয়ার বিষয়টিও সভায় উত্থাপন করা হয়। এছাড়াও সৈনিক ওয়েলফেয়ার দপ্তর পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় শেয়ার ৯০ শতাংশ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। বর্তমানে তা কেন্দ্র ৭৫ শতাংশ এবং রাজ্য ২৫ শতাংশ বহন করছে। সভায় রাজ্যে আর্মি রিক্রুটমেন্ট র‍্যালী হওয়ার পূর্বে যে সকল প্রার্থী মেডিক্যালে ফিট রয়েছে তাদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়ার বিষয়টি আলোচনা করা হয়। এছাড়াও রাজ্যে একটি আর্মি রিক্রুটমেন্ট শাখা অফিস খোলার বিষয়েও সভায় আলোচনা হয়।

বৈঠকে পুলিশের ভারপ্রাপ্ত মহানির্দেশক রাজীব সিং,অতিরিক্ত মুখ্যসচিব কুমার অলক, শিক্ষা দপ্তরের সচিব সৌম্যা গুপ্তা এবং সাধারণ প্রশাসন দপ্তরের (রাজনৈতিক) সচিব টি কে চাকমা সহ প্রাক্তন সৈনিকগণ আলোচনায় অংশ নেন।

পালিত হল বিশ্ব যোগ দিবস

আটের পাতার পর

আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপন করা হয়। এই যোগ দিবস পালনের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন রকমের যোগ আসন করেন তামিলনাড়ুর স্কুলশিক্ষা ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেএ সেনকোটাইয়ান এবং তামিলনাড়ু রাজ্যের বিজেপি প্রধান তামিলিসাই সৌন্দারারাজন। আইএনএস আদ্যার নৌবাহিনীর কর্মীরাও শুক্রবার বিশ্ব যোগ দিবসে যোগদান করেন।এই অনুষ্ঠানে আজকে তামিলনাড়ুর রাজভবনে রাজ্যপাল বানওয়ারীলাল পুরোহিতসহ যোগদান করেছিল মাদ্রাসা বিশ্ববিদ্যালয়, আন্না বিশ্ববিদ্যালয়, স্পোর্টস বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা।

রাজভবন সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকালে দীর্ঘ সময় ধরে রাজভবনে যোগ দিবসের এই অনুষ্ঠান পালিত হয়। যোগ দিবসের এই অনুষ্ঠানে রাজ্য পুলিশ বিভাগের সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশের কর্মীরা এবং রাজভবনের কর্মীরা বিভিন্ন রকমের যোগ আসন করেন।

সেই সব আসনই তাঁরা করেন যেগুলি শারীরিক সুস্থতার পাশাপাশি, পেশীর উপকার, হৃদযন্ত্র স্বাভাবিক রাখতে, ডায়াবেটিস, শ্বাসযন্ত্রের জন্য, রক্তচাপ স্বাভাবিক রাখতে উপকারী। রাজভবন সূত্রে এমনটাই জানা গিয়েছে।

যোগাসন আবশ্যক ঃ মুখ্যমন্ত্রী

আটের পাতার পর

সুস্থ সমাজ গঠনের জন্য সকলের মধ্যে যোগার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করা আবশ্যক। তিনি বলেন, রাজ্যে এখন স্কুল কলেজেও যোগা প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে রাজ্যের সকল বিদ্যালয়ে এবং বিভিন্ন বেসরকারি যোগা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যোগা প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তিনি অভিভাবকদের সেসব কেন্দ্রে তাদের শিশুদের যোগা প্রশিক্ষণে নিয়ে যাওয়ারও পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, যোগা শিশুর মানসিক বিকাশ ঘটাতে যেমন সহায়ক হয়, তেমনি তার শরীর সুস্থ রাখতেও সহায়তা করে। তাই তিনি আজকের দিনে সকলকে স্বাভাবিকভাবে সুস্থ জীবনের জন্য নিজেকে এবং অন্যকে সুস্থ রাখার জন্য সকলে যেন সকলকে যোগাসন করার বিষয়ে অনুপ্রাণিত করেন তার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথির ভাষণে রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী মনোজকান্তি দেবও সকলকে যোগচর্চার বিষয়ে আক’ষ্ট হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, যোগাসন পৃথিবীর প্রাচীন শা’ সমূহের মধ্যে অন্যতম। ভারতীয় মুনিঋষিরা এই শা’রে সৃষ্টিকর্তা। এছাড়াও, অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল। স্বাগত ভাষণ দেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা শরদিন্দ চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়া পর্ষদের সচিব মানিক সাহা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে মাঠে যোগাসন প্রদর্শনী আয়োজিত হয়। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সহ অন্যান্য অতিথিগণ ও বি এস এফ, সি আর পি এফ-এর জওয়ানগণ এবং বিভিন্ন স্কুল কলেজের ব্যাপক সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ এই যোগাসন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন।

কাজ করছে : মুখ্যমন্ত্রী

আটের পাতার পর

আগামীতে যারা পরীক্ষায় বসবে তারাও উৎসাহ পাবে।

মুখ্যমন্ত্রী ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন, পড়াশুনা করে ডাক্তার, ইন্জিনীয়ার হলেই হবে না, ভালো মানুষও হতে হবে। আগামীদিনে এই বিধানসভার অন্তর্গত ছাত্র-ছাত্রীরা আরও ভালো ফল করে দেশের প্রধানমন্ত্রীর নতুন ভারত গড়ার কাজে এগিয়ে আসবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির ভাষণে বিধায়ক সুশান্ত চৌধুরী বলেন, মজলিশপুর বিধানসভার অন্তর্গত মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সকল ছাত্র-ছাত্রীদের এই প্রথমবারের মতো সংবর্ধনা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। উদ্দেশ্য তাদের সকলকে উৎসাহিত করা এবং আগামীতে যারা পরীক্ষা দেবে তাদের উৎসাহ ব’দ্ধি করা। ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে আগামীদিনে নিজেকে ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তুলে এবং মানুষের বিপদে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় সেই মনোভাব গড়ে তুলতে হবে। তবেই প্রধানমন্ত্রীর সবকা সাথ সবকা বিকাশের মন্ত্র বাস্তব রূপ পাবে।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ফেটারনিটি অব টিচার্স সংস্থার আহ্বায়ক মনোর’ন দেবনাথ। অন্যান্যদের মধ্যে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাণীরবাজার পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন সুদীপা দেবনাথ, ভাইস-চেয়ারপার্সন শঙ্কর সাহা এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী গৌরাঙ্গ ভৌমিক। অনুষ্ঠান মে’ ১৪ জন ছাত্র-ছাত্রীর হাতে মারক উপহার, শংসাপত্র এবং গোলাপ ফুল তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ।

পালিত হয়েছে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস

পাচের পাতার পর

আদিত্যনাথ এবং রাজ্যপাল রাম নায়েক। বিশ্ব যোগ দিবস উপলক্ষ্যে এদিন উত্তরপ্রদেশ সরকার আয়োজিত রাজ্যস্তরের অনুষ্ঠান হয় রাজধানী লখনউয়ের রাজভবনে। যোগব্যায়ামে অংশ নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথও। রাজ্য বিজেপির সহ সভাপতি বিদ্যাসাগর সোনকার উপস্থিত ছিলেন এই অনুষ্ঠানে। অনুষ্ঠান শেষে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, রাজ্যজুড়ে প্রায় প্রতিটি জেলাতেই সাড়ম্বরে পালিত হয়েছে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস এবং এই অনুষ্ঠানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছেন সাধারণ মানুষ। এদিন যোগদিবসের অনুষ্ঠানে সামিল হতে দেখা গিয়েছে বিভিন্ন জেলার মন্ত্রীদেরও।

প্রস্তাবে ধন্যবাদ পালানিস্বামীর

পাচের পাতার পর

পরিষ্কার নয় যে, কেরল থেকে জল তামিলনাড়ু সরকার নেবে কিনা। দেশজুড়ে বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হলেও এখনও দেখা মেলেনি বর্ষার। প্রচন্ড দাবদাহে গভীর জলসঙ্কটের মধ্যে রয়েছে তামিলনাড়ু সহ মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের অনেক রাজ্যই। তীব্র জলসঙ্কটের সময় তামিলনাড়ুকে জল দিয়ে সাহায্যের প্রস্তাব দেয় প্রতিবেশী রাজ্য কেরল। বৃহস্পতিবারই কেরল সরকারের তরফে জানানো হয়েছিল, ২ মিলিয়ন লিটার পানীয় জল তারা পৌঁছে দিতে পারে তামিলনাড়ুতে। মুখ্যমন্ত্রী ই কে পালানিস্বামীর নেতৃত্বে শুক্রবার প্রশাসনিক বৈঠক হয় ঊ ওই বৈঠকে কেরল সরকারকে এই প্রস্তাব দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন পালানিস্বামী ঊ মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ’কেরল সরকারের এই প্রস্তাবকে ধন্যবাদ জানাই। মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নকে শীঘ্রই চিঠি দিয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত জানাব।’ কিন্তু, এদিনের বৈঠকে এখনও পর্যন্ত পরিষ্কার নয় যে, কেরল থেকে এই পরিমাণ জল তামিলনাড়ু সরকার নেবে কিনা।

এদিনের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী কে পালানিস্বামী জানান, মেট্রো ওয়াটার দ্বারা চেন্নাই শহরে ৫২৫ এমএলডি জল বিতরণ করা হচ্ছে। শহরে জল সরবরাহকারী চারটি জলাধার শুকিয়ে গিয়েছে, জোলারপেট্টাই থেকে রেলপথে জল সরবরাহ করার পরিকল্পনা নিয়েছে তামিলনাড়ু সরকার। সরবরাহের জন্য প্রতিদিন ১০ এমএলডি করে জল পাওয়া যাবে। তিনি আরও জানান, ’আরও বেশি জল ধারণের উদ্দেশ্যে মুল্লাপেরিয়ার ড্যামটিকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করছে সরকার। কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশত কেরল সরকার তাতে বাধা দিচ্ছে আমাদের। এই ব্যাপারে আমাদের সহযোগিতা করার জন্য কেরলের কাছে আমি আর্জি জানাই।’ তীব্র জলসঙ্কটের কারণে রাজ্যে অনেকগুলি স্কুল-কলেজ ও গেস্ট হাউজ অস্থায়ীভাবে বন্ধ রাখার রিপোর্টকে উড়িয়ে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বললেন, ’একথা সত্যি নয়, এমন কোনও পরিস্থিতি এখনও তৈরি হয়নি। আমি প্রতিদিন দুটি লরি ভর্তি জল পাই, এমন কথা বলা ভুল হবে। এত বড় হাউসে প্রতিদিন প্রচুর মানুষ আসেন এবং এখানে প্রচুর কর্মীও রয়েছেন। এঁদের প্রত্যেকের কাছে জল পৌঁছে দেওয়া আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।’

যোগ দিবসে বার্তা প্রধানমন্ত্রীর

পাচের পাতার পর

জওয়ানরা। অরুণাচল প্রদেশের লোহিতপুরে পশু প্রশিক্ষণ স্কুল (এটিএস)-এ যোগাসন করেন আইটিবিপি জওয়ানরা। আবার হিমাচল প্রদেশের রোহতাং পাস-এর কাছে প্রায় ১৪ হাজার ফুট উচ্চতায় প্রবল ঠাণ্ডার (মাইনাস ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস) মধ্যেই আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালন করেন ইন্দো-তিবেতান বর্ডার পুলিশ (আইটিবিপি) জওয়ানরা। হিমাচল প্রদেশের কিন্নর জেলায় ইন্দো-চিন সীমান্তেও যোগাভ্যাস করেন আইটিবিপি জওয়ানরা। এখানেই শেষ নয়, সিকিমে ও পি ডোরজিলার কাছে প্রায় ১৯ হাজার ফুট উচ্চতায় মাইনাস ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস ঠাণ্ডার মধ্যেই আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালন করেন জওয়ানরা। শুক্রবার সকালে সূর্য প্রণাম করার পর যোগাসন করেন আইটিবিপি জওয়ানরাঊ পাশাপাশি অরুণাচল প্রদেশের দিগারু নদীতে ‘নদী যোগাসন’ করেছেন আইটিবিপি জওয়ানরা। আবার জম্মু ও কাশ্মীর লেহ, ছত্তিশগড়ের মাওবাদী অধ্যুষিত কোন্ডাগাঁও জেলায় যোগাভ্যাস করেন আইটিবিপি জওয়ানরা।

আইটিবিপি জওয়ানদের পাশাপাশি শুক্রবার সকালে দিল্লিতে যোগাভ্যাস করেছেন ভারতীয় বায়ুসেনার ওয়েস্টার্ন এয়ার কম্যান্ড। প্রায় ৫০০ জন বায়ুসেনা কর্মী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যরা যোগ আসন করেন। মুম্বইয়ে নৌবাহিনীর পশ্চিম নৌবাহিনীর ডকইয়ার্ড-এ আইএনএস বিরাট-এ যোগাসন করেছেন ওয়েস্টার্ন নৌ কমান্ড কর্মী-আধিকারিকরা। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ২১ জুন, শুক্রবার আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালন করেছেন তিন বাহিনীর জওয়ানরা। জম্মুতে যোগাসন করেন সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর জওয়ানরা। হিমালয়ের পর্বতে যোগাভ্যাস করেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর জওয়ানরা। ছত্তিশগড়ের সুকমা জেলায় মাওবাদী অধ্যুষিত ডোর্নাপাল এলাকায় সাত সকালেই যোগাভ্যাস করেন সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ)-এর ৭৪ ব্যাটেলিয়নের জওয়ানরাঊ শুধু ভারতই নয়, গোটা বিশ্বের মোট ১৮০টি দেশে পালিত হয়েছে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসঊ উল্লেখ্য, ২০১৪ সালের ২১ জুন দিনটিকে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসেবে স্বীকৃত দিয়েছিল রাষ্ট্রপুঞ্জ।

ভেঙে পড়ল পুরনো বাড়ি

তিনের পাতার পর

কলকাতা পুরসভার বিল্ডিং বিভাগের ডিজি অনিন্দ্য কারফর্মা এই প্রতিবেদককে বলেন, “বিপজ্জনক প্রতিটি বাড়িকে চিহ্নিত করে নোটিশ অনেকদিন আগেই লাগানো হয়েছে। প্রায় কোনও ক্ষেত্রেই আবাসিকরা যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছেন না। ফলে, অনেক সময় বিপদ এড়ানো অসম্ভব হচ্ছে। পুর-কর্তৃপক্ষ এ কারণে এ ব্যাপারে নতুন নীতি প্রণয়ন করেছে।” অন্যদিকে গৃহমালিক সংগঠনের সম্পাদক সুকুমার রক্ষিত এই প্রতিবেদককে বলেন, “পুরসভার এই নয়া নীতি সম্পর্কে আমাদের সংগঠনের কাছে কিছু জানায়নি। প্রচারমাধ্যমে যা দেখেছি, তাতে অনেক অস্পষ্টতা আছে। এ ব্যাপারে কথা বলতে চেয়ে মেয়রকে চিঠি দিয়েছি। উত্তর পাইনি। পুরসভার গোটা প্রক্রিয়াটাই গন্ডগোলের।’

াঙ্গন

স্বার্থের সংঘাত ইস্যুতে শচীন-সৌরভকে নিয়ে বড়সড় সিদ্ধান্ত বিসিসিআইয়ের

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: আইপিএল চলাকালীন স্বার্থের সংঘাতের অভিযোগ উঠেছিল ভারতীয় ক্রিকেটের তিন কিংবদন্তি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, শচীন তেণ্ডুলকর এবং ভিভিএস লক্ষ্মণের বিরুদ্ধে। প্রশ্ন উঠেছিল, কীভাবে ক্রিকেটের প্রশাসনিক এবং কোনও দলের মেন্টর পদ একইসঙ্গে সামলানোর অনুমতি পান তাঁরা? বিশ্বকাপের মধ্যে ফের উঠল সেই প্রসঙ্গ। এই প্রেক্ষিতে এবার নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করল ভারতীয় ক্রিকেট কন্টোল বোর্ড (বিসিসিআই)। জানিয়ে দেওয়া হল, সুপ্রিম কোর্টের অনুমোদিত বিসিসিআইয়ের নিয়ম অনুযায়ী, কোনও ক্রিকেটার একসময় একটিই পদে থাকতে পারবেন।গত আইপিএলে দিল্লি ক্যাপিটালসের উপদেষ্টার ভূমিকায় দেখা গিয়েছে সৌরভকে। যা ঘিরে স্বার্থের সংঘাতের প্রশ্ন তুলে কলকাতার দুই ক্রিকেটপ্রমী রঞ্জিত শীল এবং ভাস্বতী সাঁতুয়া চিঠি পাঠিয়েছিলেন ভারতীয় বোর্ডের ওম্বুডসম্যান ডি কে জৈনকে। অভিযোগ, সৌরভ একই সঙ্গে কী করে সিএবি প্রেসিডেন্ট এবং দিল্লি ক্যাপিটালসের উপদেষ্টা হতে পারেন। একই প্রশ্ন ওঠে শচীন এবং লক্ষ্মণের বিরুদ্ধে। এরপরই বিস্তর জলঘোলা শুরু হয়।এসবের মধ্যেই বোর্ড ওম্বুডসম্যান চিঠি পাঠিয়ে উত্তর চান সৌরভের কাছে। চিঠির উত্তরে সিএবি প্রেসিডেন্ট জানান, কোনওরকম স্বার্থের সংঘাতের সঙ্গে তিনি জড়িত নেই। বোর্ডের কোনও কমিটিতেও আর তিনি নেই। আইপিএলের কমিটি বা ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক নেই। সে সব পদ থেকে তিনি হয় ইস্তফা দিয়ে দিয়েছেন।নয়তো সরে গিয়েছেন। শচীন জানান, বিসিসিআইয়ের উপদেষ্টা কমিটির পদ গ্রহণের অনেক আগে থেকেই তিনি মুম্বই দলের সঙ্গে যুক্ত। এমনকী, মেন্টর হিসেবে তিনি কোনও অর্থও নেন না।

লক্ষ্মণও বিসিসিআইয়ের অবস্থান জানার অপেক্ষায় ছিলেন। এবার বোর্ড জানাল, হয় তাঁরা আইপিএলের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারবেন আর নাহলে বিশ্বকাপে ধারাভাষ্য দিতে পারবেন। দুটো কাজ একসঙ্গে করা যাবে না।চলতি বিশ্বকাপে ধারাভাষ্যকর হিসেবে সকলের নজর কেড়েছেন মাস্টার ব্লাস্টার। সুনীল গাভাসকর, হরভজন সিং, অনিল কুম্বলেদের সঙ্গে সৌরভ ও লক্ষ্মণকেও বিশ্বকাপের কমেন্টি বক্সে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু বোর্ডের নেওয়া এই সিদ্ধান্তের পর যে তিন প্রাক্তন ক্রিকেটারকে যেকোনও একটি ভূমিকা বেছে নিতে হবে, তা স্পষ্ট। প্রসাশনিক পদ, আইপিএল অথবা ধারাভাষ্য, যেকোনও একটি জায়গাতেই দেখা যাবে তাঁদের। চ্যানেলের সঙ্গে বা বোর্ডের সঙ্গে চুক্তি থাকা সত্ত্বেও একটি ভূমিকাই পালন করতে পারবেন তিন কিংবদন্তি ।বিসিসিআই ওয়েবসাইটে স্বার্থের সংঘাত বিষয়টি রয়েছে নিয়মাবলির ৩৮ (৪) ধারায়। যেখানে উল্লেখ করা আছে, কোনও এক ব্যক্তি নিচে দেওয়া একটির বেশি পদ একই সময় গ্রহণ করতে পারবেন না। সেগুলি হল, বর্তমান খেলোয়াড়, নির্বাচক বা ক্রিকেট কমিটির সদস্য, টিম অফিসিয়াল, ধারাভাষ্যকর, ম্যাচ অফিসিয়াল, প্রশাসক বা অফিস কর্মী এবং ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মালিক। নিয়ম চালু হওয়ার ৯০ দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হবে।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 04/EE-JRN/2019-20 Dated: 15/06/2019

The Executive Engineer, Jirania Division, PWD(R&B), Jirania, West Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura percentage rate e-Tender up to **3.00 P.M. on 16/07/2019** for the following works:-

Sl No	Name of the work	Estimated cost	Earnest Money	Tender Fee	Time of Completion	Last date & time document down-loading and bidding	Time and date of opening of bid	Document down-loading and bidding application	Class of bidder
1	FDR of different roads under Jirania Sub-Division during the year 2019-20/SH:- Clearing of landslides, Protection of road errosion, Palasiding, Placing of gunny bags, soling, grouting, carpeting etc.under North Zone of Jirania Sub-Division/Gr-III 09/R/DNIe-T/EE-JRN/2019-2020	Rs. 14,74,627.00	Rs. 1 4,746.00	Rs. 1000.00	09(Nine) Months	U pto 15.00 Hrs on 16/07/2019	At 15.30 Hrs on 18/07/2019	http://tripuratgenders.gov.in	Appropriate Class
2	FDR of pot holes at different roads under South Zone of Khayerpur Sub-Division during the year 2019-20 / SH- Mtc. Of pot holes by Grouting, Patch metalling , patch carpeting (Group - III) 10/R/DN1e-T/EE-JRN/2019-2020	Rs. 14,92,584.00	Rs. 14,926.00	Rs. 1000.00	09(Nine) Months	U pto 15.00 Hrs on 16/07/2019	At 15.30 Hrs on 18/07/2019	http://tripuratgenders.gov.in	Appropriate Class
3	FDR of different roads under North Zone of Mandwi (PWD) R and B Sub-Division during the year 2019-2020 / SH: Grouting, re-carpeting, seal coat, missing soling, stripping excess soil, earth filling, bats filling & construction of surface drains etc (GR-III). 11/R/DNIe-T/EE-JRN/2019-2020	Rs. 14,43,578.00	Rs. 14,436.00	Rs. 1000.00	09(Nine) Months	U pto 15.00 Hrs on 16/07/2019	At 15.30 Hrs on 18/07/2019	http://tripuratgenders.gov.in	Appropriate Class
4	FDR of different roads under South Zone of Khumulwng Sub-Division (PWD) during the year 2019-20 / SH: Grouting, re-carpetting, seal coat, palasiding, missing soling, removal of land slide, stripping excess soil, earth filling, bats filling & construction of driins etc. 12/R/DNIe-T/EE-JRN/2019-2020	Rs. 14,59,398.00	Rs. 14,594.00	Rs. 1000.00	09(Nine) Months	U pto 15.00 Hrs on 16/07/2019	At 15.30 Hrs on 18/07/2019	http://tripuratgenders.gov.in	Appropriate Class

Bid Documents and **other** details can be seen in the website http://tripuratenders.gov.in **w.e.f 15/06/2019 to 16/07/2019.** Last date of downloading and submission of Bid is **16/07/2019 upto 3:00 pm.**

Submission of tenders physically is not permitted.

ICA/C/450/19

Executive Engineer
Jirania Division, PWD (R&B)
Jirania, West Tripura.

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 02IBIEE-V/AGT/PWD(R&B)119-20
Dated 18th June . **2019**

The Executive Engineer, Agartaia Division No.V, PWD(R&B), Agartala, West Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' **percentage rate e-tender** from the Central & State public sector undertaking I enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to **3.00 P.M. on 08,07.2019** for the following works

Sl No	Name of the work	Estimated cost	Earnest Money	Time of Completion	Last date & time document down-loading and bidding	Time and date of opening of bid	Document down-loading and bidding application	Class of bidder
1	Mtc. of Govt. building ISI-1:-Repairing of wooden doors and steel windows at the Store, liaison & proof reading section etc. of Tripura Government Press building complex , Bardowali, Agartala during the year 18-19. DNIT No: 01/DNiTIEENIAGTIPW012019-20	Rs. 1,04,252.00	Rs. 2043.00	60 Days	U pto 15.00 Hrs on 08/07/2019	At 16.00 Hrs on 11.07.2019 (If Possible)	http://tripuratgenders.gov.in	Appropriate Class
2	Mtc. of Govt. building ISh:- Roof treatment along with other allied works at store , liaison, proof reading section building with in the Tripura Govt. press complex, Bardowali, Agartala,during the year 18-19. DNIT No:02/DNITIEEN/AGT/PAID/2018-19	Rs. 12,66,927.00	Rs 12,669.00	60 Days				

All details can be seen in the office of the undersigned & **may visit : https:lltripuratenders.gov.in. Note:**

NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER

For and on behalf of the Governor of Tripura.

ICA/C/454/19

(Er. S. K. Nath)
Executive Engineer
Agartala Division No. V. PWD (R&B)
Agartala, West Tripura.

ইংল্যান্ডের পিচ নিয়ে এই বিতর্কিত মন্তব্য করলেন বুমরাহ

আইসিসি বিশ্বকাপ ২০১৯এ ভারত সফলতার রথে সওয়ার হয়েছে। টুর্নামেন্টে মেন ইন ব্লু এখনো পর্যন্ত একটিও হারের মুখ দেখেনি। রবিবার তারা নিজেদের সবচেয়ে বড়ো প্রতিদ্বন্ধী পাকিস্তানকে হারিয়ে নিজেদের তৃতীয় জয় হাসিল করেছে। এই বিশ্বকাপে ভারতের হয়ে ৫টি উইকেট নেওয়া বুমরাহকে ইংল্যান্ডের পিচ নিয়ে অখুশি দেখিয়েছে।ইংল্যান্ডে রয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে সপাট পিচভারত এই মুহূর্তে নিজেদের তিন বিভাগেই দুর্দান্ত প্রদর্শন করছে। যেখানে একদিকে ব্যাটসম্যানরা বিস্ফোরক ইনিংস খেলছে অন্যদিকে বোলাররাও বড়ো বড়ো উইকেট নিয়ে জয়ে নিজেদের সম্পূর্ণ যোগদান দিচ্ছেন। যার মধ্যে জোরে বোলার জসপ্রীত বুমরাহ ব্যাটসম্যানদের জন্য আতঙ্ক হয়ে রয়েছেন।তার বোলিং করার সময় ব্যাটসম্যানরা বড়ো শট খেলার ব্যাপারে ভাবেনও না। এর মধ্যেই যখন মিডিয়াকর্মীরা বুমরাহকে ইংল্যান্ডের পিচের ব্যাপারে প্রশ্ন করেন তো তিনি বলেন,'আমি এখনো পর্যন্ত যেখানেই সাদা বলে বোলিং করেছি আমার মনে হয় যে সবচেয়ে বেশি সপাট পিচ ইংল্যান্ডেই রয়েছে। এই পিচে বোলারদের মুশকিল বেড়ে যায় কারণ পিচ বোলারদের একদমই সাহায্য করেনা। আপনি এখানে দেখবেন যে আকাশে মেঘ ছেয়ে থাকে যা দেখে মনে হয় যে বল সুইং হবে কিন্তু এখানে না তো বল গতি পায় না তো বল সুইং হয়' ।সেই সঙ্গে বুমরাহ এটাও বলেছেন যে ভারতীয় বোলাররা ইংল্যান্ডে বোলিং করেন তো তারা মুশকিল থেকে মুশকিল পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকেন আর যদি এই অবস্থায় তারা পিচ থেকে সামান্যও সাহায্য পেয়ে যান তো আমাদের জন্য বোনাস হয়। আপনাকে নিজের অ্যাকিউরেসি আর কোয়ালিটির উপর পুরো ভরসা থাকা উচিত তখনই আপনি ইংল্যান্ডের পিচে বোলিং করতে পারেন' ।ভারতের এখনো পর্যন্ত সফরভারত এখনো পর্যন্ত বিশ্বকাপে ৪টি ম্যাচের মধ্যে ৩টি জয় হাসিল করেছে আর একটি ম্যাচ বৃষ্টির কারণে ওয়াশআউট হয়ে গিয়েছে। ৭ পয়েন্টস নিয়ে ভারত পয়েন্টস টেবিলে চতুর্থ স্থানে রয়েহচে। ভারতের পরের ম্যাচ আফগানিস্তানের সঙ্গে সাউথহ্যাম্পটনে শনিবার ২২ জুন খেলা হবে।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করুন ইমরান খানের কাছে আরজি এই তারকার

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: পাকিস্তান দলকে নিষিদ্ধ করা হোক। বিশ্বকাপে ভারতের কাছে হারের পর এক পাকভক্ত আদালতে পাক দলের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছিলেন। এবার সরফরাজদের লজ্জাজনক পারফরম্যান্সের তীব্র সমালোচনা করলেন প্রাক্তন পাক ক্রিকেটার কামরান আকমল। পাকিস্তানের বর্তমান ফর্ম নিয়ে এতটাই তিতিবিরক্ত যে প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের কাছেই নালিশ করেছেন তিনি ।বিশ্বকাপে সাতবারের সাক্ষাতে প্রতিবারেই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে হারিয়েছে ভারত। সেই হারের ধাক্কা যেন কিছুতেই সামলে উঠতে পারছে না পড়শি দেশের বাসিন্দারা। তাই তো কখনও মেজাজ হারিয়ে অনেক পাক সমর্থক টেলিভিশন সেট ভেঙে ফেলেছেন তো কখনও ক্রিকেটারদের নিয়মানুবর্তিতা, ফিটনেস নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। এমনকী দলকে নিষিদ্ধ করার দাবিতে পাঞ্জাব প্রদেশের গুজরানওয়ালা সিভিল আদালতেও মামলা দায়ের হয়েছে। এবার আকমল গোটা দলের কড়া নিন্দা করে বলছেন, সরফরাজ অ্যান্ড কংয়ের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা উচিত প্রধানমন্ত্রীর। তিনি বলেন, "আমি প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে সম্মান করি। তিনি পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) সঙ্গেও যুক্ত। এমন পরিস্থিতিতে যে দল বিশ্বের কাছে আমাদের সম্মানহানী ঘটিয়েছে, আমাদের বিশ্বাসযোগ্যতায় আঘাত দিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হোক।" এখানেই থামেননি প্রাক্তন উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান।

EDUCATIONAL NOTIFICATION

All the eligible NEET-UG-2019 qualified candidates applied for under PwD Category are requested to attend in the State Disability Board to he conducted on **24-06-2019 at 11.00 AM** at Agartala Govt. Medical College *e.z.* GBP **I** lospital. Agartala along with all of their Original Certificates/ Documents etc. in support of their Disability im ph)rsical verification and examination and obtaining the **"Certificate of Disability"** in prescribed Form as per Gazette Notification No.MC1-34(41)-Med/170045 dated 5th February, 2019 for admission to Medical Courses which is mandatory to be qualified as PwD category and to be considered under this category in the Counselling for the academic session 2019-20.

ICA/D/384/19-20

(Prof. Chinmoy Biswas)
Director Of Medical Education
Government of Tripura, Agartala.

NOTIFICATION

Subject: Only NCS Registered Job-seekers /Un-employed persons would be treated as Job-seekers and Un-employed of the State from 01-10-2019.

The Ministry of Labour and Employment is presently implementing the National Career Service (NCS) Project by transforminP, Employment Exchange to Model Career Centre /Career Centres. As per NCS Project 2-District Employment Exchanges (DEE Agartala, West Tripura & DEE Dharmanagar, North Tripura) have been transformed to Model Career Centres (MCC) and 4 Employment Exchanges (DEE Kailashahar, Unakoti District, DEE Ambassa, Dhalai District, DEE Udaipur Gomati District and Special Employment Exchange for PWDs, Agartala) has been transformed to Career Centres. The first step of Vansformation is change of Registration process from the earlier Manual & Online system to registration in the new NCS System.

In this respect registration of Job-seekers has st,..:.ted in NCS Portal since June 2015 along with the earlier system. Registration of Job-seekers in the earlier system i.e. in the National Employment Service Portal has been closed on 30/09/2016 vides Notification of even number dated 16th September 2016.

As per instruction given in National Employment Service Manual (NESM) that the card is valid up to 3 years, after that it will be treated as lapsed, so, the card issued upto 30/09/2016 will be lapsed on 01/10/2019. In the NCS System there is no renewal system, so all the registered Job-seekers under earlier systefn would not be renewed their registration and hence their card would be treated as lapsed from 01/10/2019.

All the candidates registered with the earlier system have to be registered in the NCS Portal for getting the benefit as Job-seekers. For the Registration they may approach to the Model Career Centres / Career Centres (District Employment Exchanges) /El & AB at SDM Offices, They may also approach to the Gommon Service Centre (CSCs) for getting registration. Since as per NCS Policy anftody can make a registration in the Portal by himself / herself so the candidate may also make registration by themselves. But for authentication H so required in the Card they have to submit tile Card along with copies of all relevant documents in the Model Career Centre / Career Centres (District Employment Exchanges) /El & AB at SDM Offices. Henceforth i.e. after 01/10/2019, data available in the NCS Portal will be treated as Job-seeker /Un-employed data.

By order of the Governor

ICA/D/379/19-20

(Tasmita Debbarma)
Deputy Secretary to the
Government of Tripura

যুবরাজ সিং ঋষভ পন্থকে নিয়ে দিলেন এই চমকে দেওয়ার মত বয়ান

ভারতীয় দলের দুর্দান্ত ফিনিশারদের মধ্যে একজন যুবরাজ সিং সম্প্রতিই নিজের আন্তর্জাতিক আর আইপিএল কেরিয়ার থেকে অবসর ঘোষণা করে দিয়েছেন। যুবরাজ সিং অবসর তো নিয়ে নিয়েছেন কিন্তু তিনি ভারতীয় ক্রিকেটে যে যোগদান দিয়েছেন তা সবসময়ই মনে থাকবে।যুবরাজ সিংয়ের মতই ঋষভ পন্থের থেকেও বড়ো আশাযুবরাজ সিং ভারতীয় দলের হয়ে খেলতে গিয়ে পাঁচ নম্বরে না শুধু নিজের ছাপ ফেলেছেন বরং নিজেকে এমনভাবে স্থাপন করেছিলেন যে ওই নম্বরে তার যোগদানকে কখনো ভোলা যাবে না।ঠিক তেমনই তরুণ উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান ঋষভ পন্থের থেকেও আশা করা হচ্ছে যে তিনি যুবরাজের মতই ভারতীয় দলের পাঁচ নম্বরে নিজের ভূমিকাকে স্মরণীয় করে রাখবেন।বিশ্বকাপে পন্থ পেয়েছেন শিখর ধবনের জায়গায় সুযোগঋষভ পন্থ নিজের প্রতিভার দুর্দান্ত প্রভাব ফেলেছেন কিন্তু এক সময় বিশ্বকাপে খেলার তার স্বপ্ন ভারতীয় দলে নির্বাচিত না হওয়ায় ভেঙে গিয়েছিল কিন্তু এখন তার স্বপ্নও পূরণ হতে পারে।বিশ্বকাপ চলাকালীন ওপেনার শিখর ধবনের বুড়ো আঙুলের চোট তাকে পুরো টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে দিয়েছে আর ঋষভ পন্থ শিখর ধবনের জায়গায় সুযোগ পেয়ে গিয়েছেন আর এখন পন্থের স্বপ্ন পূর্ণ হওয়ার আরো একটা সুযোগ তিনি পেয়েছেন।যুবি স্বয়ং মনে করেন পন্থের মধ্যে আমার থেকেও ভাল করার ক্ষমতা আছেএখন ঋষভ পন্থের কাছে ২০১১ বিশ্বকাপে যুবরাজ সিংয়ের প্রদর্শনের মতই এই বিশ্বকাপে আশা রয়েছে। এই আশা না শুধু ভারতীয় ক্রিকেট সমর্থকরা বরং স্বয়ং যুবরাজ সিংও মানেন যে ঋষভ পন্থ তার চেয়েও দুর্দান্ত প্রদর্শন করবেন।যুবরাজ সিংয়ের ধারণা যে ঋষভ পন্থ ভারতীয় দলের জার্সিতে তার থেকেও ভাল প্রদর্শন করার ক্ষমতা রাখেন।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER No.02/EE/E-CELL/ARDD/2019-20,dated13/06/2019

Online percentage rate bids in Single bid percentage rate e-tender are invited on behalf of the 'Governor of Tripura' **in** PWD FORM-7 (SEVEN) up to 3.00 p.m. on 28/06/2019 the following work :-

Sl No	Name of the work	Estimated cost	Earnest Money	Tender Fee	Time of Completion	D e adline for online bidding	Place, time and date of opening of online bid	Website for online bidding	Class of bidder
1	DNIeT No: 16/EE/ECELL/ARDD/2018-19	12,74,999	12,750	1000	45 Days	U pto 15.00 Hrs on 28/06/2019	O/O the Directorate of ARDD at 15.00 HRs on 01/07/2019	http://tripuratgenders.gov.in	Appropriate Class/ C ategory as per NIe-T
2	DNIeT No: 17/EE/ECELL/ARDD/2018-19	14,71,962	14,719	1000	45 Days				
3	DNIeT No: 20/EE/ECELL/ARDD/2018-19	14,00,834	14,008	1000	90 Days				
4	DNIeT No: 21/EE/ECELL/ARDD/2018-19	115,24,181	15,242	1000	90 Days				
5	DNIeT No: 22/EE/ECELL/ARDD/2018-19	19,13,208	19,132	1000	90 Days				
6	DNIeT No: 23/EE/ECELL/ARDD/2018-19	20,54,139	20,541	1000	90 Days				

All details can be seen in the office of the undersigned, NB : This detailed press notice & bid documents for the work can seen on website www.tripuratenders.gov.in & https://aRici.tripura.gov.in/ at free of cost. But the bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in

For details please visit www.tripuratenders.gov.in and https://ardd.tripura.gov.in/HYPERLINK "https://ardd.tripura.gov.in/&"& for any query please contact :.

(For & on behalf of the Governor of Tripura)

ICA/C/468/19

(Er. Gautam Reang)
Executive Engineer
E-Cell, ARDD,P.N.Complex
Agartala,West Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-28/EE/RDAD/2018-2019 Dated: 19/06/2019

On behalf of the Governor of Tripura, The Executive Engineer, RD Agartala Division RD Department Agartala, West Tripura Invites percentage rate e-tender in PWD form No. on single bid system from the central & State Public Sector undertaking/Enterprise and eligible contractors/Firms/ Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/other State PWD upto 3.00 PM of 3/07/2019 for the following works:

Sl No	Name of the work	Estimated cost(Rs)	Earnest Money(Rs)	Cost of tender Form (Rs)	Time of Completion	Last date and time for-ebidding	Time and date of opening of bid	Document down-loading and bidding application	Class of bidder
1	Providing and laying brick solling road from Maniram Thakur Para to bidhu Das para (1.20 Km) under Hezamara RD block (BADP) during the year 2018-19. DNIT No. 25/BS/MANIRAM-THAKUR-BIDHU-PARA/HZM/BADP/EE/RDAD/18-19 Dt. 19/06/2019 (4th Call).	Rs. 13,78,582.00	Rs. 13,786.00	500	30(Thirty) D ays	Upto 3.00 PM on 03/07/2019	At 3.30 PM on 03/07/2019	http://tripuratgenders.gov.in	Appropriate Class
2	"Construction of Water Filter Tank at Gourmanui Stadium of Aari VC under Mandwi R D Block". DNIT NO: 3/W-FILTTANK/GOURMANI STA-DIUM/AARI VC/BEUP/EE/RDAD/18-19 Dt. 19/06/2019 (3rd Call).	Rs. 1,79,242.00	Rs. 1792.00	Rs. 500	30(Thirty) D ays				
3	"Construction of Water Filter Tank at Mandwi Bazar H. S. School of Mandwi Nagar VC under Mandwi R D Block". DNIT NO:4/W-FILT-TANK/MANIYtAZAR HS SCHL/MANDIJI NAGR VC/BEUP/EF/RDAD/18-19 Dt.19/06/2019 (3rd Call).	Rs. 1,79,242.00	Rs. 1792.00	Rs. 500	30(Thirty) D ays				
4	"Construction of Water Filter Tank at Vrigudas bari High School of Vrigudas bari VC under Mandwi R D Block". UNIT NO:5/W FILT-TANK/VRIGUDAS BARI HS SCHL/VRIGUDAS BARIVC/BEUP/EE/RDAD/18-19 Dt.19/06/2019 (3rd Call).	Rs. 1,79,242.00	Rs. 1792.00	Rs. 500	30(Thirty) D ays				

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https://tripuratenders.eov.in. Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of Bid closing, with option for Re-Submission, wherein only their latest submitted Bid would be considered for evaluation. The e-Procurement website will not allow any Bidder to attempt bidding, after the scheduled date and time. Submission of bids physically is not permitted. For any enquiry, please contact by e-mail to eerd.agartala-tr@gov.in or for any uploading/e-bidding problem contact at 0381 2325988/9436137369 during office date and hour only.

Note: *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*

ICA/C/459/19

(Er. S. R. Debbarma)
Executive Engineer
RD Agartala Division
Gurkhabasti, Agartala

জাগরণ 22 June, 2019, Saturday আগরতলা, ২২ জুন, ২০১৯ ইং, ৬ আষাঢ়, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শনিবার
Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2019

যোগা দিবসে নজর কাড়ল শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুন।। সারা বিশ্বের সঙ্গে ৫ম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস এক অনাড়ম্বর অথচ ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠান করল আগরতলার ভোলানন্দপল্লীস্থিত শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুল। এদিন স্কুলের বিভিন্ন স্তরে ছাত্রছাত্রীদের যোগায় অংশ গ্রহণ ও প্রদর্শনী সকলের নজর কেড়েছিল। সোজা কথায় স্কুলের প্রতিটি প্রাঙ্গনে সুশৃঙ্খল ভাবে ছাত্রছাত্রীদের যোগা প্রদর্শনীর ঘটনা নতুন অনুভূতি এনে দেয়। এই যোগাই লেখাপড়ার সাথে সাথে নিজেদের দেহ মনকে সুস্থ ও সবল রাখবে। এমনই কথা বলেছেন আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি রাজ্যের যুব কল্যাণ মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব। তিনি সুস্থ দেহ মন বজায় রাখতে যোগার উপর জোর দিয়েছেন। অনুষ্ঠানে সম্মানীত অতিথি জাগরণ পত্রিকার সম্পাদক পরিতোষ বিশ্বাস যোগা কর্মসূচীতে ছাত্রছাত্রীদের এই ব্যাপক অংশ গ্রহণ দেখে স্কুল কর্তৃপক্ষকে অভিনন্দিত করেছেন। সম্পাদক বলেন, শরীর মন সুস্থ রেখে ছাত্রছাত্রীরা আগামীদিনে দেশ ও সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

আন্তর্জাতিক যোগা দিবস উপলক্ষে আজ স্কুলের হলঘরে মূল অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন অধিকর্তা দীনবন্ধু দাস। তিনি যোগা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট বিস্তৃত তুলে ধরেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জাতীয় আন্তর্জাতিক স্তরে যোগাকে জনপ্রিয় করে মানুষকে সুস্থ দেহ ও মন পেতে আগ্রহী হবার সুযোগ এনে দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী নিজে যোগাভ্যাস করেন। নির্বাচনের পরে তিনি কেদারনাথ চলে গিয়েছিলেন ধ্যান ও যোগ সাধনা করতে। তিনি ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার পাশাপাশি যোগ সাধনা করতে পরামর্শ দেন। এই স্কুলে পাঁচজন যোগা শিক্ষক রয়েছেন বলেও জানান। ধন্যবাদ সূচক বক্তব্য রাখতে গিয়ে স্কুলের প্রশাসক আশীষ কুমার দেবনাথ যোগা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি যুব কল্যাণ মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব ও সম্মানীত অতিথি জাগরণ সম্পাদক পরিতোষ বিশ্বাসের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। এদিন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা যোগা প্রদর্শন করেন। অতিথিদের তা ঘুরিয়ে দেখানো হয়। সোজা কথায়, যোগা দিবসে স্কুলের বিভিন্ন জায়গায় বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রীদের যোগা ব্যায়াম প্রদর্শন উপস্থিত দর্শক শ্রোতাদের মন জয় করেছে।

রাজ্যে গুণগত শিক্ষা প্রদানে সরকার গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে : মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুন।। রাজ্যের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে গুণগত শিক্ষা প্রদানে বর্তমান রাজ্য সরকার প্রথম থেকেই গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। এরই অঙ্গ হিসেবে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থায় এন সি ই আর টি পাঠ্যক্রম চালু করা হয়েছে। এরফলে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার ভিত যেমন মজবুত হবে তেমনি মেধাসম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীও বেরিয়ে আসবে। আজ রাণীরবাজারের গীতা'লি সাংস্ক'তিক ভবনে বিধায়ক সুশান্ত চৌধুরীর উদ্যোগে এবং ফেটারনিটি অব টিচার্স সংস্থার সহযোগিতায় মজলিশপুর বিধানসভা কেন্দ্রের এবছরের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সকল ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা 'াপন অনুষ্ঠানে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে যে পদক্ষেপ নিয়েছে তাতে সাফল্যও আসতে শুরু করেছে। এবছরের মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশের হার গত বছরের তুলনায় প্রায় ২ শতাংশ ব'দ্ধি পেয়েছে এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশের হার গতবছরের তুলনায় ৫ শতাংশ ব'দ্ধি পেয়েছে। শহরের বিদ্যালয়গুলির পাশাপাশি গ্রামীণ এলাকার বিদ্যালয়গুলিতে গুণগত শিক্ষার মান বাড়ানোর জন্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো যে সমস্ত বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা খবই কম সেই সব ২/৩টি বিদ্যালয়কে একত্রিত করে একটি বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকার এছাড়াও সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, ছাত্র-ছাত্রীর অভাবে যে বিদ্যালয়গুলি বন্ধ হয়ে রয়েছে বা ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা কম এমন ২০টি বিদ্যালয়কে একটি বিখ্যাত বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হবে। রাজ্যের ছাত্র-ছাত্রীদের গুণগত শিক্ষার প্রসারেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যে কোনও ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে যদি ইচ্ছাশক্তি প্রবল থাকে তাহলে সে কোচিং ছাড়াও ভালো ফলাফল করতে পারে। এর প্রক'ত উদাহরণ হলো উদয়পুরের চন্দ্রপুরের দিব্যাঙ্গ মেধাবী ছাত্র প্রলয় দে। সে তার মানসিক ইচ্ছার জোরেই পা দিয়ে লিখে মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। নতুন ত্রিপুরা তথা নতুন ভারত গড়ে তুলতে হলে প্রলয় দে'র মতো প্রবল ইচ্ছাশক্তি সকলের মধ্যে গড়ে তুলতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় মেধা তালিকায় স্থান অর্জনকারী ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহিত করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মেধা পুরস্কার চালু করেছে। এছাড়াও মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এস সি, এস টি, ও বি সি-র প্রথম ৫ জন ছাত্র-ছাত্রীকেও মুখ্যমন্ত্রী মেধা পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে। মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা এই পুরস্কার পেয়ে যেমন উৎসাহিত হয়েছে তেমনি

ছয়ের পাতায় দেখুন

প'ায়েত নির্বাচন : চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুন।। আসন্ন ত্রিস্তরীয় প'ায়েত নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট নির্বাচক নিবন্ধন আধিকারিকগণ (ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার) কর্ত'ক গ্রাম প'ায়েত, প'ায়েত সমিতি ও জিলা পরিষদ নির্বাচন ক্ষেত্রগুলির চূড়ান্ত ভোটার তালিকা আজ প্রকাশিত হয়েছে। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা অনুযায়ী মোট ভোটার সংখ্যা ১২,০৩,০৭০ জন। এরমধ্যে পুরুষ ৬,১৬,৮৯৩ জন, মহিলা ৫, ৮৬,১৭৬ জন এবং অন্যান্য ১ জন। সংশ্লিষ্ট সবার অবগতির জন্য রাজ্য নির্বাচন কমিশন থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

স্বাভাবিক ও সুস্থ জীবনের জন্য যোগাসন আবশ্যক ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুন।। রাজ্যভিত্তিক ৫ম আন্তর্জাতিক যোগা দিবসের উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। প'ম আন্তর্জাতিক যোগাদিবস উপলক্ষে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর এবং জাতীয় আয়ুষ মিশনের যৌথ উদ্যোগে আজ যোগা দিবস উদযাপন করা হয়। এদিন সকালে উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এই আন্তর্জাতিক যোগাদিবসের বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব বলেন, ২০১৪ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রসংঘের সাধারনসভায় ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২১ জন দিনটিকে আন্তর্জাতিক যোগাদিবস হিসাবে পালন করার প্রস্তাব রাখেন। ১৯৩টি দেশের প্রতিনিধি এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। সেই অনুসারে রাষ্ট্রসংঘ প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাবিত ২১ জন দিনটিকে আন্তর্জাতিক যোগাদিবস হিসাবে ঘোষণা করে। ঘোষণার পর ২০১৫ সালের ২১ জন বিশ্বের ১৭০টির বেশি দেশে যথাযথ মর্যাদায় প্রথম যোগাদিবস পালন করা হয়েছে। তিনি বলেন, তখন থেকে যোগাদিবস সারা দেশের সাথে এরাজ্যেও পালিত হচ্ছে। যোগাদিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব আরো বলেন, এই পূণ্যভূমি ভারতবর্ষেই যোগের সৃষ্টি। যোগ হচ্ছে ভারতীয় ক'ষ্টি ও পরম্পরাগত সংস্ক'তি। এই সংস্ক'তি এতদিন পাশ্চাত্য দেশে উপেক্ষিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে সর্বত্র সমাদৃত। রাজ্যের যোগা সংস্ক'তির উন্নয়নের লক্ষ্যে তিনি বলেন, ইন্টারনেটের যুগে শিশু থেকে শুরু করে সকলের হাতে-হাতে মোবাইল ঘুরছে। কিন্তু

ছয়ের পাতায় দেখুন

জামিন পেল প্রাক্তন মিস ইন্ডিয়া ঊষসী সেনগুপ্তকে হেনস্থার ঘটনায় ধৃত ৭ অভিযুক্ত

কলকাতা, ২১ জুন (হি.স.) : জামিন পেলেন প্রাক্তন মিস ইন্ডিয়া ঊষসী সেনগুপ্তকে হেনস্থার ঘটনায় ধৃত সাত অভিযুক্ত ঊ সাত অভিযুক্তকে শুক্রবার আলিপুর আদালতে তোলা হলে মাত্র ১০০০ টাকার ব্যাক্তিগত বন্ডে ছাড়া পেয়ে গেল অভিযুক্তরা।

গত সোমবার রাতের কলকাতায় হেনস্থার শিকার হয়েছিলে প্রাক্তন মিস ইন্ডিয়া ঊষসী সেনগুপ্ত। ঘটনায় পুলিশি গাফিলতির অভিযোগ তুলেছিলেন ঊষসী। তাঁর অভিযোগ ছিল, ময়দান থানার পুলিশের কাছে তিনি সাহায্য চাইলে, সেই থানায় বিষয় নয় বলে এড়িয়ে যাওয়া হয়। সেদিন রাতেই ময়দান, ভবানীপুর ও চারু মার্কেট থানায় বারে বারে হয়রানি শিকার হতে হয় তাঁকে। মজুমদারকে। এই ঘটনায় তোলপাড় হয় রাজ্য চাপে পরে পুলিশ সাতজন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে ঊ বুধবার তাদের আলিপুর আদালতে তোলা হলে ধৃতদের ২১ শে জুন পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন আলিপুর আদালতের বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্টেট। এরপর আজ শুক্রবার তাদের আবার আদালতে তোলা হলে মাত্র ১০০০ টাকার ব্যাক্তিগত বন্ডের বিনিময়ে শেখ রোহিত, ফরদিন খান, শেখ সাবির আলি, শেখ গনি, শেখ ইমরান আলি, শেখ ওয়াসিম, আতিফ খান''এর জামিন মঞ্জুর করেছেন বিচারক। শর্তসাপেক্ষ এই জামিনের বিরোধিতা করেছিলেন সরকারি আইনজীবী।

উল্লেখ্য, সোমবার কাজ শেষ করে বাইপাসের এক পাঁচতারা হোটেল থেকে সহকর্মীকে সঙ্গে নিয়ে উবর চেপে বাড়ি ফিরছিলেন মডেল-অভিনেত্রী ঊষসী সেনগুপ্ত। তবে এলগিন রোডের কাছে তাঁদের গাড়িতে ধাক্কা মারে একটি বাইক। এরপরই উবর থামিয়ে ঝামেলা শুরু করে বাইকচালক ও তার বন্ধুরা। চালককে গাড়ি থেকে নামিয়ে মারধর করার অভিযোগ। নিকটবর্তী ময়দান থানায় গিয়ে সাহায্য চান ঊষসী। তবে পুলিশ আধিকারিক তাঁকে ভবানীপুর থানায় যাওয়ার পরামর্শ দেন। এরপর একজন অফিসার গেলেও তাঁকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায় অভিযুক্তরা। এরপর লেক গার্ডেন্সে সহকর্মীকে নামাতে গেলে, ওই যুবকেরা বাইকে করে এসে হেনস্থা করে ঊষসীকে। তাঁকে গাড়ি থেকে টেনে নামানোর চেষ্টাও করা হয়। তবে প্রাক্তন মিস ইন্ডিয়া চিৎকার করলে পালিয়ে যায় অভিযুক্তরা। গোটা ঘটনা ফেসবুকে পোস্ট করেন ঊষসী।

তাঁর অভিযোগ খতিয়ে দেখে বুধবার সন্ধেয় বরখাস্ত করা হয় চারু মার্কেট থানার সাব ইনস্পেক্টর পীযুষ কুমার বলকে। পাশাপাশি, শো-কজ করা হয় ময়দান থানার সহকারী সাব ইনস্পেক্টর পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও ভবানীপুর থানার সাব ইনস্পেক্টর মেনন মজুমদারকে। সেইসঙ্গে বুধবারই ওই ঘটনায় উবর ক্যাব চালকের বয়ান রেকর্ড করে পুলিশ। এছাড়া এই ঘটনায় ইতিমধ্যে পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা খতিয়ে দেখতে ডিসি সাউথ মিরাজ খালিদের নেতৃত্বে তদন্ত কমিটি গঠন করেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার অনুজ শর্মা। ঊষসী সেনগুপ্তকে নিগ্রহের প্রতিবাদে সামাজিক মাধ্যমে সরব হয়েছেন বিভিন্ন স্তরের মানুষ। তবে এই ঘটনায় এখন পলাতক আরও তিন অভিযুক্ত।

শিক্ষক বদলীর প্রতিবাদে দৃষ্টিহীন শিক্ষন প্রতিষ্ঠানে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুন।। নড়সিংগড় স্থীত রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিহীন বালক শিক্ষন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক স্বল্পতা রয়েছে। ফলে শিক্ষার পরিকাঠামোর ব্যহত হচ্ছে। উপরন্তু দুই জন শিক্ষকের মধ্য থেকে এক জন শিক্ষককে ডেপুটেশনে পাঠানোর নির্দেশ এসেছে। এরই প্রতীবাদে শুক্রবার সরব হল রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিহীন বালক শিক্ষন প্রতিষ্ঠানে ছাত্ররা। এদিন স্কুলের সামনে ছাত্ররা শিক্ষককে ডেপুটেশনে পাঠানোর নির্দেশ প্রত্যাহার করার দাবী জানিয়ে বিক্ষোভ দেখায়। তাদের বক্তব্য এমনিতেই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক স্বল্পতা রয়েছে। যে কারনে তারা অনেক অংশে পিছিয়ে রয়েছে। বিজ্ঞান, ইংরেজী, অঙ্ক বিষয়ের শিক্ষক নেই স্কুলে। কেবল শিক্ষক দিলেই চলবে না।

বিশেষ ভাবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের স্কুলে নিয়োগ করতে হবে। এই উদ্যোগ না নিয়ে ডেপুটেশনে পাঠানো হচ্ছে। এই অবস্থায় স্কুলের পঠন- পাঠন আরো লাটে উঠবে বলে দাবী করে ছাত্ররা। এরই প্রতীবাদে এদিন বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে তারা। এই সিদ্ধান্ত রদ করার দাবী জানায় তারা। প্রতিশ্রুতি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত বিক্ষোভ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তে অনড় থাকে রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিহীন বালক শিক্ষন প্রতিষ্ঠানে ছাত্ররা। কিন্তু দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রন্সিপাল কৃষ্ণারায় গাঙ্গুলি জানান বিভ্রান্তের ফলে ছাত্ররা বিক্ষোভে সামিল হয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্যের এন সি ই আর টি-র নয়া পাঠ্যক্রম চালু হওয়ার পর ব্লাইড স্কুলের শিক্ষকদের স্কুলে ছাত্রদের পড়াতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। তাই শিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে স্কুলে শিক্ষক মৃনালবাবুকে প্রশিক্ষণের জন্য অন্যথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ছাত্রছাত্রীরা ভাবছে সেই শিক্ষককে অন্যত্র বদলি করা হয়েছে। তাই স্কুলের ছাত্ররা বিক্ষোভ দেখায়। পরে সেইসব ছাত্রদের বুঝিয়ে পরিসিতি স্বাভাবিক করা হয়।

ঢাকায় উদযাপিত হল পঞ্চম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস, অংশ নিলেন বাংলাদেশের একাধিক মন্ত্রী

ঢাকা, ২১ জুন (হি.স.) : বাংলাদেশে প্রথম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপনের সময় মোল্লারা যোগকে ইসলামবিরোধী ফতোয়া দিয়েছিল। শুক্রবার ভোরে রাজধানীতে বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের আয়োজনে উপস্থিতি দেখে বোঝা গেল ফতোয়াকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে মুসলমান সম্প্রদায়ও বিপুল সংখ্যায় যোগে শামিল হচ্ছে। ভারতীয় হাই কমিশনের উদ্যোগে আজ পঞ্চম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রায় ৭০০০ মানুষ অংশগ্রহণ করেন, যার সিংহভাগই মুসলমান। ধর্মনির্বিশেষে দিন দিন বাংলাদেশে যোগ কতটা জনপ্রিয়তা পেয়েছে তা অনুধাবন করা যায় আজকের অনুষ্ঠান থেকে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় এ. কে. আব্দুল মোমেন, রেলমন্ত্রী মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম সুজন এবং মাননীয় নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। হাই কমিশনার রীভা গাঙ্গুলি দাশ অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভিডিও বার্তার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্রীড়া ও যোগ সংস্থা এবং স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপনে অংশগ্রহণ করে। সংস্কৃতি ও ক্রীড়া জগতের অনেক তারকাও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের যোগ প্রশিক্ষক মাম্পি দে'র পরিচালনায় তার শিক্ষার্থীরা সাধারণ যোগ নিয়মাবলী ও বিভিন্ন যোগাসন প্রদর্শন করেন। পুরো স্টেডিয়াম জুড়ে উপস্থিত প্রত্যেকে এতে অংশ নেন। অনেকে মাঠের ভেতরে অবস্থান নিতে না পেরে গ্যালারিতে আসন গ্রহণ করেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরে ভারতীয় সহকারী হাই কমিশন সমূহের উদ্যোগেও একই ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ভারতীয় হাই কমিশনের পক্ষ থেকে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে একটি ম্যাট, গেঞ্জি ও জলের বোতল দেওয়া হয়। বিভিন্ন যোগ সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান আজ আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপন করার জন্য পৃথক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় এ. কে. আব্দুল মোমেন বলেন, মানুষ শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ জীবন নিয়ে বাঁচতে চায়, আজকে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের অনুষ্ঠানে ব্যাপক উপস্থিতি তাই প্রমাণ করছে। মানুষের মধ্যে দিনদিন স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়ছে। তিনি জাতিসংঘে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ঘোষণার প্রস্তাব এলে বাংলাদেশ কীভাবে সমর্থন জানিয়েছিল তার ইতিহাস তুলে ধরেন। তিনি সে সময় রাষ্ট্রসংঘে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। রেলমন্ত্রী মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম সুজন বলেন, যোগ দিবস সম্পর্কে মানুষের আগ্রহ ও উদ্দিপনা দেখে মনে হচ্ছে মানুষ যোগ সম্পর্কে ক্রমেই উৎসাহিত হচ্ছে, এটা মূলত স্বাস্থ্য সচেতনতা থেকে। আজ ভোরে স্টেডিয়ামে গিয়ে দেখা যায় আলো ফোটার আগেই পুরো এলাকা লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে। লাইন অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। আলাপ করে জানা যায়, অনেকে যোগ দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে লাইনে দাঁড়িয়েছেন রাত একটায়। ভোর ছ'টায় গেট খুলেছে। উপস্থিত মানুষের একটা বড় অংশ মহিলা। তবে যারা শেষের দিকে ঢুকেছেন তারা মূল স্টেডিয়ামে জায়গা পাননি, তারা যোগে অংশ নিতে পারেননি। গ্যালারিতে বসে যোগ প্রত্যক্ষ করেন। তারা দাবি জানালেন, আগামীতে যাতে সবাই অংশ নিতে পারেন তার ব্যবস্থা প্রয়োজন। পরিসর বাড়ানো দরকার। উল্লেখ্য গত বছর থেকে যোগবিরোধী কোনও বিবৃতি-বক্তৃতা চোখে পড়েনি।

মুসলিম মহিলাদের অধিকারকে সুরক্ষিত করতেই হবে, তিন তালাক বিল পেশের পর বার্তা আইনমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২১ জুন (হি.স.): প্রত্যাবর্তনের পর সংখ্যালঘু মহিলাদের স্বার্থে নরেন্দ্র মোদী সরকার সপ্তদশ লোকসভার প্রথম অধিবেশনেই ফের তাতণিক তিন তালাক বন্ধের বিল পাশ করাতে চাইছে। আর সেই লক্ষ্যে শুক্রবার সংসদের নিম্নকক্ষ লোকসভায় পেশ করা হল তিন তালাক বিল। যদিও, এদিন তিন তালাক বিল পেশের বিরোধিতা করেছেন তিরুবনন্তপুরমের কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর। এরপরই তিন তালাক বিল পেশ প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ লোকসভায় বলেছেন, 'আইন তৈরি করার জন্য জনগণই আমাদের পছন্দ করেছেনঊ তাই আইন তৈরি করা আমাদের কাজ। তিন তালাক-এর শিকার মহিলাদের বিচারের জন্যই আইন তৈরি করা হচ্ছে।' রবিশঙ্কর প্রসাদ আরও বলেছেন, 'মুসলিম মহিলাদের অধিকারকে সুরক্ষিত করতেই হবে। এটি মহিলাদের ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়নের সঙ্গে সম্পর্কিত।' কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুরের বিরোধিতা প্রসঙ্গে লোকসভার বাইরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ বলেছেন, 'এটি খুবই উদ্বেগের বিষয় যে, তিন তালাক বিল পেশের বিরোধিতা করছে কংগ্রেস। এর আগে তাঁরা বিরোধিতা করেনি, সেই সময় তাঁরা লোকসভা থেকে ওয়াকআউট করেছিল। কিন্তু, এদিন তাঁরা ওয়েইসির মতো বিরোধিতা করছেন। সোনিয়াজীর মতো একজন কংগ্রেসের নেত্রী থাকা সত্ত্বেও, লোকসভায় মহিলা-বিরোধী অবস্থান নিল কংগ্রেস। এমনকি বিল পেশেরও বিরোধিতা করেছে, এটি শুধুমাত্র বেদনাদায়ক নয়, খুবই দুঃখজনকও বটে।' রবিশঙ্কর প্রসাদ আরও বলেছেন, ''আমরা সর্বদাই বলেছি যে, তিন তালাক কোনও ধর্ম অথবা প্রার্থনার বিষয় নয়। এটি 'ইনসাফ', মহিলাদের বিচার, মহিলাদের আত্মসম্মান ও মহিলাদের ক্ষমতায়নের সঙ্গে সম্পর্কিত।''

প্রসঙ্গত, লোকসভায় এদিন কাগজের স্লিপের মাধ্যমে তিন তালাক বিল ২০১৯ পেশের উপর ভোট হয়। কারণ, নতুন সাংসদদের এখনও পর্যন্ত বিভাজন সংখ্যা বরাদ্দ করা হয়নি। বিভাজন সংখ্যা বরাদ্দ করা হলেই পোলিং মেশিনের সাহায্যে তাঁরা ভোট দিতে পারবেনঊ উল্লেখ্য, তিন তালাক বিল পাশ করাতে না পেরে তাতণিকে তিন তালাক নিয়ে একাধিকবার অধ্যাদেশ জারি করেছিল পূর্বতন মোদী সরকার। শেষ বারে বিরোধীদের আপত্তি মেনে অধ্যাদেশ বেশ কিছু পরিবর্তন করা হয়ঊ যেমন, তিন তালাক দেওয়ার অপরাধে গ্রেফতার হলে আদালত থেকে জামিন পাওয়া যাবে। আদালতে স্বামী-স্ত্রীর বিবাদ মেটানোর সুযোগ থাকবে প্রভৃতি।

তামিলনাড়ুতে রাজ্যপালের নেতৃত্বে পালিত হল বিশ্ব যোগ দিবস

চেন্নাই, ২১ জুন (হি.স.) : পঞ্চম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালিত হল তামিলনাড়ুতে। শুক্রবার যোগ দিবস পালনের অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব দেন তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল বানওয়ারিলাল পুরোহিত। তামিলনাড়ু রাজ্যে শুক্রবার রাজ্যপাল বানওয়ারিলাল পুরোহিতের নেতৃত্বে পঞ্চম

ছয়ের পাতায় দেখুন

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।